কিচির মিচির

কমলকুমার মজুমদার

৮ বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক

শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র

৮ বি, কলেজ রো,

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—১৯৬৫

মুদ্রণে

নিউ মহাত্মা প্রেস

৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচি

ফালি ফালি তালি তালি

বড় ম্যানেজ করা গেল না বলে, কেটে ছেঁটে মাপে নিয়ে আসা হল। থিঙ্ক বিগ, বইয়ের উপদেশে মজুত থাক, যেমন আছে, যেমন থাকবে চিরকাল। মানবের বৃহৎভাবনা সমূহ। বাস্তবের কথা হল, থিঙ্ক ম্যানেজেবল স্মল। ছোট করে নাও। ভেতরে অন্তত বাইরে ডোবা সেই ডোবায় কোলা ব্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাং।

বড় পরিবার ইতিহাস। একান্নবর্তী চকমেলান বাড়ি। হাওদা হাওদা ঘর, দালান, উঠোন, বড়, মেজ, সেজ, ছোট, ন, রাঙা, ফুল, কত্তায় কত্তায় ক্ল্যাশ, বউদের খিল খিল গুলতানি, ডজনখানেক বাচ্চার কিচির মিচির। ছাতের আলসেতে সপাটে ঝুলন্ত গোটা চোদ্দ রংবাহারি শাড়ি, যেন ইন্টারন্যাশানাল অলিম্পিক ভিলেজ। লঙ্গরখানার মতো রান্নাঘরে সার সার গনগনে হাওদা উনুন, মন মন কয়লা, পাহাড়ের মতো ছাইগাদা, তার ওপর ল্যাজমোটা থুপসি হুলো মৎস্যচিন্তায় ধ্যানস্থ। পরিবারের প্রিয়। আদুরে নাম জর্দা, কারণ মেজকত্তা তাকে কিলাপাতি জর্দার মৌজ ধরিয়েছেন। একটা রামপুরিয়া কুকুর আছে ছানাপোনা-সহ। সে ভিজে আলোচাল মশ মশ করে খায়।

পাকা পেয়ারার মতো ঠাকুরদা সাদা ফতুয়া পরে বাইরের ঘরে ঢালাও ফরাসে বসে বয়স্যদের সঙ্গে শিয়াখালার আমবাগানে ল্যাংড়া আমের গল্প করছেন। আঁটি কেমন পাতলা, না তাঁর গিন্নির যৌবনকালের নাকের মতো যেখানে তিলফুলের মতো জ্বলজ্বল করত হীরের নাকছাবি। গাত্রবর্ণ দুধে আলতা বললে সবটা বলা হল না, তার সঙ্গে আর একটি বিশেষণ যোগ করতে হবে, ্োরেসেন্ট। বিশাল ময়ূরপঙখী খাটের ঠিক কোন জায়গাটায় আছেন তিনি, রাতের অন্ধকারে কী ভাবে লোকেট করা যাবে ?

বয়স্যদের সঙ্গে বৃদ্ধকালে রসের কথা আসতেই পারে। আমি অতি রসাল, গৃহিণী ততোধিক। নাবিক লাইট হাউসের আলোর নিশানায় জাহাজ কূলে ভেড়ায়, ঠিক সেইরকম। নাকছাবির হীরে ঝিলিক মারছে, গোড়ালির

দ্যুতি, আঙুলের বিজলি, ওই তো আমার বন্দর।

সন্ধের সামান্য পরে মটরদানার মতো এক গুলি আফিং, এক গেলাস মালাই, দত্তবাগানের কাঁঠাল, শেওড়াফুলির হিমসাগর, ফুসকো লুচি, অঢেল কম্পানির কাগজ, কচি কচি শেয়ার, জোড়া দীঘি, কালবৌশ মৎস্য, প্রতিষ্ঠিত, সুভদ্র সব ছেলেরা, দুর্গা ও লক্ষ্মী প্রতিমার মতো সব বউরা, সম্পন্ন সব জামাতারা, সবুজ সবুজ চারাগাছের মতো সব নাতি নাতনিরা। ধানের ক্ষেতে সবুজ ঢেউ,গাছের ডালে দোয়েলের শিস, দালানে জোড়া জোড়া আলতা. রাঙা পা, সুগঠিত নিতম্বে ডুরে শাড়ির সৌভাগ্য বাহার। বৈষ্ণবের খঞ্জুনি, গোয়ালে তৃপ্ত গরুর হাম্বারব। দেয়ালে পূর্বপুরুষের সাত্ত্বিক ছবি। আসনে বসে জপের মালা ঘোরাচ্ছেন। স্লাইড ক্যামেরায় সেকালের ফটোগ্রাফার কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে সিদ্ধ হস্তে সিদ্ধ মানবের ছবিটি উচিত মুহূর্তে ধরেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বয়ানে, এঁরা সব জনক রাজা, এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি।

এই সংসারটিকে স্নেহের বাঁধনে ধরে রেখেছেন বৃদ্ধা শ্বশ্রুমাতা, যেমন চিনির পাকে ধরা থাকে বোঁদের দানা। পঁচাত্তর বছরেও দেহের বাঁধন আলগা হয়নি। সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। কপালে যেন সূর্য উঠেছে। জাফরানের মতো গায়ের রঙ। চামরের মতো চুল। দুচোখে হাসির আলো। বড় ছেলে দুছেলের বাপ এখনো মায়ের কোলে মাথা রেখে ছেলেবেলার গল্প শোনে। বউরা সব বুড়ির কথায় ওঠবোস করে। গলায় আঁচল দিয়ে ঘিরে বসে জয়-মঙ্গলবারের খিলি খায়। সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের উপাখ্যান শোনে। কখনো কখনো গায়ে পড়ে খুনসুটি করে, বলো না মা, তোমার বিয়েতে কী কী হয়েছিল। তোমার শ্বশুরমশাই কেমন করে অভিনয় করতেন বিল্বমঙ্গল পালায়। দস্যু রত্নাকর সাজলে কেমন দেখাত। ছোট বউ সন্তানসম্ভবা, তার জন্যে নিজে বসেছেন আচার তৈরি করতে। রান্নাঘরে টুলে বসে বউদের শেখাচ্ছেন পায়েসের পাক। সকালে ছেলেরা লাইন দিয়ে প্রণাম করে যাচ্ছে। জনীর আশীর্বাদ। কোথাও কোনো বিদ্রোহ নেই। কোন মনেই উঁকি মারে না কোনোদিন ক্ষুদ্র কুচেটে মন। বড় বউ সকলের বড়দি, মেজ বউ মেজদি। মায়ের পরেই বড়দি অভিভাবিকা। সকলের ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। সব ব্যাপারেই সতর্ক নজর। মেজ তোর বাচ্চাটা সকাল থেকেই আজ অমন খ্যাঁত খ্যাঁত করছে কেন রে!' ছুটলেন পরীক্ষা করতে। পেট ফেঁপেছে, ক্রিমি হয়েছে, নিয়ে আয় কালমেঘের বড়ি। সেজর বড় মেয়েটার গায়ে গত্তি লাগছে না কেন! খাচ্ছে-দাচ্ছে যাচ্ছে কোথায়।

চলো সবাই, পাঁচু ঠাকুরের কাছে ঝাড়িয়ে আনি, নজর লেগেছে। দুর্গাপূজার মণ্ডপে দশমীর সন্ধ্যায় মা আর বউদের পরস্পর পরস্পরকে মুঠোমুঠো সিঁদুর দান। দেবীর মুখে প্রসন্ন হাসি, নিরুচ্চারে যেন বলছেন, মা সারদা! এইটাই ঠিক পথ। ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে ভোগ করো। গ্রহণেই সুখ, বর্জনে নয়। জ্যান্ত উপনিষদ হয়ে থাকো মা, যেখানে বলা হয়েছে,

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যা স্বিদ্ধনম্॥

সব অনিত্য বস্তুই পরমেশ্বরের মা। ত্যাগের মনোভাব নিয়ে পালন করো। ধনের আকাঙ্ক্ষা এনো না। ঐশ্বর্য কার মা।

রাত্তিরবেলা বৃদ্ধার খাটে জ্যান্ত গোপালের দল। সবকটা নাতি নাতনি ঘিরে ধরেছে। একটা দুষ্টু পিঠে দোল খাচ্ছে, কচিকচি হাতে আম্মার গলা জড়িয়ে ধরে। আর একটা কোলে গড়াচ্ছে আলুর পুতুলের মতো। যে কথা মাথা ঝাড়া দিয়েছে, তারা বড়বড়, গোল গোল চোখে নীলকমল লালকমলের গল্প শুনছে। আম্মা দৈত্য হয়ে নাকি সুরে হাঁউমাঁউখাঁউ করছেন। অন্ধকারে রূপকথার অরণ্য যেন বাড়ির চৌহদ্দিতে চলে এসেছে। জোনাকির ফুলকি গাছের ডালে দোল খাচ্ছে। আকাশে সহস্র তারার নৈশ সভা। দৈত্যের শিং-এর মতো পশ্চিমে ফালি চাঁদ। প্রান্তরের মাটিতে সুখের গন্ধ। আমগাছ বোল ধরাতে ব্যস্ত। বাতাবির ফুল মসৃণ ফল হওয়ার সাধনায় মগ্ন। কটাস পাখি সিন্দুকের তালা খুলছে। জোড়া দীঘিতে বৃহৎ কালবৌশটি অকারণে উৎফুল্ল হয়ে বিশাল এক ঘাই মেরে চলে যাচ্ছে অতলশয্যায়। তার নাকে নোলক পরান হয়েছিল ছোট বউ যেদিন শান্তিপুর থেকে বউ হয়ে এল এ বাড়িতে। লাল বেনারসির ঘোমটায় রাঙা মুখখানি। কালো চুলে ভরা মাথায় সাদা শোলার মুকুট।

এই দিদা, এই আম্মাদের মতো সুন্দর, স্নিগ্ধ টিভি আর কি হতে পারে! কথায় ছবি এঁকে শিশুমনকে যে কল্পলোকে পাঠাতেন, সেখানে অরণ্যে মানুষে, জীব ও জীবনে নিবিড় সম্পর্ক। সেখানে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে চিরকালের এক বুড়ী চরকায় স্বপ্নের সুতো কাটে। কানখাড়া খরগোস সামনে বসে সেই দৃশ্য দেখে। সেখানে একটি ডালে সাতটি ফুল ফুটে থাকে সাত ভাই চম্পা হয়ে। বীর রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়ে দৈত্য আর রাক্ষুসীদের আলয় থেকে উদ্ধার করে আনে রাজকুমারীকে। সেখানে শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে কুমির ভায়া। হাঁস পাড়ে সোনার ডিম। রাত্রির মধ্যযামে

দুধসাদা পরীরা হুস হুস করে আকাশ থেকে নেমে এসে বনের প্রান্তে নাচে গায়। আকাশে আলোর ফাটল ধরা মাত্র উড়ে যায় পূর্ব দিগন্তে। ঘাসের ওপর কোনো কোনো দিন পড়েও থাকতে পারে তাদের কারো একজনের সুক্ষ্ম ওড়না। সেখানে বোয়ালমাছে না টেনে নিয়ে যায়,আর ছিপ নিয়ে যায় চিলে।

এই টিভিতে রেপ ছিল না, খুন ছিল না, অঙ্গ দেখিয়ে নাচ ছিল না, স্যাডিজম ছিল না, পেডোফাইল ছিল না। ঘরভাঙা, সংসার ভাঙা, সমাজ ভাঙার নিয়ত দৃশ্য ছিল না। মানুষ মানুষের দিকে যে হাত বাড়াত সে হাত বন্ধুর হাত, খুনীর হাত নয়। প্রেমে ছিল পূর্ণতা, একালের বঞ্চনা নয়। চরিত্ররা সব আদর্শের পতাকা তুলে ঘুরে বেড়াত, একালের সুবিধেবাদীর ঝাণ্ডা নয়। ছোটরা বড় হবে। বড় হয়ে ছোটদের বড় করার জন্যে আদশ সংসার রচনা করবে। সানাই বাজিয়ে বিয়ে করে, আদালতে গিয়ে তাল ঠুকবে না। বাতাবির নিটোল পরিবার, ফাটা বেল নয়। ভাঙা পরিবারের মশলায় তৈরি হবে না হিট মেগা কমার্শিয়াল।

রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করা যাক কয়েকটি লাইন :

সৃষ্টির সেই প্রথম পরম বাণী : 'মাতা, দ্বার খোলো !'
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু।
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে
'জয় হোক মানুষের ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের !'

বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, বিশ্বাসযোগ্য পিতা মাতার বড়ই অভাব। একালে সবাই কমরেড। কণ্ঠে কণ্ঠে লড়াইয়ের রণদামামা।

অতীত বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে চলে গেল। পড়ে রইল খড়ের পুতুল। পদ্মপুকুরে আবর্জনা। ভরাট করে বাসা বাঁধবে তৎক্ষণিকের দল। যৌথ জীবনসাধনায় স্বার্থের দানব। পরিবার ছেঁড়া কাপড়ের ফালি। প্রোমোটারের মেশিন কর্কশ শব্দে অশান্তির মসলা মাখছে।

বহুতলের খুপরিতে খুপরিতে মানুষ চড়াইয়ের বাসা। দিবস রজনী অবিরল কিচির মিচির। সুখে আছ ভাইসব ? উত্তরে শব্দ নেই, গলকম্বল ঠেলে উঠল। মুখের হাসিতে বোধের নির্বোধ ভাঁজ।

আছে কিন্তু নেই

পাস করে মাথায় কি একটা এসে পড়ল। গড়িয়ে গায়ের কাছে। একটা কাপড় আর তুলোয় তৈরি নরম ভাল্লুক। এটা একটা হাউসিং কমপ্লেক্স। সারসার রঙচটা ঢ্যাঙা বাড়ি। খুপরি খুপরি ফ্ল্যাট। কোনটায় একটা বেডরুম, কোনটায় দুটো। একটা সঙ্কীর্ণ রান্নাঘর। সিন্দুকের মতো বাথরুম। সামান্য একটু নড়বার চড়বার জায়গা। একটা ঝুল বারান্দা। এইরকম সারি সারি। খোপে খোপে বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন স্বভাবের, মেজাজের, চেহারার মানুষ। এই খাঁচায় দেহখাঁচাকে বন্দী করার জন্যে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। লটারি, মুরুব্বি, দালাল।

পুতুলটা হাতে নিয়ে ওপর দিকে তাকালুম। রোদেপোড়া তামাটে আকাশ। আকাশে হেলান দেওয়া ছোট্ট সুন্দর একটা মুখ। বালাপরা কচি একটা হাত বারান্দার রেলিং-এর ফাঁকে গলে ঝুলছে। ছোট্ট পায়ের অংশ। কচি কচি আঙুল নেড়ে পুতুলটাকে ডাকছে। তিনতলার বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। ঝুমকো ঝুমকো চুল। একটা চোখ দেখতে পাচ্ছি। খরগোশের মতো। পুতুলটার বদলে মেয়েটির পড়ে যাওয়াও আশ্চর্যের ছিল না।

সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। পুতুলটাকে বুকে নিয়ে ওপরে উঠছি। প্রতি তলায় এপাশে একটা ফ্ল্যাট, ওপাশে একটা। সিঁড়ির ধাপ জায়গায় জায়গায় ভাঙা। কখনোই ঝাঁট পড়ে না। সিঁড়ির চওড়া হাতলে চাপ চাপ ময়লা। ঝল ঝল করে ঝুলছে ইলেকট্রিক লাইন। হোল্ডারে বাল্ব নেই। রাত্তিরবেলা এই সিঁড়ি অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। দরজায় রঙ নেই। কোথাও কোথাও নেম প্লেট। আনাজের খোসা, ডিমের খোলা, ছেঁড়া চটি, কি নেই আবর্জনার ঐশ্বর্যে!

তিনতলায় উঠে আন্দাজ করে নিলুম কোন ফ্ল্যাটটা হতে পারে। কলিংবেল আছে। দুচারবার টেপাটেপি করতেই ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, কে?

মনে হল বলি, ভাল্লুক। তা না বলে বললুম, দরজাটা খুলুন, আপনাদের বাচ্চার ভাল্লুকটা নিচে পড়ে গিয়েছিল দিয়ে যাই!

দরজা খোলা যাবে না। বাড়িতে কেউ নেই।

প্রশ্ন না বাড়িয়ে ভাল্লুকটাকে দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে নিচে নেমে এলুম। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বাচ্চাটা বারান্দায় আর নেই।

এই হল স্যান্ডউইচ ফ্যামিলি। স্যান্ডউইচ কেন? ওই যে চলেছে গুড়গুড়ে দুচাকায়, একটি কত্তা একটি গিন্নি। কত্তার মাথায় প্রতিরক্ষা কড়া, গিন্নির মাথায় গামলা। কত্তার নেয়াপাতি ভুঁড়িটি দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছেন। কত্তার পিঠ আর গিন্নির পেটের মাঝখানে চেপ্টে আছে মাখনের মতো একটি বাচ্চা। হিউম্যান স্যান্ডউইচ। পথের চড়াই উতরাই, হোলস অ্যান্ড পটহোলসের তোয়াক্কা না করে সোদপুরের ফ্যামিলি চলেছে সল্টলেকে। দাদার কাছে মা থাকেন, গর্ভধারিনী, সুগার, গ্লকোমা, আরথ্রারাইটিস, অ্যামনিসিয়ার সমন্বয়ে এক গলগ্রহ। সাপের ছুঁচো গেলা। ফেলাও যায় না গেলাও যায় না। ডাক্তার দুঃসংবাদ দিয়ে গেছেন, মিস্টার বাগচী আনইউজুয়ালি স্ট্রং হার্ট, এইভাবে নাইনটি অবদি টেনে দিতে পারেন।

সে কি মশাই, যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, একটা রিলিফ।

ব্যবস্থা একটাই আছে, সেটা হল বড় রকমের একটা শক।

ফোর ফর্টি ভোল্ট?

ইলেকট্রিক শক নয়, মেন্টাল শক।

মেন্টাল শকের আর বাকি কি আছে। তিন ছেলে তিন দিকে। একজন আমেরিকায়, একজন কসবায়। একজন সোদপুরে, আর এই সল্টলেক। প্রত্যাশা যাতে না বেড়ে যায়, তাই মিনিমাম ভোগ। মা বলে ডাকলেও পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ি না, তোমার স্ট্যাটাস কাজের মাসির চেয়ে বড় নয়। উঠতে বসতে দাঁত খিঁচুনি। সংসারের ব্যাপারে কিছু বলতে এলেই, হয় আমরা চুপ, না হয় দাবড়ানি। আবার ইংরিজিও বলে দি, দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হলেও ব্যবহারে চণ্ডাল। এর পরেও শক! আরো শক।

এর কোনোটাই শক নয়। এটা হল কষ্ট। মাপের চেয়ে ছোট জুতো পায়ে গলিয়ে হাঁটার মতো। কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু চলা বন্ধ হচ্ছে না। শক কীরকম জানেন, এই ধরুন, আপনি বড় ছেলে, হঠাৎ আজই মারা গেলেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন, সেই আচমকা আঘাতে আপনার মা মরলেও মরতে পারেন। এই একটা পথে আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

ধ্যুর মশাই, নিজেই যদি মরে গেলুম, তাহলে আর হল কী !

কেন আপনার পরিবার সুখে থাকবেন। বুড়ি শাশুড়ীর উৎপাতে তিনিই তো সবচেয়ে বেশি বিব্রত !

কিন্তু, আমি মরে গেলে তার জীবনে আর রইলটা কী !

কেন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ! বড়লোকের স্ত্রীদের তো স্বামী থাকে না।

কী থাকে ?

প্রপার্টি। বিষয় সম্পত্তি, কম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। গরিবদের স্ত্রী থাকে। দুজনে মিলে কষ্ট করে সুখ করে, টাকা জমিয়ে তীর্থে যায়, ঝগড়া করে, প্রেম করে, না খেয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়। অন্যের দুঃখে চোখের জল ফেলে, শ্মশানে যায়। দুজনেই বুড়ো হতে হতে একদিন জুটি ভেঙে যায়। তখন যে থাকে, সে থেকেও থাকে না।

সেই গানের অর্থ এরাই বোঝে,

দো হন্স কা জোড়া বিছড় গয়ো রে
গজব ভয়ো রামো জুলুম ভয়ো রে ॥

আপনাদের তো মশাই শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। আপনাদের যে হৃদয়, যেখানে অ্যাটাক হয়, বাইপাস হয়, ওটা বাংলা হৃদয় নয়, ইংরিজি হার্ট, একটা টুলুপাম্প, রক্ত তোলে, রক্ত নামায়। প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, সহধর্মিতা, মর্মিতা; এইসব নিয়ে যে হৃদয়, সেটা আপনাদের নেই। চোখ আছে জল নেই, মন আছে মনন নেই, প্রাণ আছে চৈতন্য নেই, কান আছে শ্রবণ নেই, নাক আছে সুগন্ধ নেই, ত্বক আছে অনুভূতি নেই, ইন্দ্রিয় আছে সংযম নেই, হাত আছে সৎকর্ম নেই, পা আছে তীর্থভ্রমণ নেই, জিভ আছে মিষ্টি কথা নেই, শিক্ষা আছে জ্ঞান নেই, আত্মা আছে আত্মসমালোচনা নেই। জীবন আছে দর্শন নেই।

বড় বড় কথা ! আপনি নিজে কী ?

তাহলে শুনুন এলিয়ট সায়েবের দুচরণ কবিতা :

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!

কি জ্বালা

দমকা টাকায় বিমলবাবু বেসামাল। কোথা থেকে এল, কি ভাবে এল, সে রহস্যের সন্ধান না করাই ভাল। টাকা হল সালঙ্কারা, সুন্দরী রমণীর মতো। কার হাত ধরে গলায় মালা পরাবে কেউ বলতে পারবে না। ভদ্রলোক নিজেই রহস্যময়। অর্ধসমাপ্ত একতলা একটা বাড়ি কিনে নতুন পাড়ায় সংসার সাজালেন। সবাই ভেবেছিল, নতুন পাড়ায় যখন এসেছেন, তখন সকলের সঙ্গে যেচে আলাপ পরিচয় করে পাড়াভুক্ত হবেন। সে চেষ্টা করলেন না। কচ্ছপের মতো খোলেই ঢুকে রইলেন। দরজায় দরজায় গোটাচাকের কোলাপসিবল গেট লাগিয়ে ফেললেন। বড় বড় তালা। বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে চাইলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। তিন দরজা, তিন গেট, তিন তালা খুলে, আবার লাগাতে লাগাতে ফিরে যাওয়া। বাড়িটা যেন ব্যাঙ্কের লকার। পরিবারবর্গের সেফ ডিপজিট ভল্টে বসবাস। সবাই সিদ্ধান্ত করলেন, মানুষটার চোর-ফোবিয়া আছে। জগতটা চোরে থিকথিক করছে, এইরকমই হয়তো ভাবেন।

আমার বেলুড়মঠে একবার নতুন জুতো চুরি হয়ে গিয়েছিল সেই ছাত্রজীবনে। সেই থেকে কেবলই মনে হয়, জুতো খুললেই চুরি হয়ে যাবে। কোনো ধর্মস্থানে গেলে জুতো খুলেই একটা কাঁধ ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ধর্মস্থানে একদল পরোপকারী মানুষ অবশ্যই থাকবেন। তাঁদের ব্রত হল, মানুষকে ত্যাগ শেখান। খালিপদ না হলে কালীপদ লাভ করা যায় না। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও আরও দুবার আমার জুতো চুরি হয়েছিল। দুবারই ট্রেনে। চালাকের চেয়েও চালাক থাকে। দাদারও দাদা।

দূরপাল্লার যাত্রী। একেবারে আপারবাঙ্কে জুতসই শুধু নই, জুতো সই। ফুঁ বালিশের পাশে দুপাট শায়িত। জোড়া স্ত্রীর সঙ্গে যেন ফুলশয্যা! তার আগে বাথরুম ঘুরিয়ে এনেছি। ঘেন্না ঘেন্না করছিল।

সংস্কারকে শাস্ত্রবাক্য শোনালুম-আতুরে নিয়মনাস্তি। কোলের ওপর কাগজ ফেলে শুকতলা মার্কা লুচি আর শুকনো আলুর দাম দিয়ে ডিনার শেষ করে, আগাথ ক্রিস্টি নিয়ে শুয়ে পড়লুম। ট্রেন জোর ছুটছে টাল খেতে খেতে। সন্ধানী চোখে সরেজমিন করে সন্দেহজনক ছিঁচকে টাইপের কোনো যাত্রী খুঁজে পেলুম না। নাকের ডগায় রেলগাড়ির ছাত। ডানপাশে ঝুলকালো পাখা। 'লফ্‌টে' তুলে রাখা ট্র্যাঙ্কের মতো লাগছিল আমার।

হারকিউল পয়েরোর কীর্তিকাহিনী পড়তে পড়তে নিদ্রা গেলুম। ভোরে ঘুম ভাঙল। ভুলও ভাঙল। জুতো জোড়া হাওয়া। হরিদ্বারে ট্রেন থেকে নগ্নপদে অবতরণ। লোকে হোটেলে যায়, আমি গেলুম জুতোর দোকানে। শিক্ষাটা হল। জুতো যেন জীবন। যখন যাবার তখন যাবেই। কারো বাপের ক্ষমতা নেই ধরে রাখে।

এর পরের বারে আরো একটু বুদ্ধিমান হয়ে, চোদ্দ ফুটো জুতোর ফিতে বেঁধে শুয়ে পড়লুম। সেই অপার বার্থ। চোদ্দ ফুটো মানে নয়া জমানার জুতো। খুলতে পরতে পা ঢোকাতে পাক্কা আধঘণ্টা। বুদ্ধি করে মাথাটাকে ফেলেছি প্যাসেঞ্জার দিকে আর পা দুটো জানলার দিকে। ট্রেন চলেছে। সিডনি শেলডন পড়ছি। মাথার সামনে দিয়ে লোক যাচ্ছে আসছে। কত রকমের ক্যারিকেচার। ট্রেন মানেই শক, হুন দল, পাঠান, মোগল, এক দেহে হল লীন। কেউ খায় মুড়ুকু তো কেউ বাটাটা পুরি। কেউ পুব বাঙাইল বলে তো কেউ ইল্লে কুঁড়ু। মাঝ ব্যাঙ্কে সটান ছফুট সর্দারজি লোয়ার বার্থে ফ্ল্যাট সাড়ে ছফুট সর্দারনীকে তাল ঠুকছে আঁরে তোড় দেঁনু। ট্রেনের দৃকপাত নেই। দমকল, বোমকল করতে করতে স্টেশানে ঠেক খেতে খেতে চলছে তো চলছেই। সাড়ে সাত পকেটঅলা টিটিরা কষে ব্যবসা করছে। গবা মার্কা লোকদের উৎপাটিত করে হাওলামার্কাদের সুখশয্যার ব্যবস্থা। পকেট পুরুষ্টু হচ্ছে। আহা! ওদের ছেলেরা যেন থাকে দুদে ভাতে। বোতল বোতল যেন পড়ে মোর পেটে। পেট নয় তো ধামা ওদিকে বন্দুকধারী মামা। রাত যত বাড়ে পাপও তত বাড়ে।

সকালে উঠে দেখি রাত ফর্সা, পায়ের জুতো জোড়াও ফর্সা।

আমার সহযাত্রী ছিলেন একালের এক বিখ্যাত গায়ক। অফুরন্ত

পুরাতনী গানের বিস্ময়কর ভাণ্ডারী। এক ডাকে চিনবেন সবাই। দিলদার রসিকজন। প্রকৃত এক বাঙালি। তিনি গান ধরলেন,

আর ঘুমাও না মন।
মায়া-ঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যাগ কুস্বপন।
রয়েছে অনিত্য ধ্যানে।
নিত্যানন্দ হের প্রাণে
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন ॥

জুতোর শোক ভুলে প্রকৃতই তরুণ-তপন হেরিলাম। পুব আকাশে। পাহাড়ের মাথায়। একটা নীল জঙ্গল উলটো দিকে পালাচ্ছে। ট্রেনের ভ্রমণ-ক্লান্ত, রাতজাগা মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে বাসী আলুর দম। চোর, সাধু, উদার, কৃতদার, বৃকোদর সবাই সেই উদ্ভাসিত আলোয় গতিতে গতিহীন। শুয়ে বসে ছুটছে।

সাত্ত্বিক চেহারার এক প্রবীণা পাশের খাঁচা থেকে পাগলপারা হয়ে ছুটে এলেন। আবেগ চাপতে পারছেন না। ঠেলেঠুলে বসে পড়ে বললেন, 'গোপাল আমার, এতদিন কোন বৃন্দাবনে লুকিয়ে ছিলে!' হেভিওয়েট বক্সারের মতো হেভিওয়েট গোপাল। গোপালের অবশ্য অনেক রূপ, নাড়ুগোপাল থেকে বুড়োগোপাল। প্রবীণা পরম বৈষ্ণব। ফর্সা গলায় গোটা গোটা তুলসীর মালা। শরীরের লালিত্য দেখলেই মনে হয় স্রেফ মালপো, ক্ষীরপো আর পুষ্পান্নের ওপর আছেন। মনে হয় বৃন্দাবনেই চলেছেন।

প্রবীণা একটি পঞ্চাশ টাকার নোট কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'গোপাল আমার লজেঞ্চুস খেয়ো। আর একটি ধরো দিকি। এই মুখপোড়া ট্রেনে একটাও কি ভাল কথা আছে।'

প্রবীণা অতি সরল। জানেন না, কার সঙ্গে কথা কইছেন, যাঁর এক আসরের প্রণামী দশ, বারো হাজার। তবে ট্রেনে তো কিছুই করার নেই। তাই বোধহয় গান ধরলেন,

আমি প্রেমের ভিখারি।
কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায় ॥

প্রবীণা আবেগে ফেঁসে ফোঁস করছেন, আর আমি করছি রাগ। সাড়ে পাঁচশো পা থেকে খুলে নিয়ে গেছে। পৃথিবী কি টেরিফিক জায়গা!

শ্রীচৈতন্য, শ্রীঅচৈতন্য, সব এক ঠাঁয়ে কোলাকুলি। পকেট আর পকেটমার পাশাপাশি।

গানান্তে দুভাঁড় প্লাটফর্ম চা পান করে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সঙ্গীতগুরু জুতো প্রসঙ্গে ফিরলেন। জানলার ধারে গম্ভীর চেহারার এক ভদ্রলোক বেপরোয়া কলা খেয়ে চলেছেন। আর একটা হলেই ডজন কমপ্লিট। গতিশীল হলে অনেকের ক্ষিদে বাড়ে।

সঙ্গীতগুরু বললেন, 'ওই জন্যেই চটি পরাই ভালো। এই যে আমার পায়ে চটি, এটা আমার কি না, বুকঠুকে বলতে পারব না। অনেক আসরই আমাকে মারতে হয়। ডায়াস থেকে নেমে এসে যেটা সামনে পাই সেইটাই গলিয়ে চলে আসি। সেই কারণে আজ আমার পায়ে নতুন জুতো, তো কাল পুরনো। কোনোদিন আধ ইঞ্চি বড়, তো কোনদিন আধ ইঞ্চি ছোট। আমার ধারণা, প্রায় সবাই অন্যের জুতোয় পা গলাবার চেষ্টা করছে।'

শেষ কলাটি সাঙ্গ করে জানলার ধারের গম্ভীর ভদ্রলোক বললেন, দার্শনিকের কথাই বললেন, অন্যের জুতোয় পা ফিট করতে করতেই জীবন ফোত হয়ে গেল। আপনি কি গায়ক ?'

—'সেই রকম একটা পরিচিতি কলকাতায় আমার আছে। আপনার ?'

—'উত্তর ভারতে আমাকে সবাই তবলিয়াই জানে। রোজ সকালে আড়াই ঘণ্টা কুস্তি করি। আর সারারাত তবলা পিটি। পৃথিবীর সব তালই আমার জানা। এখন সব ঝাঁপতালে চলছে। আড়াঠেকা খুব পপুলার। আর সংসারে আধ্‌ধা। সব কিছুই আধখানা। যাক, জুতোটা ছাড়ুন, টয়লেটে যাব।'

শিল্পী অবাক—'তার মানে ?'

—মানে এই, যে জোড়ায় পা চালিয়ে বসে আছেন সেটা আমার, আর আপনারটা আমার পায়ে। আপনারটা পাঞ্জায় ছোট, আমারটা বড়।

জুতোর যন্ত্রণা শেষ হল। জুতাতঙ্কের মতো বিমলবাবুর ডাকাতাতঙ্ক। যথেষ্ট থাকার এই বিপদ। একতলা তিনতলা হয়ে টাওয়ার হাউস। এক কাঠায় পাশে বাড়া যাবে না বলেই আকাশে ফলাও। গ্রিল আর কোলাপসিবলের খাঁচা। ঘরে ঘরে দামী আসবাবের গুঁতোগুঁতি। বেশ খোলা মনে উদার হয়ে হাঁটতে গেলে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের মাথা উলটে যাবে। যেন গাড়ির বনেট খুলে গেল। যেটুকু আলো আসার

উপায় ছিল দামী পর্দার দাপটে বাইরেই পড়ে রইল। জিভ দিয়ে পর্দা চেটে পশ্চিমে ফিরে যায়।

পয়সার সঙ্গে আর যা যা আসা উচিত সবই এসে গেছে। দামড়া এক অ্যালসেশিয়ান। ছেড়ে রাখার উপায় নেই। সে একবার পাশ ফিরলে সব উলটে পড়ে যায়। লেজ নেড়ে আহ্লাদ প্রকাশ করার খরচ, চার, পাঁচ, হাজার। গণেশ গেল গেল, ভি সি আর চিৎপাত, কালার টিভি খিল খুলে ভূপাতিত।

বাইরে চল্লিশ। দগ্ধ দীপ্র দিন। অন্দরে একই সঙ্গে চেনে বাঁধা কুকুরের চিৎকার, পাম্পের গর্জন আর চারশো আশির পাওয়ার হাউসে বিটের শব্দ, ধ্রাম ধ্রাম, রান্নাঘরে শুকনো লঙ্কার ফোড়ন, কোণের ঘরে টিভির উদ্বেগ, অটল অটলই থাকবেন, না টলে যাবেন।

আর পরিবারের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাটি ছাতে সামান্য একটু ছায়ার আশ্রয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। পাওয়ার হাউসের শব্দে বাড়ি কাঁপছে। গৃহাশ্রিত বেড়ালটির তিনটি বাচ্চা হয়েছে। চোখ ফোটেনি, চুকুর চুকুর স্তন চুষছে।

অদ্ভুত এক ভূত

স্বামীদের মতো 'ট্রাবলসাম' প্রাণী পৃথিবীতে আর দুটি নেই। যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে ততক্ষণই শান্তি। তাঁবুতে ফিরে এলেই দক্ষযজ্ঞ। ঘরে ঘরে স্বামীদের উৎপাতে স্ত্রীরা জেরবার। সদাসর্বদা তাঁদের নাকের ওপর কপালে পার্মানেন্ট তিনটে ভাঁজ। মেজাজ তোলা উনুন, কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসি। বিবাহের আগে যাঁর চলন ছিল কথাকলি, বিয়ের বছর না ঘুরতেই ক্যাঙারু। যাঁর স্পর্শে একদা ছিল কুসমের কোমলতা, বছর না ঘুরতেই খ্যাংরার কর্কশতা। অতীতে যিনি চাকভাঙা মধু মাখান গলায় উত্তর দিতেন, যাআআই [নি-তে স্বরলিপি এই রকম গ ম প নি] বর্তমানে সাতডাকের পর উত্তপ্ত রাগিণী, কি হল কী [স্বরলিপি, স ধা নি স]। 'কি হল কি'-র অর্থ, আবার কি ফ্যাচাং বের করলে ?

স্বামী মানেই ফ্যাচাং। কনসেনট্রেটেড অশান্তি। কত ভাবে যে গৃহশান্তি নষ্ট করা যায়, এঁদের কাছে শিখতে হয়। আর ফ্লোর ক্রসিং-এ এক্সপার্ট। দলবাজিতে তুলনাহীন। এই মায়ের দিকে তো পরমুহূর্তে বউয়ের দিকে। আবার পান থেকে চুন খসা মাত্রই প্রেমের তাজমহল ভেস্তে গেল। 'তোমাকে দেখলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি ক[illegible]।' [illegible] পালটে গেল, মায়ের ঘরে ক্ষণ অবস্থান। আবোলতাবোল স্তো[illegible] বৃদ্ধাকে, 'বুঝলে মা, এইবার ভাবছি তোমাকে নিয়ে তীর্থে যাব। সংসারে কি আছে বল ? কে কার ! মা আর সন্তান, আহা কি স্বর্গীয় সম্পর্ক ! মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে। বলো মা ! মা আর ছেলের মতো দ্বিতীয় সম্পর্ক আর আছে ! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।'

একটু মুচকি হাসি। আজ তোমার বোধোদয়, কাল তোমার বোধাস্ত। তিনদিন ধরে ঠুসঠাস চলছে, কাল মাঝরাতে তুমুল হয়েছে, আজ জ্ঞান নয়ন খুলেছে। মা এখন স্বর্গাদপি, কাল যেই পটপরিবর্তন হবে সোহাগের রেড়ির তেলে সম্পর্ক হড়হড়ে হবে, তখন ফিসফিস করে অন্তরালে বলবে, ষাট পেরিয়ে গেল এখনো স্বর্গেই যেতে পারলে না তো স্বর্গাদপি !

'তোমার ঘরটা এইবার রঙ করাতে হবে মা, সেই বাবা থাকতে একবার হয়েছিল। বেশ হালকা গোলাপি রঙ।'

'আমি যাই তারপর করাস। করাতে তো হবেই। কি অসুখে যাব কেউ তো জানে না।'

'তুমি ওইরকম সেন্টিমেন্টাল কথা বোলো না তো, আমার চোখে জল এসে যায়। তুমি ছাড়া আমার কে আছে? তুমি তোমার নাতির বিয়ে দেখে যাবে। তোমাকে আমি চন্দনকাঠের চিতায় শোয়াবো, ওই পঞ্চান্ন মিনিটের উনুনে নয়। তোমার শ্রাদ্ধে আমি সানাই বাজাবো, গাওয়া গিয়ের লুচি খাওয়াবো।'

'দাঁড়া, আগে মরি।'

'আহা জন্মেছ যখন তখন মরতে তোমাকে হবেই। সাজাহানও মরেছে, রাজ কাপুরও মরেছে, বল্লভভাই প্যাটেলও মরেছে। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে!'

'ধর যদি ক্যানসারে মরি, তাহলে শ্রাদ্ধের খরচ কি থাকবে, চিকিৎসাতেই দেউলে।'

'তুমি আমাকে কি ভাবো। বোকার মতো প্রেমে পড়ে হাবিলদারের মতো একটা হুমদো মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে, সত্যিই কি আমি মাথামোটা। জানো তো, প্রেম হল থ্রম্বোসিস। সেরিব্রাল অ্যাটাকে টেম্পোরারি প্যারালিসিস। ফিজিও থেরাপিতে আবার ঠিক হয়ে যায়।'

'হয়, তবে আগের মতো হয় না। মুখটা বেঁকে থাকে। পা টেনে টেনে চলে। বিয়ের আগের ছেলে আর বিয়ের পরের ছেলেতে অনেক তফাত।'

'তুমি যা বলতে চাইছ, আমি ধরেছি ঠিক, তবে তুমি বলার আগেই আমি নিজেকে নিজেই ধরে ফেলেছি। আর তোমার সুবোধ জবুকা গোলাম নেই। বেরিয়ে এসেছি। এখন কি গান গাইছি জানো, রামপ্রসাদ সেন, যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে/সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে। মা, মা-ই সব।'

'ধর যদি হয়!'

'কি হয়?'

'গলায় ক্যানসার।'

'কোন দুঃখে গলায় ক্যানসার হবে। তুমি কি আমার সেই মা, যে গলায় ক্যানসার ধরিয়ে আমাকে পথে বসাবে! শাস্ত্র কি বলছেন মা, কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয়। তোমার ওই হলে আমার ভবিষ্যতটা কি হবে ভেবে দেখেছ! বাড়ি যাবে, গয়না যাবে, তুমি যাবে, গাছতলা।'

'আমার হবে কি, হয়ে বসে আছে।'

'যাঃ কে বলেছে, ভয় দেখাচ্ছ!'

'ডাক্তার বলেছেন।'

'কিস্যু জানে না হাতুড়ে। বায়পসি না করে ক্যানসার বোঝা যায়!'

'সেটাও হয়ে গেছে।'

'কে করালে?'

'বউমা!'

'আমি থাকতে বৌমা কেন?'

'তুই তো থেকেও নেই। তুই তো না-বউয়ের, না-মায়ের।'

'আমি তা হলে কার?'

'তুমি বাছা এখন ইউনিয়ানের, পার্টির।'

'তোমার ব্যবস্থা তাহলে কি হবে?'

'কিচ্ছু না। যদ্দিন গিলতে পারি গিলব, তারপর উপোস, তারপর বলো হরি।'

'ওয়াইজ ডিসিসান। মরার জন্যে বেমক্কা খরচের কোনো মানে হয় না। কেমো, রে, চুল উঠে যাবে, চোখ ঢুকে যাবে, গলা শুকিয়ে যাবে, রক্ত ভেঙে যাবে, সোনার বর্ণ কালো হয়ে যাবে। আমি জানি, তুমি হিরো, বাবা মারা যাবার পর যেভাবে সংসারের হাল ধরেছিলে, যেভাবে আমাদের মানুষ করেছিলে, তুমি হিরো।'

'অবশ্যই! তা না হলে, এমন হীরের টুকরো জন্মায়।'

'মনে আছে, ছেলেবেলায় তুমি আমাদের বলতে, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। আমি জানি, তুমি মরতে ভয় পাবে না। যথেষ্ট বেঁচেছ, আর বেঁচে কি হবে। সেই একই দিন, একইরাত, সেই একই আলু, পটল, কচু, ঘেঁচু, মুলো। নতুন তো আর কিছু হওয়ার নেই। বরং একটা নতুন শরীর হলে কত ভাল। আবার আমি তোমার মতো মায়ের ছেলে হব।'

'সে তাহলে আমার পরের পরের জন্মে।'

'কেন, পরের জন্মে কেন নয়।'

'আমাকে ধরতে পারবি না। হিসেবে আসছে না। আমি মরার চল্লিশ বছর পরে তুই মরবি। পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। ততদিনে আমি দিদিমা হয়ে যাব। তুই আমার নাতি হতে পারিস।'

'তোমাকে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মা মানেই তো ত্যাগ। কবে যেন উপনিষদে পড়েছিলুম, মা গৃধঃ অর্থাৎ মায়েরা গাধা।'

'আচ্ছা ! উপনিষদে আছে বুঝি ! আমার বিদ্যে রামায়ণ; মহাভারত. লক্ষ্মীর পাঁচালী। তা কি ত্যাগের কথা বলছিস !'

'সামান্য ব্যাপার, মরার পর দুম করে আবার জন্মাবে না। একটু হাওয়া হয়ে থাকবে। পরের জন্মে তুমি কত বছর বয়সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ !'

'এখনো করিনি, তবে যুগ তো তখন অনেক এগিয়ে যাবে। তিরিশের আগে কি আর করা যাবে !'

'বেশ, তাহলে আমার মৃত্যুর তিরিশ বছর আগে তুমি খুব বড়লোকের ঘরে জন্মাবে। 'তারপর,

'তারপর বিয়ে করবে।'

'কাকে ?'

'আরো বড়লোকের কোনো ছেলেকে।'

'আর যদি প্রেম করি। প্রেম করে হিন্দি সিনেমার কায়দায় আমার বাবার গাড়ির ড্রাইভারকে বিয়ে করি। মুম্বাইয়ের কোনো ঝুপড়িতে গিয়ে বাসা বাঁধি।'

'তুমি আমার মা হয়ে এমন অন্যায় কাজ করতে পারবে ! তুমি না আমার মা হবে !'

'বেশ, তাহলে কোনো কালোয়াড়কে বিয়ে করব। অনেক টাকা।'

'নজরটা আর একটু উঁচু করো মা। টাকার সঙ্গে কালচারটাও যোগ করো। আনকালচারড ফ্যামিলিতে আমি জন্মাতে পারব না।'

'আমার প্ল্যান অন্য।'

'কি রকম !'

'পরেরবার তুই যেই জন্মাবি, সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতায় মুড়ে ডাস্টবিনে। সারা রাত তিনটে রাস্তার কুকুর তোকে পাহারা দেবে। পরের দিন অনাথ আশ্রমে।'

'এই তোমার বিচার !'

'হ্যাঁ, এই বিচার। পরের বাড়ির মেয়েকে গোলপফুল শুঁকিয়ে, মালা দুলিয়ে, প্রেমের পানমশলা খাইয়ে বউ করলে ! প্রেম তিনদিনেই চটকে গেল। কথায় কথায় চুলোচুলি। বাপ বললে শালা উত্তর। আজ তিনদিন হয়ে গেল না খেয়ে আছে। আমারও উপোস।

শোন ক্যানসার আমার গলায় শুধু নয়, তাবৎ মধ্যবিত্ত ঘরের বউদের গলায়, কেন জানিস, একালের স্বামীর অদ্ভুত এক ভূত !'

কুর্সি কাহানী

অটল টলে গেলেন। তা শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন, 'অটলেও টল আছে।' দিল্লির পার্লামেন্টে সেই সত্যই প্রমাণিত হল। গোটাকতক এম পি কম পড়েছিল। বর্ষীয়ান, সর্বতো ভদ্র সৎ নেতা কেনাকাটার মধ্যে গেলেন না। দুশো কোটি হাওলা, কি গাওয়ালার টাকা নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরোবার কোনো বাসনাই তাঁর দেখা গেল না। তিনি হিন্দু বলে ছুটছাট দলের এম পিরা সরকার বাঁচাবার কোনো গরজই দেখালেন না। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাষণটিই নিবেদন করলেন। বিরোধীদের কেউ টেবিলে তবলা বাজালেন কেউ হাঁউমাঁউ চিৎকার ছাড়লেন। স্পিকার মহোদয় তারস্বরে, প্লিজ প্লিজ করলেন। নেতা অটল সামান্যমাত্র না টলে তাঁর বাঙ্ময়তাকে পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন। হঠাৎ বাঁ দিকে শরীরটাকে সামান্য মুচড়ে, অনবদ্য একটা ভঙ্গি করে বললেন, আই অ্যাম গোয়িং টু রিজাইন। এখুনি, অ্যান্ড টু দি প্রেসিডেন্ট।

যাঃ। হাউল ফুস।

হাউল ফুস মানে? ছাত্র জীবনের কথা। তিন বন্ধু মিনারে লাইন মেরেছি। লাইন এগোচ্ছে। আমরাও এগোচ্ছি। ফোর্থ ক্লাসের লাইনে হলে ঢোকার জন্য যথারীতি রক্তঝরা সংগ্রাম চলেছে। কেউ জাল বেয়ে উঠছে, কেউ ঘাড়ে ঘাড়ে চাপছে। কখনো ডাণ্ডা পেটা চলছে। জালধরে একজন ঝুলছিল, তার প্যান্ট ধরে টান মেরেছে, নিম্নাঙ্গ অনাবৃত। অসউইজ কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে তারে আটকে থাকা ইহুদির মতো দৃশ্য।

এরই মাঝে আমার বন্ধু হঠাৎ বলে উঠল, যাঃ হাউল ফুস।

সামনে তাকিয়ে দেখি টিকিট কাউন্টারের সামনে বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে, হাউস ফুল। আর হাত দশেক এগোতে পারলেই টিকিট পাওয়া যেত। ইন্টারভ্যালের পর পনের মিনিটের একটা স্নান দৃশ্য আছে। সেই অদর্শনের শোকে বন্ধু আমার স.ল স্থানচ্যুত করে ফেলেছে।

সেই দৃশ্য আর সংসদ ভবনের দৃশ্য প্রায় এক। পাওয়ারে ঢুকতে

চাই, ফোর্থ ক্লাসের টিকিট নিয়ে। দস্যু সর্দারনী ডেস্ক টপকে ঢিসুম ঢিসুম করার জন্যে তেড়ে আসতে চাইছেন : কারণ তাঁর সাংসদ জীবনের জনককে পাকিস্তানের চর বলা হয়েছে। অধিকতর বলশালী একজন তাঁর কোমর জাপটে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। একেবারে পেছনে তিনজন 'দিদি তেরি'-ক্যানসটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছেন।

মহান ভারতের মহৎ শাসকদের জিমনাসিয়াম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন চল্লিশবছরের সংসদ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ সাংসদ। আস্থা ভোটের দিন যাঁরা তাঁর কাছা কোঁচা খোলার জন্য মজবুত হচ্ছিলেন, তাঁরা বড়ই আশাহত। কোরাসে চিৎকার, শেম. শেম! কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড!

অটলবাবুকে অনেকটা ছবি বিশ্বাসের মতো দেখতে। তাঁর বক্তৃতা শুধু পেশাদারী শব্দ দূষণ নয়, ল্যাঙ্গোয়েজ ও বডি ল্যাঙ্গোয়েজের মিশ্রণে অপূর্ব এক অভিনয়। ডেটস অ্যানেকডোটসে মেশান ভারত ইতিহাস ও স্বপ্নের উন্মোচন। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে হাউল ফুসের স্মিত হাসি। মুখে অদৃশ্য বাঁশি। ফুডুর করা মাত্রই দক্ষিণ থেকে হেরেরেরে করে ছুটে আসবেন 'পাওয়ার চেঙ্গিজের' দল। এঁর ভেকেসান, ওঁদের সাকসেসান। পাওয়ার হাউস খালি রাখার উপায় নেই। মানুষ মাত্রেই আর্মস্ট্রিং-এর কথায়, Man is by nature a political animal.

দুটো শব্দের অর্থ অতঃপর বোঝা গেল, হাউস ফুল ও হাউল ফুস। পার্লামেন্ট ভর্তি হাউলিং অ্যান্ড গ্রাউলিং। শাউটিং অ্যান্ড ব্যাটারিং। স্যান্ডিং অ্যান্ড ডিগবাজিং। থ্রোইং অ্যান্ড ক্যাচিং। প্রথমে ফুলকো লুচি, অতঃপর বাতাস বেরিয়ে ফুসকো লুচি।

খাতনামা রাজনীতির (এম. পি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যাসকুইথকে টপকে ওয়ার প্রিমিয়ার, ওয়েলসের অধিবাসী, লয়েড জর্জ নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে পথসভা করছেন। হঠাৎ একটা বাড়ির দোতলার জানালা থেকে একটা ইট এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। তিনি ইটটা তুলে সমবেত জনতাকে দেখিয়ে বললেন, Behold the only argument of our opponents. বন্ধুগণ, আমাদের বিরোধীদের এই হল একমাত্র আলোচনার বিষয়, একটি ইষ্টক খণ্ড। পার্লামেন্ট-এ হোমরুলের ওপর ভাষণ দিচ্ছেন। আমি ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড, ওয়েলস আর আয়ারল্যান্ডের জন্যে হোমরুল চাই। স্বয়ত্তশাসন জরুরি। বিরোধী আসন থেকে একজন চিৎকার

করলেন 'হোমরুল ফর হেল'। নরকেও স্বায়ত্তশাসন চালু হোক। জর্জ মৃদু হেসে জবাব দিলেন অবশ্যই : দ্যাট্‌স্‌ রাইট, এভরি ম্যান ফর হিজ ওন কান্ট্রি।' স্বদেশের স্বার্থ সকলেই দেখবেন। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। আর একটি সমাবেশে একজন চিৎকার ছাড়লেন, 'তুমি কে হে! তোমার বাপ গাধায় টানা গাড়ি করে আনাজ বিক্রি করত, তোমার তো কোনো পেডিগ্রি নেই।' বাগ্মী জর্জ, একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ, উচিত কথা। আপনি যা বললেন, নির্ভেজাল সত্য! আমার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, তবে কি জানেন, আমার বাবার সেই গাড়িটা আর নেই, কিন্তু কি অবাক কাণ্ড, সেই গাধাটা দেখছি এখনো এইখানে রয়েছে। The cart has long since disappeared, but I see the donkey is still here."

অটলবাবুর বাগ্মীতায় লয়েড জর্জের স্বাদ ছিল। দ্য গল রসিকতা করে বলেছিলেন, "How can anyone govern a nation that has 246 different kind of cheese." ফ্রানসে ২৪৬ ধরনের চিজ পাওয়া যায় এত ভিন্ন রুচির দেশের আমজনতাকে সন্তুষ্ট করা সহজ কাজ নয়। আমাদের দেশের মতোই। কেউ গোবধ চায়, তো কেউ নিবারণ। কারো রামায়ণে রুচি, কারো মহাভারতে। কেউ মসজিদ চায়, তো কেউ মন্দির। এক এক দল, এক এক ম্যানিফেস্টো নিয়ে নির্বাচন লড়ে পার্লামেন্টে হাজির। সকলেই সরকারের দাবিদার। তামিলভবনে দু'রাত ধরে কিচিরমিচির। ক্ষমতার এক একটি চেয়ারের একাধিক দাবিদার। অর্থ চাই, স্বরাষ্ট্র চাই, প্রতিরক্ষা চাই, রেল চাই, কয়লা চাই। সবাই মাসলম্যান। দু'একজন গোবেচারা আছেন। কেউ লুঙ্গি পরে কেউ পাজামা, কেউ দুফেট্টি কাপড় পরে দেশের মঙ্গলের জন্যে হাতাহাতিতে লিপ্ত। নেপোলিয়ান বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। বলেছিলেন, In politics stupidity is not a handicap রাজনীতিতে মুর্খামি কোনো বাধাই নয়। রবার্ট লুই স্টিভেনসন আমাদের মতোই বুঝেছিলেন, Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary. সামান্য কেরানি হতে হলে মাস্টার্স ডিগ্রি চাই। এম এল এ, এম, পি, নিরক্ষর নির্বোধও হতে পারে। গণতন্ত্র আসলে কী! Governent by popular ignorance. এলবার্ট হুবার্ডের মন্তব্য। নির্বোধের শাসন। কেউ কিছু জানে না, কিছু জানতেও চায় না, জানার দরকারও নেই। ক্রুশ্চেভ অসাধারণ একটি কথা বলেছিলেন, Politicians are

the Same all over, they promise to build a bridge where there is no river. যেখানে নদীই নেই সেখানে ব্রিজ গড়তে চায়। সব দেশের সর্বকালের নেতাদের একই হাল। সব সমান। Under Some Govervnents, the people receive free teath but no meat to chew. সরকারের রসিকতা, ফ্রি দাঁত দিলে, কিন্তু চিবোবার মাংস কে দেবে! সে তাহলে রাশিয়ার গল্প বলতে হয়, তিনটি মুরগির খামারের ম্যানেজারকে তলব করা হল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জেরা করছেন, প্রথম ম্যানেজারকে প্রশ্ন : তোমার মুরগিদের কি খাওয়াও? উত্তর : দানা। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা, এই কে আছিস হাতকড়া পরাও। জান না, দানা আমরা মানুষকে খাওয়াই। দ্বিতীয় ম্যানেজারকে প্রশ্ন : তুমি কি খাওয়াও! দ্বিতীয় ম্যানেজার প্রথমের অবস্থা দেখ একটু সাবধান। ভেবে চিন্তে উত্তর : দানার খোসা খাওয়াই। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম, এই কে আছিস, একেও হ্যান্ডকাফ করা। বদমাইশ! তুমি জান না, আমরা খোসা দিয়ে জনসাধারণের জন্যে কাপড় তৈরি করি। এইবার তৃতীয়কে প্রশ্ন : তুমি কি খাওয়াও! সে তাড়াতাড়ি বললে, স্যাব! আমি আমার মুরগির বাচ্চাদের টাকা দিয়ে বলি, যাও বাছারা, যা ইচ্ছে হয় কিনে খাও।

আম জনতা চরে খাও, আমরা ততক্ষণ লঙ্কা ভাগ করি। পোল্যান্ডে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, Under Capitalism man exploits man, under Socialism the reverse is true, বড় মজার কথা, এদিকেও মানুষ ওদিকেও মানুষ। ধনতন্ত্রে মানুষ মনুষকে শোষণ করে, আর সমাজতন্ত্রে কি হয়! উল্টোটাই হয়। অর্থাৎ সেই মানুষের কারবার। মানুষ মানুষকে শোষণ করে। ছেলেবেলায় আমরা নাম নিয়ে মজা করতুম। কোন নাম ওলটালে সেই একই হবে! উত্তর, রমাকান্ত কামার। ডেমোক্র্যাসি সোস্যালিজম সবই ওই রমাকান্ত কামার। আর ডিকটেটারশিপ হলে ওই একই কথা ডিকটেটার আর স্পেকটেটার।

রাত ভোর হয়ে এল, কাপের পর কাপ কফি তলিয়ে গেল। মন্ত্রিসভায় কারা যাবেন, তালিকা ফাইনাল হল না। দু'জন কম ওজনের নেতা পরামর্শ দিলেন, আগাড়ি কুর্সি পাকড়ো জনাব, পোর্টফোলিও পিছে। আব জো মিলে লে লো। প্রেসিডেন্ট পায়চারি করছেন, দেববাবুর লিস্টি কই! শপথ গ্রহণের আর মাত্র দেড় ঘণ্টা। নিভৃত সিংহাসনে সিংহমশাই বসে আছেন, সফরি দেখছেন।

আমেরিকায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—The only thing we

learn from new elections is we learned nothing from the old. নতুন নির্বাচন আমাদের একটা শিক্ষাই দিয়ে যায়—পুরনো নির্বাচন আমাদের কিছুই শেখাতে পারেনি। রাজনীতির হাণ্ডা যতই টগবগ করুক, সেই একই ছ্যাঁচড়ার গন্ধ। আধুনিক রাজনীতি কেমন! কলম্বাস জাহাজ ভাসালেন, জানেন না যাচ্ছেন কোথায়! যখন পৌঁছলেন, জানেন না কোথায় এলেন, যখন ফিরে এলেন, জানেন না কোথায় ছিলেন। আর এই পুরো সফরটাই হল জনসাধারণের পয়সায়।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথা। নেতাজির স্ট্যাচু। ঘেরা বেদির তলায় সরু একফালি কার্নিস। রাত সাড়ে নটা। দোকানপাট প্রায় বন্ধ। আলো অন্ধকার। দামাল গাড়িদের দাপাদাপি কমছে। যাদের যাবার জায়গা আছে তারা বেগে ছুটছে। ছাত আছে, খাট আছে, খাবার আছে। বেলগাছিয়ার দিকে মুখ করে নেতাজি বেদিতলে বসে আছে এক কিশোরী। হাঁটুতে মুখ। বড় বড় চোখে ভয়। দেবীর মতো মুখ। হেডলাইটের আলোয় ঝলসে যাচ্ছে। রাত ঘন হচ্ছে। হায়নারা হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙছে। শিকারের সন্ধানে জনপথে নামবে। অনিকেত এই মেয়েটি। ভারতরাষ্ট্র তুলনায় অনেক অনেক অনেক বড়। ক্ষমতার অনেক অনেক অনেক চেয়ার, তাই মা বসেছেন পথে। হনুমানকে সামলাতে গিয়ে নিজেরাই হনুমান। A government big enough to give us everything we want would be big enough to take from us everything we have - [Gerold Ford]

যোগসূত্র পটাং

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা। নিউমার্কেটে বউয়ের সঙ্গে দোকানে দোকানে লটরপটর করছিল। কলেজের বন্ধু। বসন্ত কেবিনে একই সঙ্গে অনেক ডবলহাফ উড়িয়েছি। ভেজিটেবল চপ মেরেছি রাই দিয়ে। কান্ট, হেগেল, হিউম, স্পিনোজা, হবস, নিৎসে চটকাচটকি করেছি। দেবব্রত বিশ্বাস বলতে অজ্ঞান হয়েছি। হেমন্তকুমারের রানার শুনতে শুনতে পুলকে অস্থির। তারপর যা হয়, দুজনেই 'জব মার্কেটে' যথারীতি হারিয়ে গেছি। প্রথম প্রথম চিঠি চাপাটি। অতঃপর যোগসূত্র পটাং। কোথায় কান্ট, কোথায় হেগেল। কেরিয়ারের টাট্টুতে চেপে ব্যাঙ্গালোর বরাকর। রানার ছুটেছে খবরের বোঝা নিয়ে নয়, তেলের শিশি নিয়ে।

'কি রে মানকে না।'

'আররে হেবো যে, বেশ মুটিয়েছিস মাইরি!'

'মুটোবো না! মুটে হয়েছি যে, এত বড় একটা লোভ ক্যারি করছি। মিট মাই গিন্নি সুনন্দা।'

শিক্ষিত বাঙালি স্ত্রীকে যখন 'ওয়াইফ' বলে, বুঝতে হবে সরকারি চাকুরে। যখন 'গিন্নি' বলে বুঝতে হবে বেসরকারি অফিসের উচ্চপদে শাঁসে জল আছে, পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করে পৃথক বসবাস, শ্বশুরবাড়ির ন্যাওটা। শালীপ্রেমে বিভোর মাতোয়ারা। 'বেটার হাফ' বললে বুঝতে হবে মাস্টারি করে। 'বউ' বললে বুঝতে হবে গ্রামে বিষয়-সম্পত্তি আছে হাল চাষ করে। ডেফিনিটলি কাঁচাল খায়। পুঁই-কুমড়োর লাবড়া প্রিয় খাদ্য-মালসা ভোগ, পুলিপিঠে, তালের বড়ার জগতে ঘোরাফেরা আছে।

একধরনের হাসি আছে, লেটার বক্সের ডালা খোলার মতো। আগে

এই ধরনের চিঠি-ড্রাম মোড়ে মোড়ে দেখা যেত। লাল, গোলাকার, মাথাটা উল্টো কড়া। গভীর রাতে নির্জন পথে একা মাতালের মতো, মদ নয় মানুষের দুঃখ সুখের খবর পেটে পুরে বসে থাকত। তার একটা মুখ থাকত। একটা ডালা আলজিভের মতো ভেতরে ঝুলত লতরপতর করে। সেইটাকে চিঠি দিয়ে ঠেললে চুত্ করে একটু খুলেই আবার বন্ধ হয়ে যেত। কিছু হাসি আছে এইরকম পোস্টবক্স মার্কা। এইরকম হাসি দেখলেই বুঝতে হবে, বন্ধুর গিন্নিটি অর্থনীতির সেকেন্ড কি থার্ড ফ্লোর থেকে নেমেছেন। এঁর একটি 'ওভার বেয়ারিং মাদার' আছেন। বপু হয় বিশাল না হয় ক্ষীণ। কাঁচাপাকা চুলের বড়ি খোঁপা। সংসারে সর্দারি করে ঘুরে বেড়ান। কাজের কাজ তেমন কিছু করেন না। কথাবার্তা সবসময়েই যেন ডালে লঙ্কা ফোড়ন। ঝাঁজে তিষ্ঠানো যাবে না। তাঁর চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা চালুনি, অজস্র ফুটো তার। একমাত্র তিনিই একটি নিশ্ছিদ্র হাতা। সব বিষয়েই তিনি এক্সপার্ট। এই মুহূর্তে নরসিংহের কি করা উচিত তিনি জানেন। দেবেগৌড়ার পাঁচ বছরের টিকে থাকার ট্যাকটিক্স তিনি বলে দিতে পারেন। কারো অসুখ করলে সারাতে না পারুন কারণটা তাঁর চেয়ে ভাল কেউ জানেন না। আর ওই যে তাঁর কত্তাটি খবরে কাগজ মুখে নিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন দেবে গৌড়া হয়ে, তিনি ভেসে যেতেন ইনি না থাকলে! লেডি নরসিমা হয়ে তিনি সপাটে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছেন—'অ্যায় আবার পা নাচাচ্ছো!' ব্যাড প্র্যাকটিস না বলে, বললেন, ম্যাল প্র্যাকটিস! 'বলেছি না, পা নাচালে শনিতে ধরে। ইস্টেডি হয়ে বোসো।'

এঁরা শাশুড়ী হয়ে মেয়ের মাধ্যমে জামাই বাবাজীবনকে টাইট দিয়ে রাখেন, আর ছেলের বউয়ের কাছে উঠতে বসতে ঝ্যাঁটা খান। অবশেষে ধর্মে মতি দ্বিজে ভক্তি। অবশেষে হয় বাথরুমে না হয় ঠাকুরঘরের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পপাত। ফেমার ফ্র্যাকচার। চিরশয্যা গ্রহণ। সবশেষে দেড় কেজি ভস্ম।

·

হেবো এইবার মানকেকে বলবে, 'একদিন আয় না লর্ড সিনহা রোডে আমাদের ফ্ল্যাটে। সকাল থেকে সারা দিন চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে। সুনুর হাতের রান্না খাবি। হাঁড়ি কাবাবটা যা রাঁধে না! খেলে সগগে চলে যাবি। উর্বশীর নাচ দেখবি। বাবা ডি. এম ছিলেন তো। খাস

বাবুর্চির কাছ থেকে কাবাবের কেরামতি শিখেছিল। ওর হাতে আর একটা আইটেম আছে, বুলগ্যানিন যেটা খেয়ে বিপ্লবী সি পি এম হয়েছিলেন, লেনিন যেটা স্ট্যালিনকে দিয়েছিলেন, তার নাম কিয়েভ কাটলেট। দেখতে ছোটখাট একটা মোচার মতো। পুরোটাই মুরগির খোল্, ভেতরে মাখনের পুর। খুব সাবধানে খেতে হয়। ঝট করে কামড়ালে পচ করে সমস্ত মাখনটা বেরিয়ে এসে জামা কাপড়ে ল্যাপ্টালেপ্টি, যেন আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে। কাঁটা দিয়ে সাবধানে পাংচার করে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খেতে হয়। হে হে ব্বাব্বা!'

এর এইটটি পার্সেন্ট বাদ দিতে হবে। প্রচার বিজ্ঞাপন কখনো সত্য হয় না। মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে হলে কথাকাহিনী বা কথামালার প্রয়োজন হয়! সামান্য জিনিস নামের গুণে অসামান্য মনে হবে যেমন, স্ট্রেট হোয়াইট পিলাও, পোস্তমাখানি, পটলস্ পয়সার্নবে, বার্তাকু খাউলাশ, সিজনড উইথ সল্ট, সার্ভড উইথ এইচ টু ও। আসলে কী! ভাত পোস্ত, দইপটল, বেগুনপোড়া, পটাপট নুন দিয়ে মেরে এক গেলাস জল।

স্বামী আয় বললেই কপ করে টোপ গিলে আইতে নাই। পার্শ্বে দণ্ডায়মান গৃহিনীর রিঅ্যাকসান আড় চোখে অবলোকন করতে হবে। কর্তা চাইলেও গিন্নিই সব। যদি দেখা যায়, তিনি অন্যদিকে চেয়ে আছেন অমাবস্যার মতো মুখ করে, তখনই বুঝে নিতে হবে সমর্থন নেই। গেলে বিপদে পড়তে হবে। চিকেন সুইট অ্যান্ড সাওয়ার, এক দিকটা মিষ্টি অন্য দিকটা টক। কর্তার ওপর মহা প্রেসার। অন্দরে গিয়ে চাপা গলায়, 'কী হল কী, সেই কখন এসেছে, তিন মাইল কাগজ পড়া হয়ে গেল, না চা, না জলখাবার!'

একটু উচ্চকণ্ঠ, 'বেলা এগারোটার সময় জলখাবার। একেবারে খেতে বসিয়ে দোবো। মালটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করো তো। দুটোর সময় বেরোতে হবে মনে আছে তো!'

'রোব্বার একটা দিন ছুটি, দুটোর সময় যাবে কোথায়!'

'মনে নেই আজ লাবণ্যর পাকা দেখা, আমাকে সাজাতে হবে।'

একটা মাকালু ছেলে যেন শাঁকালু খাবে। উড বি ওয়াইফটিকে ড্রেস্‌ড স্যালাডের মতো পরিবেশন করতে হবে। মুখে যত জিন্দাবাদ। আলো, আলো, আলো কই, সেই আলোচাল। দাগধরা কাঁঠালি কলা।

'প্রেমের বিয়েতে আবার দেখাদেখি কিসের!'

'আরে প্রেম তা কি! প্রেমের মাসি-পিসি নেই। প্রশ্নও আছে,

াড়দিনের কেক আর জন্মদিনের কেকে তফাত কী! সারা জীবন ফাস্ট ফুড খেয়েই জীবন যাবে, তবু, মোচা থোড়, পুঁইশাকের ছ্যাঁচড়ামি থেকে ঘুঘুডাঙ্গা নামটা কি করে হল, উল্টোডিঙ্গিতে কোন শতাব্দীতে ডিঙ্গি উল্টেছিল? নিজের বাবা ও শ্বশুরবাবা সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটা কি?' তুমি টিনের গরুতে বিশ্বাসী না বুকের গরুতে!' কর্তা পর্দা ঠেলে অন্দর থেকে বারমহলে প্রকাশিত হলেন ফ্লপ ছবির মতো, 'মানকে এখন আর অকারণে পেটটা লোড করিসনি। একটু পরেই একেবারে...।'

স্বামী বললেই হবে না, স্ত্রী যদি না তিন ধাপ তেড়ে এসে বোম্বাই গলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন, 'আসুন না আসুন না, বেশ মজা হবে, মালাইকারি'—যদি বলেন, ওকে। দোতারার লাগ্‌গুমাগুম।

আর স্ত্রী যদি নিজেই বলেন সর্বাগ্রে, 'পটলদা হয়ে যাক একদিন,' তাহলে তো কথাই নেই। বুঝতে হবে, চেহারা, চলনবলন কেরিয়ার বিলকুল পসন্দ। ক্যানেডায় থাকে, বিলিতি মাল আসাবে, মুখের মাখানি, ঠোঁটের চুম্বনি, শরীরের সুগন্ধী ফুসফুসানি।

মেয়েদের একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে। বেশি মোটা, বেশি রোগা, চক্ষের বিষ। কুসুম কুসুম শরীর, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, আদুরে আদুরে চোখ, খুব পছন্দের। স্বামীর টাক ছাড়া, অন্যের মাথার মোমপালিশ টাক অসহ্য। পাকা নোনার মতো ভুতভুতুম মুখ পছন্দের তালিকা থেকে বাতিল। রিভার্স ন্যাসপাতির মতো মুখ ঠিক আছে।

কলেজের বন্ধু বলেছিল, 'আয় না, একদিন চুটিয়ে হয়ে যাক পুরনো সেই দিনের কথা, উইক এন্ডে। দুটো দিন রেলা মেরে ডিরেল হয়ে যাই।'

বোকার মতো টোপ গিলেছিলুম, একবারও খেয়াল হয়নি, গিন্নির স্যাংশান আছে কি না। পথ তুমি কার? পথিকের। আকাশ তুমি কার? জনসাধারণের। টাকা তুমি কার? পকেটের'। গরু তুমি কার? গোয়ালের। মা তুমি কার? ভাগের। ছাগল তুমি কার? চোয়ালের। স্বামী তুমি কার? স্ত্রীর। স্ত্রী তুমি কার? মর্জির।

শনিবার চুটিয়ে চোটাতে গিয়ে দেখি দু'জনের সকাল থেকেই চটাচটি চেছ। চটি তখনো বেরোয়নি। আমি ঢুকে নিরাহ্বান পরিবেশে বসাতে বসাতেই চটি শ্রীমতী চটরপটর বেরিয়ে গেলেন। বেশ বাহারী এক বাক্সে পনির পাকোড়া নিয়ে গিয়ে গিয়েছিলুম, পড়ে রইল সেন্টার টেবিলে।

বন্ধু আমার ঘরের মাঝখানে অর্সন ওয়েলসের মতো দাঁড়িয়ে দু'হাত সিলিং-এর দিকে তুলে বললে, 'ম্যাড।'

পরমুহূর্তেই লিঙ্গ চেতনা এল, 'ম্যাডের স্ত্রীলিঙ্গ কি রে! পাগল তো পাগলি হয়। ম্যাড কি হবে! ডিউক তো ডাচেস হয়!'

'ম্যাডের স্ত্রী লিঙ্গ মাড হবে মনে হয়। কারণ সব মাটি।'

পরের দিন ভোরে শ্রীমতীকে কইলাম, 'আমি তাহলে একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল, ফ্রেশ এয়ার।'

আজ তিনবছর হয়ে গেল, মর্নিং ওয়াকেই আছি আমি। এখনো ফিরিনি। টুথ ব্রাশ আর টুথ পেস্টটা ওখানেই পড়ে আছে।

ফিরতে পারলে, দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে, ফাইন এককাপ চা নিয়ে বসব।

পুরনো সেই দিনের কথা সবাই মিলে কইব॥

বিন্দু থেকে চন্দ্রবিন্দু

সব উত্তেজনা আপাতত প্রশমিত, যেন ওয়ার্লড কাপ টুর্নামেন্ট শেষ হল। আবার চাল, ডাল, তেল, নুনের চিন্তা ফিরে এল। টের পাওয়া গেল পনের তারিখেই পকেট খালি। সংসার চালাবার উত্তেজনা ফিরে এল। শরীরের নড়বড়ে অংশের দিকে মন যেতে লাগল। সমস্ত আলোচনা স্তব্ধ। শহরের বাড়িতে বাড়িতে রোজ সকালে দরজা খোলে, পরিবার ঠেলে ঠেলে জীবিকার জগতে একটি করে মানুষ উগরে দেয়। কেউ বড়বাবু, কেউবাবু, কেউ বেকারবাবু। ঘষড়াতে ঘষড়াতে চলেছে কর্মক্ষেত্রে, যে জায়গাটা মোটেই সুখের নয়। পাশাপাশি চেয়ারে প্রতিদ্বন্দ্বী। লেজহীন দ্বিপদ ঘোড়া। চেয়ার টেবিলের রেসকোর্সে মানস দৌড়। আলাদা আলাদা খুপরিতে যত ভাগ্য বিধাতা। ঢুকলেই দাবড়ানি। তোয়াজে সামান্য মুখকুঞ্চন দেখা গেলেও, আখেরে কিছু হয় না তেমন। যে যেখানে, সে সেখানে। বয়েস বাড়ে, চুল পাকে, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, সন্তোষীমা ফেল মেরে যান। একই দিন, একই বাত, একই খানা, একই গাওনা, একই বাজনা, মেয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড খেয়ে বরের গলায় একশো চল্লিশ টাকা রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে টা টা বাই বাই করে। ছেলে বিয়ে করে ডিস্টার্বিং ওল্ডফুলকে ত্যাগ করে প্রেমের তাঁবুতে সটকে পড়ে। বুড়ো বুড়ী দুটো সাচ্চা হনুমানের মতো ফ্যালফ্যাল করে বসে থাকে। কী যে পেলাম!

কেউ কিছু পায় না। গোটা কতক লোক খেলা করে, আমরা টিকিট কেটে দেখি। আশার বীজ বুনি চারা আর বেরোয় না। সারা জীবন শুধু হিসেব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অ্যাকাউন্টেন্ট আমরা। তেলেভাজার দোকানে, কড়ার ওপর ঝাঁজরি, তার ওপর শুয়ে আছে একমেটে করে ভাজা বেগুনি। সবে রঙ ধরেছে। পুরোটা ভেজে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আজ্ঞে না, তেল বেশি লাগবে। দপ্কে দপ্কে ভাজাটাই ইকনমি। আমাদের ইকনমিক্যাল লাইফও দপ্কে দপ্কে চলে। যে যতটা বাড়তে পারত, সে আর হল না। যতটা হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উচিত ছিল হল না। মেধার বিকাশ যতটা

হওয়া উচিত ছিল হল না। চল্লিশেই চালসে। যাটেই আশি। যৌবনের পাওয়ারে চল্লিশ অবধি আনা যায় কোনোরকমে তারপরেই ব্যাটারি ডাউন। সেল্‌ফ কাজ করে না। নিজেকেই নিজে ঠেলো। ঠেলাঠেলি করে যদ্দিন চলে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কি পেলে বাপ্‌ স্বাধীনতার পরে! দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, টন টন বক্তৃতা, দশটা লোকসভা। কংগ্রেস তো দল নয়, একটা আদর্শ সেই আদর্শের পতন। চোখের সামনে দেশ টুকরো টুকরো। একটা নীতির জাগরণ—Demoralise and rule। জীবন থেকে ধর্ম আর আদর্শ হটাও। মানুষকে বারে বারে বলো, ভুলে যাও বেদ উপনিষদ, তুমি অমৃতের সন্তান নও, বাঁদরের উত্তরপুরুষ।

অ্যাব্রাহাম লিংকল্‌ন একটি জবরদস্ত কথা বলেছিলেন :

Let me tell you that if the people remain right, your public men can never betray you. If in the brief term of office I shallbe wicked or foolish if you remain right and true and honest. you cannot be betrayed. My power is temporary and fleeting, yours as eternal as the principles of liberty.

মানুষ যদি সৎ হয় ক্ষমতাসীন নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। ক্ষমতার সীমিত মেয়াদে আমি বদমাইশ হতে পারি, মূর্খ হতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি ঠিক থাকো, সত্য ও সৎ থাকো, তাহলে তোমরা কোনোদিনই ঠকবে না। আমার ক্ষমতা সাময়িক, যে কোন মুহূর্তে চলে যাবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষমতা চিরকালের, স্বাধীনতার সেইটাই নীতি।

বইটাই হল রাজনীতির আধ্যাত্মিকতা। স্পিরিট অফ লিবার্টি। সেইটাকে হরণ করে নাও। মানুষ যত ছ্যাঁচড়া, অসৎ, করাপ্ট, সেল্‌ফ সিকিং, অনৈতিক, অধার্মিক হবে, যতই মেরুদণ্ডহীন হবে শাসকদের ততই পোয়াবারো। গণতন্ত্রের জনগণ যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই। হেনরি ক্যাবট লজের একটি মারাত্মক কথা মনে পড়ছে :

When too many people in a nation depend on the Government for their living, democracy is assassinated, freedom is gone, and the arrival of the dictator is just around the corner."

বেকার মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, জীবিকার জন্যে সরকারের ওপর নির্ভরতা যত বাড়বে, গণতন্ত্রের গলায় ছুরি, স্বাধীনতার অবসান, ডিক্‌টেটার এলো বলে। ডেকে হেঁকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডিক্‌টেটার এদেশে আসবে না হয়ত, তবে একদল মহাধুরন্ধর লোক একজোট হয়ে যা খুশি

তাই করে যাবে, প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো। সৎ, সুন্দর বুদ্ধিজীবী, উদার মানুষদের তারা দাবিয়ে রাখবে তাদের পোষা 'মাসলম্যান' দিয়ে। সিন্নি অথবা কোঁতকা এই হবে দাওয়াই। পরস্পর পরস্পরকে ব্ল্যাকমেল করবে। আমার হাওলা, তো তোমার গাওলা। আমার ইউরিয়া তো তোমার হাউসিং। উইনস্টন চার্চিল পরিস্কার স্বীকার করলেন :

Democracy is the worst system devised by the wit of man, except for all the others.

জেমস হ্যাকারের 'ইয়েস মিনিস্টার' পড়লে বোঝা যায় মন্ত্রীদের দেশ চালানোর কায়দাটা কী! যা প্রকৃত ঘটছে সেটা কিছু নয়, মন্ত্রী যা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করেন সেইটাই প্রকৃত ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে অহরহ যা দেখছি। দায়িত্বশীল সর্বময় প্রতি কথায় বলেন তাই না কি, এমন হয়েছে না কি! কই শুনিনি তো! সমাজবিরোধীদের হাতে প্রবীণ শিক্ষক খুন হলেন। রিপোর্ট এল— এটা সমাজবিরোধীদের হিস্যার লড়াইয়ের পরিণতি। গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নগর সংকীর্তন হল। কে বলেছে! মহিলার মাথা খারাপ, পাঁচমাথায় ক্যাবারে করছিলেন। ফর্মুলাটা এই

a) What happend

b) When he belived happened

c) What he would like to have happened

d) What he wanted others to belive happened

e) What he wanted others to belive that he belived happened.

প্রকৃত ঘটনা, মুচড়ে দাও, আমার বিশ্বাস এই ঘটেছে, আমি চাই এই ঘটুক, আমি চাই তোমরাও তাই বিশ্বাস করো, আমি যা মনে করছি তোমরাও তাই মনে করো। কথার ধোঁয়াশার নাম স্টেটমেন্ট। লোকসভা অথবা বিধানসভায় কুড়ি কথায় যা বলা যায়, সেইটাকেই লাখোকথায় অ্যায়সা এক জগাখিচুড়ি বানিয়ে দাও, সব ধোঁয়া। রাজনীতির গুরুরা জানেন :

Incomprehensibility can be a haven for some politicians for therein lies temporary safety.

'সেফটি'-র আর একটি সুন্দর বিকল্প 'কমিটি'। কমিশানে ঝুলিয়ে দাও। দোল খাক অনন্তকাল। ততদিনে সব মরে হেজে বানতলা।

চার্চিলের সময়কার বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক ম্যালকম মাগেরিজের অনুসরণে পালকিভালা লিখছেন, ইতিহাসে মানুষের সার্বিক বিকাশের

এমন অনুকূল সময় আর হতে পারে না। ইচ্ছে করলে ভারত প্রগতির তুঙ্গে আরোহণ করতে পারত। দুর্ভাগ্য জাতির। চালিত হল বিপরীত মার্গে। সেই পথটা কী—towards, chaos instead of order, towards breakdown istead of stability, toward death, destruction and darkness instead of life creativity and light.

সংবাদপত্রে ভালো কিছু নেই। আগাপাশতলা আতঙ্কে মোড়া। বললে, ভাই! দেশটা আমেরিকা হয়ে গেল! কী রকম? প্রত্যেকের গাড়ি, বাড়ি, পকেট ভর্তি ডলার, চেকনাই শরীর,পাখির স্বাধীনতা, সব রকমের সুযোগ কোথায়! বললে, ও পাড়ায় যেয়ো না। রেপ, মার্ডার মাগিং, রায়াটিং, সুইন্ডলিং, গ্যাগিং, ড্রাগ-পেডালিং। এই সব লাইনে এসো, বিলকুল আমেরিকা। রেপ বড় পানসে, তাই গ্যাং রেপ। চার বছর আগে দলত্যাগের অপরাধে স্বামী খুন। চার বছর পরে মামলাকারী বিধবাকে গণধর্ষণ। গোটাকতক তরুণ জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে, বাবা, মা, মায় গোটা পরিবারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে বসে রইল।

শিক্ষা থেকে শিক্ষা গেল, জীবন থেকে আদর্শ গেল, প্রশাসন থেকে শাসন গেল, নীতির জায়গায় দুর্নীতি এল, জাতের নামে বজ্জাতি এল, সব বাদ মিলল এসে এক বাদে, সুবিধাবাদ। পথে পথে লরি-ভিখারি পুলিশ, সেরেস্তায় সেরেস্তায় বাঁ হাতি কর্মচারী, পাড়ায় পাড়ায় চুল্লুর ঠেক, মাঠে মাঠে সাট্টার বুকি, মোড়ে মোড়ে ইভটিজার, পথে পথে ছিনতাইবাজ, যেখানে সেখানে 'কেলাব', ঘরে ঘরে টিভির শাসন। বনেদী স্কুল মাছি তাড়াচ্ছে, চতুর ব্যবসাদারী স্কুলে হোঁত হোঁত গুঁতোগুঁতি।

চেস্টারটন মনে হয় আগাম দেখেছিলেন, তাই বলতে পেরেছিলেন:

Democracy means Government by the uneducated while aristocracy means Govt by the badly educated.

আমাদের তাহলে কি হবে ভাই! যদি মানুষের মতো বাঁচতে চাও তাহলে অচিরে ৺ হবে!

আর যদি শৃগালকে গুরু করো তাহলে কা হুয়া প্রশ্ন আর থাকবে না, সবই হুয়া হুয়া। ডে অফ দি জ্যাক্‌ল্‌স। দেশের কি হবে! দেশ আবার কী!

ননী পালকিভালার কথায়—nothing moves except the river Ganges.

গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি

আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া

বেহা বেহা সবকোই কহে, মেরা মন্‌মে এহি ভায়।
চড়্‌খাটোলি ধোধো লগড়া জেহেল্‌ পর্‌ লে যায় ॥

তুলসীদাসজি লিখলেন, তাঁর কালে বসে। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে। বিয়ে বিয়ে করে একটা বয়সে সবাই আনন্দে লাফায়। আমি কী দেখি—চৌদোলায় চড়ে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে, সঙ্গে বাদ্যবাজনা, কত আনন্দ, আমি কিন্তু অন্যরকম ভেবে বিমর্ষ হই, হায় রে! তরতাজা, স্বাধীন একটা ছেলেকে সারাজীবন কারাবাসে নিয়ে চলেছে। বিবাহ মানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! আনন্দ কোথায়!

বড় জোর বছরখানেক। অতঃপর সোর্ডফাইট। স্ত্রীরা যেন সব কলকাতার ট্যাকসিচালক। ভবানীপুর যেতে চাইলে দমদম, দমদম বললে ভবানীপুর। ঝোল বললে ডাল, ডাল বললে ঝোল। স্ত্রীরা যেন সব ইংল্যান্ডের আকাশ। পার্মানেন্টলি থমথমে মেঘলা। সে মুখে রোদের হাসি বা হাসির রোদ ফোটেই না।

একটি ফরাসি প্রবাদ আছে—Marraige is the sunset of love.

প্রেমের সূর্যাস্ত হল বিবাহ। চিঠিচাপাটি খুব হল। হাতধরে বেড়াবেড়ি। ময়দানের গাছতলায় অলস কপচাকপচি। প্রেমিকা দাঁতে ঘাস কাটে, প্রেমিক একটি করে চিনেবাদামের দানা গুঁজে দেয়। ময়দানের গাছের তলায় তলায় যত ঘাসের টাক, সবই হল প্রেমের টাক। একজোড়া উঠে যায় তো আর এক জোড়া এসে বসে। কোনোটা পেকে বিয়ে হয়েছে, কোনোটা ভেস্তে গেছে। যেটা পেকেছে সেটা কেমন পেকেছে। পেকে থ্যাসথ্যাসে না দরকচা। আজকাল আবার সবেতেই কার্বাইড মারা হয়। বংকরা পটল, কার্বাইডে পাকা আম। দম্পতিরা যে খুব সুখী, এমন কথা জোরগলায় বলা যাবে কি।

ঘরে ঘরে সক্কার ম্যাচ। দুপক্ষে ফুটবল ম্যাচ। লাথি মারার জন্যে প্রস্তুত। বল এলেই মারে কিক্‌। এই ম্যাচে ফাউল নেই। চেস্টারটন

আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন Marriage is an adventure like going to war. যুদ্ধে যাওয়ার মতো অ্যাডভেনচার। হাইনরিখ হাইনও প্রায় অনুরূপ কথাই বললেন, Musle played at weddings always revnindeme of the music played for solders before they go into battle. বিয়ের বাদ্যি যেন যুদ্ধের বাজনা। যাও সৈনিক যুদ্ধে যাও। অবিবাহিতের কাছে সব মেয়েই ভয়ের আর বিবাহিতের কাছে একজন রমণীই ভয়ের। তিনি হলেন স্ত্রী। স্ত্রীকে ভয় করে না এমন মানুষ কজন আছেন ! যাঁর দাপটে থরহরি কম্প, তিনিই গৃহিণী। এই দাপটটুকু স্বীকার করে নিতে পারলেই জীবন একেবারে আইসক্রিম স্মুথ। পুবলিলিয়াস সাইরাস লিখলেন :

How gently glides the marriage life away
When She who rules still seems but to obey.

মসৃণ দাম্পত্য জীবন কেমন সুন্দর কাটছে। সেই শাসন করছে কিন্তু মনে হচ্ছে কেমন অনুগত আজ্ঞাবহ। ফ্রয়েডকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য জীবনের গোপন রহস্যটা কী ! কখনো মনোমালিন্য হয়নি ? মনস্তাত্ত্বিক ফিসফিস করে বলেছিলেন, কারোকে বোলো না, বহুবার, বহু বিষয়ে মতের অমিল হয়েছে ; কিন্তু আমি কোনোদিন আমার স্ত্রীকে বুঝতে দিইনি। সেইটাই হল রহস্য ভাই। মনের কথা মনেই রেখেছি, প্রকাশ করিনি।

সুন্দর একটি রসিকতা আছে—Marriage is a mutual partnership, The musts is the husband. মিউট থেকে মিউচুয়াল। স্বামী যদি সমর্পিত ও নীরব হতে পারে তাহলে ওঁ আপদ শাস্তি, ওঁ বিপদ শান্তি, ওঁ শান্তিরেব শান্তি !

জ্ঞানীরা জীবনের এই অবধারিত পরিণতি সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলেছেন। সক্রেটিস বললেন, যদি বিয়ে করতে হয় তো করো দু ধরনের পরিণতি অবধারিত If you get a good wife you will became happy-and if you get a bad one you will become a philosopher. স্ত্রী যদি ভালো হয়, তাহলে হেসে খলখল, গেয়ে কলকল. আর যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি দর্শনিক হবে। বিলেতে অনেক কথার মধ্যে একটি কথা খুব মজার :

Marriage is a three ring cricus : first the engagement, then the wedding ring, then the suffering. তিন রিং-এর সার্কাস।

এনগেজমেন্ট রিং, ওয়েডিং রিং, সব শেষে সাফারিং। আর একজন এইটাকেই অন্যভাবে বললেন, Marriage that is the thing which puts a ring on a women's hand and two ring under a guys eyes. কনের হাতে একটি বিয়ের আংটি, আর বরবেচারার দুচোখ ঘিরে দুশ্চিন্তার দুটো কালো রিং। যাঁরা আরো সিনিক তাঁরা বলবেন, Marriage is NOT a lottery... in a lottery you have chance. লটারিতে তবু ভাগ্য শব্দটা আছে, বিয়েতে সেটাও নেই। জনৈক রসিক বলছেন, A marriage certificate! Thats just another name for work permit.যেই তুমি বিয়ে করলে শুরু হয়ে গেল কাজের বহর। Like a horse and carriage. ঘোড়ায় টানা গাড়ি। সারা জীবন টেনে যাও। নার্সারি রাইমে যেমন আছে—রো, রো, রো দি বোট। ইংরেজি প্রবাদটি ভারি চমৎকার—Wedlock is a padlock. বিবাহবন্ধন হল তালার বন্ধন।

জননী সারদা, সংসারে যিনি বর্ণমালার তিনটি 'স'-এর প্রতীক— শ, ষ, স, সহ্য সহ্য সহ্য কর। তিনি একদিন ভক্ত বৈকুণ্ঠকে প্রশ্ন করেছেন, 'বাবা, তুমি বিয়ে করেছ কি ?' উত্তরে ভক্ত বললেন, 'না, মা, আমি বিয়ে করিনি।' শুনে, মা বললেন, 'বেশ তো তুমি বিয়ে কোরো না, বিয়ে করা বড় জঞ্জাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়েডলক ইজ এ প্যাডলক জাতীয় কথাই বললেন, বিয়ে করে নদের হাট। ভয়ঙ্কর এক সংসার চিত্র। প্রথমে দিলেন জালে পড়া মাছের উপমা। চার থাকের মানুষের কথা বললেন, বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য। জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে। রামপ্রসাদও তাঁর গানে এই উপমাটি টানলেন, জাল ফেলে জলে বসে আছে জেলে। ঠাকুর বলছেন, জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কিছু মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এরা হল মুমুক্ষু জীব। যারা পালাবার চেষ্টা করে, সকলেই পালাতে পারে না। দু চারটে মাছ ধপাং শব্দ করে পালায়। তখন সবাই বলে, ওই মাছটা বড় পালিয়ে গেল। এরা হল মুক্তজীব। কিছু মাছ স্বভাবত এত সাবধান যে,কখনও জালে পড়ে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নারদের উপমা দিচ্ছেন। এঁরা হলেন নিত্যজীব। সংসার এঁদের জালে জড়াতে পারে না বীণা হাতে গান গেয়ে গেয়ে স্বর্গ, মর্তে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু নব্বই ভাগ মানুষ জালে পড়ে যায়। অথচ এ-বোধ নেই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। জালে পড়েই

জালসুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোনো চেষ্টা নেই বরং আরো পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই হল বদ্ধজীব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে, হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে-আসক্ত হয়ে আছে ; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখ করে বলছেন—'বদ্ধজীবের সংসারী জীবের কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে ; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, অবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল ! এরকম লোক মেয়েব বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয় ! আবার কখন কখন যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নেই ; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। খেলে অম্লশূল হয়।'

Marriage is a romance in which the hero dies in the first chapter-কথাটি বলেছেন ডিওয়ারি। প্রথম চ্যাপটারেই নায়কের মৃত্যু। একদিন সকালে চার্চের ফাদার তাঁর উপদেশ শেষ করলেন এই বলে, পুত্রগণ ! অন্যের ভুল থেকে নিজে লাভবান হওয়ার মতো পাপ আর দ্বিতীয় নেই—Don't profit from other people's mistakes আমেন ! তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এসে সবে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় একটি লোক সামনে এগিয়ে এসে বললে, ফাদার ! এইমাত্র আপনি যা বললেন, তা বিশ্বাস করেন ? ফাদার বললেন, অফ কোর্স আই ডু।

—তাহলে দয়া করে আমার কুড়ি পাউন্ড আমাকে ফেরত দিন। সাতবছর আগে, যখন আপনি আমাকে আমার বউয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ফি হিসেবে দিয়েছিলুম !

একজন বলছেন, আমার স্ত্রী আমাকে ধার্মিক বানিয়ে ছাড়লেন। আগে আমার ধর্মবিশ্বাস ছিল না।

—বউ তোমাকে ধার্মিক বানালেন ! নিশ্চয় তিনি খুব ধার্মিক !

—না না, তাকে বিয়ে করার পরই নরকে আমার খুব বিশ্বাস এসেছে।

যুগ ভয়ঙ্কর রকমের আধুনিক হয়েছে। পুরনো বিশ্বাসটিশ্বাস সব খসে গেছে। নতুন সমাজ-বাদ, বোধের ওপর এসে দাঁড়াচ্ছে। রাসেল তাঁর 'ম্যারেজ অ্যান্ড মরালসে' লিখছেন, that the more civilised people become the less capable they seem of lifelong happiness with one partner. বিলেতে অবস্থাটা এখন এইরকম Bill and Edna were married by candle light. It lasted only a WICK. Week মানে সপ্তাহ। Wick, মানে পলতে। স্থায়িত্বকাল ওই বাতিটার জ্বালা পর্যন্ত।

অথচ মনে পড়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জাপানি হামলা। সদ্যকিশোর তবু মনে আছে। সাইরেন বেজেছে রাত্তির বেলা। একতলার এঁদো ঘরে শেল্টার নিয়েছি আমরা। দাদু আর দিদার মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছি চাদরের তলায়। বোমার চেয়ে আরশোলার ভয় অনেক বেশি। হাতিবাগানে পড়ল। বিরাট শব্দ। ঠিক সেই সময় দাদু যাঃ করে উঠলেন। দিদাকে বললেন, পদ্ম দাঁত দুপাটি যে ওপরেই পড়ে রইল। দিদা রসিকতা করে বললেন, তোমার কি মনে হচ্ছে জাপানিরা আকাশ থেকে তোমার জন্যে পুলিপিঠে ফেলছে !

অমন সুখী দম্পতি আমি আর দেখিনি।

A good wifes a goodly prize. Saith Soloman the wise.

যোগবিয়োগ গুণভাগ

আপনার নাম ?

বিমানবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলে, কলেজে, কর্মস্থলে এবং পাড়ায় আমাকে থ্রিবি বলে। শুনেছি, ওটা একটা বাসরুট! তা আমিও তো সারাজীবন একটা বাসই। পরিবার পরিজন জানালায়, জানালায় চাঁদপানা মুখ করে বসে আছে। ফরফর আমি চালিয়েই যাচ্ছি। ড্রাইভার কাম কন্ডাকটার।

কি করতেন আপনি ?

শিক্ষকতা।

শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা।

জীবনটাকে নষ্ট করার নাম শিক্ষা। লেখাপড়া করিবে মরিবে দুখে, মাস্তানি করিবে বাঁচিবে সুখে। স্কুলে স্কুলে ইউনিয়ান, কলেজে কলেজ ইউনিয়ান, অফিসে অফিস ইউনিয়ান। অতঃপর এম এল এ, মন্ত্রী। মন্ত্রী না হলেও তাঁর তাঁবেদার হতে পারলেও অনেক পাওয়ার। হুতোম বলেছিলেন, একটি বড়লোকের পুত্রকে মদ ধরাতে পারলে, পরে আরো পাঁচটি অপোগণ্ড মাতাল প্রতিপালিত হয়। শৈশবে শুনেছিলাম, একজন বাজার গিয়ে ব্যাগ ভর্তি করেছে। এইবার সে চলে আসছে। আনাজ অলা বলছে, এ কি চলে যাচ্ছেন! আমার মূল্য। সে তখন বলছে, ব্যাটা! তোর তো সাহস কম নয়, জানিস আমি কে ? ওই যে থানার দারোগা, তার যে নৌকো চালায়, সেই নৌকোর যে কাছি বানায়, সেই কাছির যে লেছি দেয়, সেই লেছির যে শন দেয়, সেই শন যে চাষ করে, সেই চাষের ক্ষেতে যে জল দেয়, সেই জল দেবার যে ডোঙ্গা তৈরি করে, তার বাড়ির কাছে আমাদের বাড়ি। উঠে স্যালুট কর। আনাজঅলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দণ্ডবৎ হই প্রভু। মূল্য আর দিতে হবে না, এই মুলোর বান্ডিলটাও ব্যাগে ভরে নিন, আমি ঝাঁপে লাঠি মারি।

লেখাপড়া শিখলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

এ আবার কি কথা!

কেন ? কাগজ দেখুন। ছাত্র অ্যাসিড মেরে প্রবীণ সম্মানিত শিক্ষকের চাখ কানা করে দিয়েছে। এর আগে কলেজের ছেলে আর মেয়েরা এক অধ্যক্ষকে অ্যায়সা ঘেরাও করে রাখলে যে ইউরেনিয়ায় মরেন আর কি। শেষে ক্যাথিটার দিয়ে টয়লেট করান হল। এরপর যে কয়েকবছর শিক্ষকতা করেছিলেন, ছেলেদেরকে স্যার, মেয়েদেরকে ম্যাডাম বলতেন। আমার এক ছাত্রকে ক্লাস থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলুম। সেই অপরাধে পরে পকেটমার পকেটমার বলে চিৎকার করে আমাকে পাবলিক ধোলাই খাইয়েছিল। তিনি এখন সম্মানিত নেতা। তার দুলাইন রেকমেন্ডেশানে মানুষের ভাগ্য ফিরে যায়। এইবার বিদেশে চলুন। ইটনের এক সুখ্যাত অধ্যাপক স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছেন, দেখলেন তাঁরই কয়েকজন সাদা ছাত্র এক কালো সহপাঠীকে পিটিয়ে মারছে। তিনি বাঁচাতে এলেন। এক ধমক দিতেই ছেলেরা পুরনো সংস্কারের বশে পালাচ্ছিল, হঠাৎ একটি ছেলের মনে হল, পালাচ্ছি ! ছি, ছি ! বাঁদরামির এই রেনেসাঁয় এ আমার কি আচরণ। একটা দুইঞ্চি ঢুকিয়ে দিলে পেটে। লংলিভ আওয়ার রেসপেকটেড টিচার। এই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের টনক নড়েছে। কড়া আইন তৈরি হচ্ছে। একালের শিক্ষা সম্পর্কে বিলেত কি বলছে শুনুন—Modern education has changed the commandment to read, 'parents obey your children.'

আত্মরক্ষার জন্যে শিক্ষকদের কি করা উচিত !

ক্লাসে না যাওয়া। বুদ্ধিমান শিক্ষকরা তাই করছেন।

শিক্ষায় শান্তি আনতে গেলে কি করা উচিত ?

প্রথমত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সব পার্টি অফিস করে দিতে হবে। পরীক্ষা থাকবে কিন্তু পড়া থাকবে না। ছাত্রদের হয়ে অভিভাবকরাই পরীক্ষা দেবেন। লেটার থাকবে কিন্তু ম্যান অফ লেটারস থাকবে না। অকারণে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। টাকা এখন অন্য সার্কিটে ঘুরছে। ডিগ্রি ডিপ্লোমা চোতাকাগজ মাত্র। পণ্ডশ্রম। কি রকম, A youngman, having just received his degree from the University, rushed out saying, 'Here I am, world, I have a B.A.'

The world replied : 'Sit down, son, and I'll teach you the rest of the alphabet.'

আদর্শ শিক্ষক হিসেবে, আপনি আপনার ছেলেকে নিশ্চয় খুব মানুষ করেছেন ?

অবশ্যই ! যত অর্থ ছিল সব ইনভেস্ট করেছি, যত উপদেশ ছিল সব ঢেলেছি, যত সেবা ছিল উজাড় করে দিয়েছি। শীতে কমলালেবু চিড়িয়াখানা, গ্রীষ্মে লিচু ল্যাংড়া, টিফিন আর ডাব হাতে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে গাছতলায় জননী খাড়া।

অতঃপর।

বুড়ি গেল সগগে, বুড়ো এই বুড়োখানায়।

এই বৃদ্ধনিবাসে এলেন কেন ?

প্রোডাকসান ফ্লপ করল। নায়ক হয়ে গেল খলনায়ক। সার্ভিস খুব একটা খারাপ দিচ্ছিলুম না। গ্যাস ফুরোলে লিখিয়ে আসা, ইলেকট্রিক বিল টেলিফোন বিল জমা দেওয়া, ডাক্তারকে কল দেওয়া, নাতিকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা। বাড়ি পাহারা দেওয়া। বাজার করা। বাথরুম পরিস্কার করা। ঝড়বৃষ্টি এলে ছাত থেকে সব তোলা, জানলা বন্ধ করা, ঝুল ঝাড়া গাছে জল দেওয়া। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে দোকানে গিয়ে মিষ্টি আনা আলনা, আলমারি গুছনো। এ লাইফ ফুল অফ অ্যাকটিভিটি।

তাহলে গৃহত্যাগ করলেন কেন ?

মালকিনের ঠিক পছন্দ হল না। কলমিশাক আনলুম, বললে নর্দমার ধারের এই আবর্জনা কেন আনলেন ? চিচিঙ্গা নিয়ে এলুম বললে, সাপ আবার খায় না কি। ঝিঙে আনলুম, বললে, ভালই করেছেন, শুকলে ছোবড়া হবে। রাঙালু আনলুম, বললে, বিহারীদের দিয়ে আসুন। চুনো মাছ আনলুম, বললে, বেড়াল খুঁজে আনুন একালের মানুষ এসব খায় না।

একালের মানুষ কি খায় !

রোল, পিজা, ফিশ ফিঙ্গার, ম্যাগি, চাওমিন, প্যাটিজ, নুড্‌ল স্যুপ পিসপাস। কিচেনে নষ্ট করার মতো সময় আধুনিকাদের নেই। পুঁইশাক আর কুমড়ো আনলুম, বললে, এ তো ফুড নয় ফডার। নাতি একদিন জীবনমুখী গান গাইছে।

> রান্নাঘরে চলছে ক্লোজার
> রকের পাশে রোলকাউন্টার
> হাই মাম্মি, হোয়্যার ইজ মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার।

তখন ?

তখন আর কি ? একদিন বিকেলে ছেলে বললে, হাই ফাদার, চলো একটু ওয়াক করে আসি। ভেরি ফ্রেন্ডলি। একটা হাত আমার কাঁধে

যেন দুই বন্ধু, জগাই, মাধাই। হাঁটছে আর বলছে, মা চলে যাওয়ার পর তুমি ভীষণ লোনলি। তোমার বউমাও তোমাকে সেইভাবে ভালবাসতে পারছে না। একালের বউদের মধ্যে তুমি সেকালের বউ আশা কোরো না। দ্যাট উইল বি লাইক সার্চিং এ ঘোস্ট ইন দি সেলার। মাঝে মধ্যে কিচেনে গিয়ে চিকেন রাঁধে এই আমার বাপের ভাগ্য ! বউদের স্ফিয়ার এখন বিরাট, বুটিক, অ্যাসোসিয়েশান, গেট টুগেদার, মিট টুগেদার, বিউটি পার্লার। তোমার ওই পুঁই, কলমি,নটে, ডোঙ্গো, ওসবের যুগ শেষ। এখন চটজলদি টুকটাক। বিলেতের অবস্থাটা শুনবে ! স্ত্রী বলছে, আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি, এমন একটা জায়গায় নিতে যেতে পারো যেখানে কখনো যাইনি। স্বামী কি করল জানো, স্ত্রীকে হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর কথা বলছে। জানো তো, তোমাদের মেথড অফ টিচিং একালে অচল। আগে এ টু জেড, তারপর ওয়ার্ড, তারপর সেনটেন্স। একালে আগে সেনটেনস্ তারপর ওয়ার্ড, তারপর অ্যালফাবেট। আই হ্যাভ এ ডগ বললে, তার মধ্যে আমিও আছে কুকুরও আছে। সেই কারণে তোমার নাতির ব্যাপারে তোমার ইন্টারফিয়ারেনস তোমার বউমা পছন্দ করে না। দেখো কলোনিয়াল বাঙালির যুগ শেষ। খাস সায়েব না হলে কল্কে পাবে না। কি করবে বলো, যুগ হড়হড় করে এগোচ্ছে যে। এইবার একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বললে :

কেমন বাড়িটা ! ঝকঝকে নতুন। বাগান, গঙ্গা, যেমন তিন তারা ! চলো ভেতরে।

ভেতরে গেলুম। বিনয়ী যুবক একজন এগিয়ে এসে বললে, আসুন, আসুন। দোতলা থেকে দৃশ্যটা আরো চমৎকার।

দোতলায় নিয়ে এল। একটা ঘর খুলে দিয়ে বললে, ডবল বেড, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, পশ্চিমে গঙ্গার দিকে গোল বারান্দা। সানরাইজ দেখাতে পারব না, তবে বিছানাতেই শুয়ে বসে রোজ সানসেট দেখবেন। টাকা যেমন বেশি নেওয়া হয়, সার্ভিস খুব ভালো। এক লাখ জমা, মাসে মাসে তেরশো। আচ্ছা, আপনি তাহলে কমফার্ট করুন, আমি আবার আসবো।

অসহায়ের মতো বললুম, আমার ছেলে ?

—চলে গেছেন, পরে আসবেন মালপত্র নিয়ে। চা না কফি ?

—স্রেফ এক গেলাস জল ভাই।

—ওই যে জাগ। সেল্‌ফ সার্ভিস

সেই থেকে থ্রিবি এই নিবাসে। টায়ার ডিফ্লেটেড, ব্যাটারি ডাউন, স্টিয়ারিং জ্যাম, ইঞ্জিন বসে গেছে। বাবা ! লিউইস ক্যারলের, এলিসেস অ্যাডভেন্‌চার ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের ওই জায়গাটা পড়ে নিয়ো—

'Reeling (reading) and writhing [writing], of course to begin with! The Mock Turble replied, and the different branches of Arithmctie-Ambition, Distraction, Uglification and Derision.'

বুঝলে ভায়া--Ambition হল addition, Distraction হল Substraction, Uglification হল সিমপ্লিফিকেসান, Derision হল ডিভিসান। এই হল তোমার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ।

মানব অথবা দানব !

বৃদ্ধ ছিটকে খানায় পড়ে যাচ্ছিলেন, ধরে ফেললুম। একেবারেই পেছনে ছিলুম। বৃদ্ধ ভ্যাবাচ্যাকা। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী দেখছেন?'

'কেমন ধাক্কা মেরে চলে গেল। কোনো দৃকপাত নেই। ভাবছি, আমি গরু, না, ওই নব্যযুবকটি গরু!'

'কিচ্ছু ভাববেন না, ও যখন আপনার মতো বৃদ্ধ হবে, তখন ওর নেক্স্ট জেনারেসান ওকে এর চেয়েও জোরে ধাক্কা মারবে। আপনাকে আমি ধরেছি। ওকে ধরার কেউ থাকবে না। নর্দমাতেই পড়ে থাকবে, পরের দিন স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ি এসে ক্লিয়ার করে নিয়ে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না। ত এই নড়বড়ে শরীর নিয়ে চলেছেন কোথায়?'

'স্কুল থেকে নাতনিকে আনতে।'

'ছেলেবেলায় পড়েছিলেন, পথে বড় রিপু ভয়, মিনি, মিডি, অটো, টেম্পো, মটোরবাইক, সাইকেল রিক্‌শা, ঠ্যালা, লরি, সাইকেল, স্টেটবাস, প্রাইভেট বাস, ট্যাক্‌সি, প্রাইভেট, গরু, ষাঁড়, কুকুর, মানুষ, এদের কেউ কি আপনাকে খাতির করবে? নাতনি আপনাকে রক্ষে করবে, না, আপনি নাতনিকে রক্ষা করবেন?'

'কি করব বাবা! ছেলে সকাল আটটায় বেরিয়ে যায়, বউমা বেলা একটায় স্কুল থেকে ফেরে। অমি যদি এই কাজটুকু না করি, কথা হবে, রাগ হবে, সমালোচনা হবে! তাই যদ্দিন পারি!'

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ। চোখে মোটা কাচের চশমা। রোদের তেজে নাকের ওপর কপাল তিন ভাঁজ খেয়ে আছে। ব্যস্ত বললে ভুল হয় উদ্‌ভ্রান্ত বাজারের পথ ধরে, উন্নত, বক্তৃতাসর্বস্ব আধুনিক কালের খানাখন্দে ভরা পথ মাড়িয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন। বুঝতে পারছেন না, সবকিছু কেন এত এলোমেলো, নৃশংস, হৃদয়হীন!

না জানলেও আমি জানি, স্বাধীনতা যখন এক বছরের শিশু, তখন বাঙলার ফেঁড়ে ফেলা অংশে জীবনের সব স্বপ্ন ফেলে রেখে, এক বস্ত্রে

পরিবার পরিজনদের নিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন কুপারস ক্যাম্পে। সেখানে দরদী নেতা, মরমী দালাল, উদার লম্পট, ধূর্ত সমাজসেবী, তোমাদের ভালো করব, তোমাদের স্বর্গ দেখাবো বলে, নরকের নরক দেখিয়েছিল। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক শকুন, জমিতে নতুন ইহুদি। দিন বড় কষ্টের, রাত বড় মজার। শরীর বড় শস্তার।

সেই ঘেটো থেকে যৌবনের অদম্য শক্তিতে উঠলেন। শহরতলির নয়া বসতিতে নিজের আশ্রয় খুঁজে নিলেন। ছেলেকে দাঁড় করালেন, মেয়েদের বিয়ে দিলেন। ছেলে প্রেম করে বউ নিয়ে এল। উপহার পেলেন, অবসর আর নাতনি। অহরহ শুনলেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সব সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ, আলোহীন অন্ধকার রাত, জাপানি বোমায় সেই যে চুরমার হয়েছিল পথঘাট, সেই একই হাল। সৈনিকরা মার্চ করছে স্লোগানের তালে তালে, লড়াই, লড়াই, লড়াই, লড়াই। বৃন্দাবনের নিরেট ছেলে নেতা হয়েছে। পমেটম মাখা চুল। ঠোঁটে মুরলী নয়, বাঁকা সিগারেট, যেদিকে ধোঁয়া সেদিকের চোখ আধবোজা, গলায় ভাওয়েল এ ই আই ও ইউ। কনসোনেন্ট নেই। কলের জাহাজের ভেঁপুর মতো কণ্ঠস্বর। সড়কের ওপর পাঁচতলা। বেসমেন্টে বোমার ফ্যাকট্রি। তার ওপর আমদরবার। তার ওপর মধুবন। তার ওপর পরিবার পরিজন। টঙে মন্দির। ওঁ শান্তি। সকালে ক্যাসেটে নামসংকীর্তন। দুখানা গাড়ি দু'পাশের গ্যারেজে। নাদুস নুদুস ছেলে মেয়ে, গজেন্দ্রগামিনী স্ত্রী। পোড়া কাঠের মতো মা, পিতা ফুলের মালা দোলানো ছবি। মাঝে মাঝে লাল আলোর গাড়ি আসে। খালে লাশ ভাসে। মায়েরা বুকফাটা কান্না কাঁদে। বিরোধী নেত্রী ছুটে আসেন সান্ত্বনা দিতে। কাগজে ছবি ছাপা হয়। ঠোঙা হয়। অফিসের তাত্ত্বিকবাবুরা ঝালমুড়ি খান। ঢেউ মসৃণ হয়ে যায়। আলু, পটল, ফুচকা, ছোটপর্দায় মাধুরী, অজয় দেবগণের ঢিসুম, ঢিসুম। দুই নেতার বৈঠক। ফিরিস্তির আদান প্রদান। শান্তি, শান্তি। বেসমেন্টে বোমা। বাঙলা বন্ধ। এপক্ষ-ফেলিওর। ওপক্ষ—ফুলবন্ধ। জনগণ, অভিনন্দন, অভিনন্দন। একটা লাল, একটা সাদা। খবরের কাগজে স্টক ছবি, খাঁ খাঁ হাওড়া ব্রিজ। রাস্তায় ব্যাট বল।

বৃদ্ধকে প্রশ্ন, 'কেন এইসব ভাবছেন! ওপর দিকে এখন এমন সব নেতা আছেন, যারা দাদার দাদা। হালকা জিনিস ওপর দিকেই ভেসে ওঠে। জমাট আদর্শ, আদর্শের গুরুভারেই তলিয়ে যায়। যদি মনে রাখি এই কথাটি—The apple is well known in history, but the grape

fruit stays in the public eye আপেলের অনেক উপকারিতা ; কিন্তু মাদিরা ফল দ্রাক্ষা চোখের সামনে দুল দুল করে দোলে। বড়ই নয়ন লোভন। যত ক্যারদানি দেখাবে ততই হেডলাইন হবে। রোজ সকালে শহরের সব কাগজের ফ্রন্ট পেজে তোমার নাম দোল খাবে। তোমার মদ, মহিলার খেলা। আইনের গলায় বগলস বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘোরা। আর থেকে থেকে বলা, সবই অযথা অপপ্রচার।

বৃদ্ধমহাশয় তাহলে শুনুন, সাতটি আশ্চর্যের মতো, সাতটি আধুনিক পাপের তালিকা :

Policies without principles
Pleasure without conscilence
Wealth without work
Knowledge without character
Industry without morality
Science without humanity
Worship without Sacrifice

'বৃদ্ধ ! আপনার এ কি অবস্থা, প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছেন কোমরভেঙে !'

'বাবা ! ডেলি প্যাসেঞ্জার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে !'

'অপরাধ ?'

'টিকিট কেটে, রিজার্ভেশান নিয়ে, আসানসোল থেকে কলকাতা আসছিলুম ভোরের ট্রেনে।'

'তারপর ?'

'কয়েক স্টেশান পরেই ডেলি প্যাসেঞ্জাররা উঠতে লাগলেন। হুকুমের গলা, উঠুন উঠুন, উঠে পড়ুন, অনেক বসেছেন। দলনেতা এ মাথা থেকে ওমাথা ফরমান জারি করতে করতে ঘুরছেন। কয়েকজন, মেয়েদের আসনের হাতলে ভারি নিতম্ব স্থাপন করে ঠেলতে লাগলেন। মহিলারা বিনা প্রতিবাদে উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দখল হয়ে গেল আসন। একটাই আশ্চর্য, এই দল অবাঙালিদের কিছু বললেন না !'

'কারণ অবাঙালিরাই বাঙালিদের অন্নদাতা। খুনোখুনীর রাজনীতিতে পশ্চিমবাঙলায় যখন থরহরি কম্প, বিদ্যাসাগরের মুণ্ডু কাটা হচ্ছে, বিবেকানন্দকে বেদি থেকে উৎপাটিত করা হচ্ছে, খুচরো বাঙালি ব্যবসাদারদের গলা কাটা হচ্ছে, তখন কিন্তু একটিও অবাঙালি শ্রেণীশত্রুর গায়ে হাত পড়েনি চেয়ারম্যানের নির্দেশে। বিবেকানন্দ রোডের দক্ষিণ

ফুটপাথে নর্মাল লাইফ, উত্তরে সশস্ত্র বিপ্লব। কারণ, অন্নদাতা পিতা। বুঝলেন কিছু ?'

'বুঝেছি।'

'তারপর।'

'আমাকে যখন হাত ধরে টানছে, সামান্য প্রোটেস্ট করেছিলুম। আমার টিকিট রয়েছে, রিজার্ভেজান রয়েছে বৃদ্ধ মানুষ হাই প্রেসার, চোখে দেখি না, আপনারা কি মানুষ !'

'না, আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার !'

'তারপর ?'

'তারপর আমাকে বল হরি বলে, ঝপাং। পড়ে আছি এইখানে আমার ব্যাগ 'হাওড়া চলে গেছে।'

'ভাববেন না কিছু, ওদের ছেলেরা যখন বড় হয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জার হবে, তখন তারা ড্রাইভার, কন্ডাকটারকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'তাহলে ট্রেন চালাবে কে ? কে চেক করবে টিকিট ?'

'ভূত।'

একজন একটি মজার কথা বলেছিলেন, Every thing is relative : If a monkey had fallen from the tree in place of an apple Newton would have discovered the origin of species instead of the Law of gravity. সবই আপেক্ষিক। বিবর্তন এখন ভিন্নমুখী মানুষ থেকে বাঁদর, বাঁদর থেকে হায়না।

একালে প্রেমিক আছে প্রেমিকা আছে, শিক্ষালয় আছে শিক্ষক আছেন, গুরু আছেন, কাতারে কাতারে শিষ্য, দেশ আছে, ঝুড়িঝুড়ি নেতা ; কিন্তু পিতা মাতা নেই, আচার্য নেই, আত্ম-অন্বেষণ নেই, সেবা নেই, ত্যাগ নেই। কৌশল করে বাঁচতে গিয়ে সব শেষ। ঘরে ঘরে অনন্ত আদিখ্যেতা, কিন্তু চরিত্রগঠনের চেষ্টা নেই। চরিত্র গঠনের কথা পুরনো কথা, শুনলে হাসি পায়। অর্থের কাছে চরিত্র এক ছিন্নবসন ভিখারি। শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য বিবেকানন্দ, দুর আর দে ! তাঁরা কি বিজনেস টাইকুন ছিলেন !

চিন্তাবিদরা বড় ধন্দে পড়েছেন, ব্যাপারটা হল কি ? ভগবান মারা গেলেন, না মানুষ ! দি ডেথ অফ দি ফ্যামিলি।

গভীর রাতে আমেরিকার রাজপথে একটি শিশু সাদা স্লিপিং স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে রাস্তার মাঝখানে। একটা দামড়া লরি গাঁক গাঁক করে চলে গেল। একচুলের জন্যে শিশুটি বেঁচে গেল। সাঁই

সাঁই করে গাড়ি ছুটছে। এক প্রবীণ নিজের জীবন বিপন্ন করে শিশুটিকে উদ্ধার করে আনল। এইবার সত্য মানুষের সভ্য কাহিনীটা কি! বাপ, মা ফুর্তি করতে গেছেন। শিশুটিকে রেখে গেছেন বৃদ্ধ দাদুর কাছে। শিশুটি খাটে দাঁড়িয়ে সশব্দে দরজার খিল খুলেছে ইচ্ছে করে। দেখতে চায়, কেউ তার জন্যে জেগে আছে কি না! না, কেউ নেই। সে নিঃসঙ্গ। নোবডি লাভস মি। কাঁদতে কাঁদতে বললে, নোবডি লাভস সি!

প্রেমহীন সমাজ কি তৈরি করবে—দেবতা না দানব!

ফ্যাকট্রি থেকে ট্রাক বেরোবে, পরিবার থেকে মানুষ। ও কি খায়, ডিজেল। এ কি খায়, চিকেন চাও। ওর স্টিয়ারিং-এ শিক্ষিত হাত, এর স্টিয়ারিং-এ কেউ নেই! একটি প্রাচীন কথা—If you want your children to turn out well, spend twice as much time with them and half as much money.

চুলোচুলি

'ট্যাঁ করে জন্মে আপনি কি পেলেন ?'

'প্রথমে মাসিপিসি তারপরে ঘুংরি কাশি, তারপর হাম, তারপর টনসিল. মায়ের দয়াও একবার হল। গরমে ঘামাচি, লোমফোড়া, শীতকালে গা ফাটা।।

'এহ বাহ্য ত্যাগে কহ আর। এ তো সব দৈহিক। মানসিক বলুন মনের দিক থেকে কি পেলেন ?'

'বাল্যাবস্থায় কেমন মনে হত খাই, এটা খাই ওটা খাই, চেয়ে খাই. চুরি করে খাই। পেটে খাই, পিঠে খাই। তখনই বুঝে গেলুম, পৃথিবীতে দুটো ক্লাস—বড় ক্লাস, ছোট ক্লাস। আর বুঝে গেলুম, পৃথিবীতে একটাই দ্বন্দ্ব— 'আধিপত্য'—ছোটদের ওপর বড়দের আধিপত্য। ছোটোলোক হল বড়লোকের ফুটবল।'

'ছোটলোক বলতে কি মিন করছেন ?'

'ছোট ছোট লোক। আকারে এবং প্রকারে। সেটা আমি বয়েসকালে বুঝেছি, যেমন, অশিক্ষিত পেল্লায় হাতি ইচ্ছে করলে শিক্ষিত সম্পদশালী রাজাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে পায়ে পিযে ফেলতে পারে। শৈশব মনে শাসন, শাসন হল দুটি জিনিসের সমন্বয়, বচন ও ধোলাই ! মুখ চলছে, হাত চলছে, হাত চলছে মুখ চলছে। আমার অনেক শাসনকারীর এক শাসনকারী আক্ষেপ করে বলেছিলেন—এর পিঠটা যদি একটু চওড়া হত, তাহলে এক একটা থাপ্পড়ের এফেক্ট আরো ভাল হত। প্রগ্রেস অনেক বেটার হত। একজন-বলেছিলেন, ইঁদুরের মতো কান, মলে তেমন সুখ হয় না।'

'শিক্ষা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা।'

'শিক্ষা হল, বিভিন্ন রকমের প্রহারের র‍্যান্ডাম একটি সিলেবাস ! স্কুলে গিয়ে আমি শিখেছিলুম, হাঁটু দিয়েও হাঁটা যায়। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম. আমার পা আছে, পায়ের পাতা আছে।'

'কি ভাবে ?'

'সব সময় ক্লাসের বাইরে নিলডাউন। পা ব্যবহারের সুযোগ প্রায়

ছিলই না। তখনই বুঝেছিলুম, ক্লাসলেস সোসাইটিটা কি?'

'কি সেটা?'

'অতি সহজ, ক্লাসের বাইরে যারা তারাই ক্লাসলেস, আমি, পণ্টা, মানকে, নাড়ু। আমরা ছোটবেলা থেকেই হোপলেস ক্লাসলেস। পায়ের ব্যবহার ভুলিয়ে দেওয়ার ফলে নিজের পায়ে আর দাঁড়ানোই হল না সব সময় হাঁটুগাড়া নাড়ুগোপাল। দাঁড়াতে না পারায় পৃথিবীর অনেকটাই দেখা হল না, দিগন্ত ছোট হয়ে গেছে।'

'আর কি শিখলেন?'

'যা শেখা যায় না, তার নামই শিক্ষা, যে চৌবাচ্চা জীবনে ভরা যাবে না, সেইটাকে ভরার চেষ্টাই হল অঙ্ক, যা কখনই পাওয়া যাবে না, তারই নাম জ্ঞান, যা নেই তারই নাম সংসার, যার কোনোদিন নাগাল পাওয়া যাবে না, তারই নাম সুখ, যে কোনোদিন উপুড় হবে না, তার পিঠের নাম শান্তি। মা কালীর ব্যাখ্যা জানেন?'

'না।'

'বুকের ওপর চির অশান্তির নৃত্য। মূর্ছা গেলেই শান্তি। চৌবাচ্চার মানে জানেন?'

'না'।

'দশরথস্য চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চা মানে সংসার। দারাপুত্র হল ছিদ্র। ছেলেবেলার সেই ছড়া—

ধিনতাকের ব্যাটা তিনতাক,
আমার মা রেঁদেছে পুঁইশাক,
তুই দিতে থাক আমি খেতে থাকি॥

তুমি জল ঢেলে যাও, ছেঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যাক। ভর, ভর, খালি খালি, এরই নাম সংসার পাঁচালি। হিস্যা বুঝে নিয়ে চলি!'

'স্ত্রী পুত্র সুখের নয়! কত আপন জন!'

'অবশ্যই! কাবুলিঅলা পরিবেষ্টিত—আসলি নেহি মাংতা, ছুদ লে আও ছুদ। চোখ চাওয়া মাত্রই—বাজার! টাকা। ছেলের স্কুলের মাইনে। মেয়ের হাত খরচ। অমুকের বার্থ ডে, তমুকের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। জমাদার কাজ করে গেছে, ইলেকট্রিক বিল, ডাক্তার, ওষুধ, অতিথি অপ্যায়ন, বিয়ে, অন্নপ্রাশন। চৌবাচ্চার ছত্রিশ ফুটো।'

'আচ্ছা স্বদেশ কাকে বলে?'

'একমাত্র বিদেশে গেলে যেটা আছে বলে মনে হয়।'

'মা কি জিনিস ?'

'বউয়ের লাথি খেলে যাঁকে মনে পড়ে।'

'আর বাবা !'

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনাড়ি ভাস্কর। যতবার শিব গড়ার চেষ্টা করেন ততবারই বাঁদর তৈরি হয়।'

'আচ্ছা, আত্মা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা !'

'আত্মা হল ফোঁপরা চিনেবাদাম। ফট করে ফাটাও, ভেতর ফাঁকা।'

'আপনার ভেতরে আপনি আছেন টের পান ?'

'খুব পাই। ব্যাড ভাড়াটে, এক পয়সাও ভাড়া দেয় না। কেস করে ওঠান যায় না, মাস্তান দিয়ে ঠেঙালেও গেড়ে বসে থাকে।'

'ওঁকার কাকে বলে ?

'হুঙ্কারের স্ত্রী লিঙ্গ।'

'ব্রহ্মা সম্পর্কে কি ধারণা ?'

'চা, চিনি ও দুধ ছাড়া চা হল ব্রহ্মা।'

'প্রেম কাকে বলে ?'

'লাফ মেরে বাসের হাতল ধরতে না পারাকে বলে ?'

'বিবাহ কাকে বলে।'

'পড়ন্ত যাত্রীর বগল ধরে কন্ডাক্টারের টেনে তোলাকে বলে।'

'মানুষের কর্তব্য কি ?

'স্ত্রীকে খুশি রাখা।'

'স্ত্রীকে খুশি রাখার উপায় ?'

'জীবন্মৃত হয়ে থাকা।'

'স্ত্রী সম্পর্কে আপনার অভিমত ?'

'খুব সহজ—স্ত্রীআর ইস্ত্রিতে বিশেষ তফাত নেই। একটা বায়ো মেকানিজম আর একটা ইলেকট্রিক্যাল। একটা মাছ, মাংস, ডাল, ডিম খায়, অন্যটা কারেন্ট। জল ছিটিয়ে গরম মেরে সব কোঁচকাঁচ ঠিক করাই হল কাজ তারপর প্রয়োজন মতো ভাঁজ ফেলা। অসাবধান হলেই ঝেড়ে দেবে শক আর ছেঁকা। স্ত্রীর ছেঁকায় ফোস্কা পড়বে মনে, দেখা যাবে না, ওষুধও নেই। ইস্ত্রিতে পড়বে শরীরে দেখা যাবে, ওষুধও আছে ! এটা নিজেই চলে ওটাকে চালাতে হয়। ওটার জন্যে বিল আসে, এটা নিজেই বিল, নিজেই আবার ক্যাশবাক্স।'

'এতই যখন বুঝলেন, তখন বিয়ে করে মরলেন কেন ?'

'তাহলে শুনুন বলি কথা, আমার নয়, মধ্যযুগের সন্ত জোহারের কথা,

The Holy spirit can rest only upon a married man. because an unmarried man is but half a man and the Holy spirit does not rest upon that which is imperfect.

শ্রীরামকৃষ্ণ, কামকাঞ্চন ত্যাগী অবতার, বিবাহ করলেন কেন ? হিন্দুর দশবিধি সংস্কারের বিবাহ একটি সংস্কার। ওই জোহারের কথা—আত্মাকে ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠালেন—কম্বাইন্ড মেল, ফিমেল, পৃথক নয়, এক—It is a combined male and female soul. The male part enters the male child and the female part enters the female. If they are worthy. God causes them to reunite in marriage. This is true mating.

শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন—'মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই—বর বোকাটি পেছনে বসে থাকে কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

A good wife is a jewel in the crown.

'হঠাৎ এমন চিৎকার !'

'রান্নাঘরে রয়েছে যে। গোঁপ-দাড়িঅলা চুনোমাছ এনেছি, গঙ্গার চিংড়ি, আনা মাত্রই দক্ষযজ্ঞ, এখন ছাড়াতে বসেছেন, তাই একটু জোরে বলুন, মডার্ন ল্যাঙ্গোয়েজে বলে—এনথু। গীতা পড়েছি তো—যোগ কর্মসু কৌশলম-বিপজ্জনক সময় আসছে।'

'সেটা কি ?'

'এখুনি দু'কাপ চা চেয়েই দুকানে আঙুল দেবো।'

'আসবে, অবশ্যই আসবে, তবে মন্ত্রপুতঃ চা।'

'মানে ?'

'মানে আমার পিন্ডি চটকানো চা।'

'আমারটা না হয় নাই হল। চা আমি তেমন পছন্দ করি না !'

'অ্যায়, একেই বলে গুড এফেকট অফ স্ত্রী ! চা ছাড়িয়ে দিলে। সংসারের লিভার এবং লিভার টনিকও, একটাই ব্যাড এফেক্ট—টাক পড়ে যায়, আর টাকা ফুরিয়ে যায়। তবে সব ওষুধেরই গুড আর ব্যাড আছে। আপনার চুলের অবস্থা ! চুলোচুলিতে কেমন আছে ?'

'পাতলা হয়ে আসছে।'

'বিশ্ববিদ্যালয়কে বলুন না—ডোম্যাসটিক সায়েন্সের বদলে ডোম্যাস্টিক সাইলেন্স পড়াতে।'

মহাভারত

যখনই টেলিভিসানের দিকে তাকাই দেখি, হয় একটা লোক আর একটা লোককে বেধড়ক পেটাচ্ছে, নয় গোটাকতক মেয়ে পেট বার করে ভূতের নৃত্য করছে। এমন পোশাক, যে সেই পোশাকে রাস্তায় বেরলে দোকান, বাজার সব বন্ধ হয়ে বাংলাবন্‌ধ হয়ে যাবে।

তা কি করা যাবে। গরিবের দেশ। মানুষের মেজাজ সবসময় খারাপ। যাকে বলে ধাত চড়ে আছে। বর বউকে পেটাচ্ছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে পেটাচ্ছে। বাপ ছোট ছেলেকে পেটাচ্ছে, বড় ছেলে বাপকে পেটাচ্ছে, খদ্দের দোকানদারকে পেটাচ্ছে, দোকানদার খদ্দেরকে পেটাচ্ছে, ছাত্র মাস্টারকে পেটাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জারকে পেটাচ্ছে। কে কাকে পেটাচ্ছে না মশাই ! পৃথিবীতে এক একটা এজ এসেছে, ব্রোঞ্জ এজ, আয়রন এজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজ, এজ অফ রেনেসাঁ, এজ অফ রিভাইভাল, সেই রকম, এটা হল এজ অফ পেটাপিটি। ইতিহাসে তো ডার্ক এজও এসেছিল। তখন মানুষ কি করেছিল ! আপনি কি জানেন, পৃথিবীতে এক সময় বড় বড় ক্যানিবল ছিল, তারা শুধু বল খেলত না, খিদে পেলে পাশে যে বসে আছে তাকে ধরে, মেরে খেয়ে ফেলত। বসে বসে খেত না, বাজনা বাজিয়ে নেচে নেচে খেত। পার্কস্ট্রিটের ডিসকোথেক। আপনার বাপের ভাগ্য এরা শুধু মারছে, খাচ্ছে না কাটলেট করে খেয়ে ফেললে কি করতেন ! এই হল পোলট্রির সুফল। এত চিকেন যে কিচেনে মানুষের হান্ডিকাবাব না হলেও চলে। আর মেয়েদের নাচ ? নাচ তো মেয়েরাই নাচবে মশাই ! যাকে যা মানায়। আপনার ওই গতর নিয়ে ধেই ধেই করে নাচলে কেমন দেখাবে একবার ভেবে দেখুন। একমাত্র মহাদেব আর উদয়শঙ্করকেই মানিয়েছিল। আর পোশাক ! আমাদের গরিবের দেশ, অত কাপড় নেই মশাই। অত বড় বড় মেয়েদের গোটা শরীর ঢাকার মতো সঙ্গতি আমাদের নেই। আপনার শকুন্তলাকে দেখে বলবেন আর্টের শকুন্তলা, আর এদের দেখে বলবেন,

ভালগার শশিকলা। দেখেন কেন? টিভি দেখেন কেন? না দেখলেই পারেন।

—মনটা ছোঁক ছোঁক করে।

—অ্যায়, এই ছোঁক ছোঁকের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে কোটি কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি।

—এর ফলে সমাজ জীবনে ভায়োলেন্স বেড়ে যাচ্ছে। ছেলে মাকে খুন করছে।

—খুন না করলে, অত বড় হেলডাইনে নিউজটা হত কি করে! অফিসে বাড়িতে সারাদিন কী আলোচনা করতেন। হায় হায়, গেল গেল করার সুখটা পেতেন কি করে। আজকাল কাগজে আর কোনো নিউজ থাকে না, বলে যখন অভিযোগ করেন তখন কোন নিউজের কথা ভাবেন? উত্তেজক খবর। এডিটোরিয়াল দুটো পড়েন?

—মাঝে মাঝে।

—ওই পাতার প্রবন্ধ?

—ধৈর্য থাকে না। ভয়ানক জ্ঞান।

—টিভি তে সতী বেহুলা হলে দেখবেন?

—পাগল!

—মহাভারত দেখতেন।

—দেখতুম মানে? দেখার জন্যে মুখিয়ে থাকতুম।

—কেন?

—অনেক মশলা থাকত। সেক্স, ভায়োলেনস এবং ধর্ম।

—শুধু ধর্ম থাকলে দেখতেন?

—অবশ্যই না।

—অতএব দেখুন, বেদব্যাস কত বড় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন, কত মডার্ন। ধর্মকে মশলা দিয়ে কষে, সর্বকালের সব মানুষের পাতে ফেলে দিয়ে অমর হয়ে আছেন। কায়দাটা কি? দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানব কিন্তু কৃষ্ণকেও রাখব সাপ্লাই লাইনে। যুধিষ্ঠির, তিনি ধর্মরাজ, সত্যনিষ্ঠাই তাঁর ধর্ম, কিন্তু পাশা খেলায় আসক্ত। জুয়াড়ি। নিজের বউকেই বাজি ধরে বসলেন। আবার মামলা জেতার জন্যে সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে ছোট্ট করে একটু মিথ্যেও বলিয়ে নিলেন। সয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে দেখে পাঁচভাই-ই মদনাসক্ত হলেন। আবার রৈবতক পর্বতের উৎসবে সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন টলে গেলেন। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন মেলায় ঘুরছেন, প্রায় একালের ছেলেদের মতোই। দুই সখানে তত্রচঙক্রমমানৌ। এমন সময় অর্জুনের চক্ষুস্থির—অলঙ্কৃতা সখীমধ্যে ভদ্রাং দদৃশতুস্তদা। অলঙ্কারে সুসজ্জিতা সখীগণ পরিবেষ্টিতা বসুদেব কন্যা সুন্দরী সুভদ্রা। কন্দর্পের আবির্ভাব। অর্জুন হাঁ করে অসভ্যের মতো তাকিয়ে। সখা কৃষ্ণ, যিনি গীত বলবেন, বিশ্বরূপ দেখাবেন, তিনি বন্ধুকে বলছেন, হাসতে হাসতেই বলছেন, বনেচরস্য কিমিদং কামোনালোভ্যতে মনঃ। হে ভারত! বনচারী পুরুষের চিত্তও কী কামের দ্বারা পীড়িত হইতেছে? আরে ভায়া, কে যে আমার বোন। অর্জুন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলছেন :

দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা।
রূপেণ চৈষা সম্পন্না কমিবৈষা ন
সোহয়েৎ ॥

·বসুদেবের কন্যা আবার বাসুদেবের বোন আবার আগুন জ্বালা রূপ, এমন সুন্দরী কোন পুরুষকে না মোহিত করবে। এখন বলো সখা

প্রাপ্তৌ তু ক উপায়ঃ স্যাৎ ব্রবীহি জনার্দন।
আস্থাস্যামি তদা সর্বং যদি শক্যং নরেণ তৎ ॥

এঁকে পাওয়ার কি উপায় আছে! যদি মানুষের সাধ্য হয়, তাহলে আমি চেষ্টা করব। এইবার বলুন তো, সে যুগ আর এ যুগে তফাৎটা কোথায়!

—এটা টেলিভিসানের আধুনিক সিরিয়াল হলে. বোনের দিকে বন্ধু লালসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, ঢিসুম ঢিসুম, ছুরি ছোরা লাশের পতন, ওঁয়া ওঁয়া, পুলিশের আগমন। অথবা অর্জুনের দল ও শ্রীকৃষ্ণের দলে রেলাফাইট, অন্তে সুভদ্রার অঙ্গে অ্যাসিড নিক্ষেপ।

—কেন বলুন তো!

—বলতে পারব না!

—আরে মশাই, কে কার দিকে তাকাচ্ছে! মহাবীর অর্জুন তাকাচ্ছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের বোনের দিকে। এই মূল্যবোধশূন্য সমাজের ধর্মবর্জিত মানুষের লোচ্চামি নয়। মহাভারতের ভারত বীরের ভারত। ধর্ম অর্থ, মোক্ষ, কাম, ঘরটিই কাম্য। ধর্ম আর মোক্ষ মাইনাস করে দিয়েছি। পড়ে আছে কাম, কাঞ্চন। হিন্দি সিনেমার, পেট, পিঠ, কাঁধ, ঠ্যাংখোলা নায়িকা নেচে নেচে বলছে, আঃ কবুতর, যাঃ যাঃ। প্রোডিউসার মাফিয়া ডন। আঃ এক কোটি আঃ আঃ। একশো চোদ্দ

বছর আগে এই দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন, বাবা! এই কামকাঞ্চনেই মারবে। দয়া করে একটু হুঁশ আন। মরে গেলে কুকুর পচবে, মানুষও পচবে, সমান দুর্গন্ধ। অগরুচন্দন হয়ে আকাশে উড়ে যাবে না। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ যতই বলুন অমৃতস্য পুত্রা, বেদব্যাসই সার, মানুষ মানুষেরই পুত্র। ঠাকুর নয়। তাহলে ঠাকুরপোকে তো ঠাকুরের বেদিতে বসাতে হয়। মানুষের গায়েও তো গন্ধ আছে, তা না হলে রাক্ষসরা বলে কেন হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মনিষ্যি গন্ধ পাঁউ! নীতির বাঁধন খুলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে নৃত্য করলে কি হবে। দিনে পাঁচটা ডাকাতি, পঞ্চাশটা রেপ, ধর্মগুরু তিহারে, রাজপথে স্বয়ং এম এল এ-র সর্বস্ব হরণ। বল গড়িয়ে গেছে বরাবর ঢালু পথে, আর কি থামানো যায়।

যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নারদ এলেন। বেদব্যাস ধর্ম অর্থে মন্দির, মসজিদ, তিলক, মালা, ঘণ্টা কাঁসর, অষ্টধাতুর মূর্তি, পাণ্ডবের কাছা ধরে টানা, গায়ে নিমডালের ছপটি মেরে টাকা, না দিলে চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ, তাবৎ দর্শনার্থীর চুল কামিয়ে উইগসের জন্যে এক্সপোর্ট, চতুর্দোলায় একটি বৃহদাকারের লাউ বহন, গোবর দিয়ে গীতা নিকানো, চোখ উলটে অশুদ্ধ উচ্চারণে স্তোত্রপাঠ, এইসব বোঝাতে চাননি। মানুষের ধর্ম ও নীতি। নৈতিক মানুষ। চামড়ার স্পিকার নয়, অন্তরের অডিও।

নারদ প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে মাপছেন :

—মহারাজ, যজ্ঞ, দান, কুটুম্বভরনাদি প্রভৃতি কাজের জন্যে টাকার চিন্তা তো করতেই হবে ; কিন্তু মন ধর্মে আছে ত! সুখে মজে গিয়ে মন হেজে যায়নি তো! শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ও হে! একবার করে দেখে নিও, নিক্তির ওপরের কাঁটা আর নিচের কাঁটা এক হয়ে আছে কিনা।

—নরদেব। পিতা পিতামহের পথ ধরেই চলছেন তো! ধর্ম এবং অর্থ, উত্তম এবং উদার!

অর্থের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্যে অর্থ ত্যাগ করে বসেন নি তো! শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, একটি হাত কর্তব্য কর্মে, আর একটি ধর্মে।

—ধর্মরাজ! ত্রিবর্গ সেবার উপযুক্ত সময় বুঝে তা রক্ষা করছেন তো। কালের বিভাগ করে কালোর উচিত সময়ে যথাবিধি সেবা করছেন তো!

কচ্চিদর্থঞ্চ ধর্মঞ্চ কামঞ্চ জয়তাং বর।
বিভদ্য কালে কালজ্ঞ সদা বরদ সেবসে ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম। পূর্বাহ্ণে ধর্ম আচরণ মধ্যাহ্নে অর্থ উপার্জন আর রাতে কামের সেবা, শ্রুতির এই বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বললেন, সব ছেড়ে ভণ্ড সন্ন্যাসী তোমাকে কে হতে বলছে। রসেবশে থাক। হলে স্বদারা সহবাসই না হয় হল।

—রাজন। আপনি সহস্র মূর্খের বিনিময়ে একজন পণ্ডিত ক্রয় করে থাকেন ত? কারণ কোনও বিপদ এলে পণ্ডিতই পারেন তা সামলাতে। কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্।

এরপর নারদের প্রশ্ন, মহারাজ। প্রথম নিজের ইন্দ্রিয় আর মনকে জয় করে স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরতন্ত্র ও প্রদত্ত শত্রুদের জয় করতে ইচ্ছা করছেন ত? পরান্ জিগীষসে পার্থ প্রমত্তানজিতেন্দ্রিয়ান।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে একটি দোঁহায় তুলসীদাসজি বলছেন

রাজা করে রাজ্যবশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা সন্‌কো বশ করে সো, সবকো সেরা ওই ॥

কাচের পর্দায় যা হচ্ছে হয়ে যাক, নিজের মনকে বশে রাখলেই তো হল। পৃথিবীকে বাগে আনা যাবে না, বরং নিজেকে বাগে রাখাই ভাল, যেন বাঘে না খায়। কমার্শিয়াল বাঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেলেন, বিবেক হলদি গায়ে মেখে জলে নামো, কাম কুমিরে ডাঁটা চিবনো চেবাতে পারবে না।

আপনি কার পেশেন্ট

'এত লটবহর নিয়ে চললেন কোথায় ?'

'ভাই, শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, তাই এক স্পেসালিস্টের কাছে চলেছি। অনেক কষ্টে তিনমাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। তাও পাওয়া যেত না, এক ইনফ্লুয়েনসিয়াল ছাত্রের ইনফ্লুয়েনসে সম্ভব হয়েছে। কম ভাগ্য !'

'সে ঠিক আছে, আমার বাবাকে এক স্পেসালিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন এক বছর পরে, তা বাবার পরমায়ুতে কুললো না, তিনি তিনমাসের মাথায় চলেই গেলেন। একবছর পরে অ্যাপয়েন্টেড ডেটে চেম্বারে খুব ডাকা হাঁকা হল। বিনয় বসু, বিনয় বসু। যিনি ডাকছিলেন তিনি বললেন, লেট করলে নাম শেষে চলে যাবে। পরিচিত একজন বললেন, সাধে কি লেট করছে মা, তিনি যে লেট হয়ে গেছেন। নামের আগে একটা লেট বসান। সঙ্গে এত কি সব নিয়েছেন ?'

'দুলিটার জল, খাবার, হাতপাখা, একটা মাদুর, এফ এম রেডিও আর সেলুলার ফোন। ফুটপাতে বসে থাকতে হবে ভাই, বারোঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা।'

'নিশ্চয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।'

'ধরেছ ঠিক।'

সেইদিন আসছে, যখন দেখা যাবে ফুটপাতের একপাশে অপেক্ষারত রোগীদের জন্যে কোনও সেবাসংস্থা ক্যাম্প খুলেছেন। গঙ্গাসাগরের সময় বা বাবা তারকনাথের সময় যেমন হয়। খাটিয়া আর ফুলের মালার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। হয় ওদিকে ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে, না হয় এদিকে শ্মশানে। এর সঙ্গে রাজনীতি জুড়ে দিতে পারলে রথ দেখা কলাবেচা দুটোই হবে। শ দুয়েক রেডিস্টক তো রয়েইছে পথে বসে, এঁদের সঙ্গে আর শখানেক জুড়ে দিলেই হয়ে যাবে। ব্যানার, পোস্টার, ঝাণ্ডা, স্লোগান, একটা ইস্যু, চমৎকার একটা অবস্থান ধর্মঘট। টেনেটুনে

পথে নামিয়ে আনতে পারলে পথ অবরোধও হয়ে যাবে।

'একজন ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন ?' এই প্রশ্ন যাঁরা করেন, তাঁরা একালের ডাক্তারির কিছুই জানেন না উঠে হেঁটে গিয়ে, অপেক্ষা করে ডাক্তার দেখাবার শক্তিই যদি থাকবে তাহলে আর অসুস্থ হব কেন। চেম্বারে একশো বাড়িতে পাঁচশো। এরপর যদি অবশিষ্ট থাকে কিছু তাহলে ওষুধ আর পথ্য, নয়তো শুয়ে শুয়ে প্রেসক্রিপসান পড়, অবশ্য হাতের লেখা যদি পড়তে পার। ডাক্তারবাবুরা যদি কখনো কোনো আবেগের বশে প্রেমপত্র লেখেন তাহলে প্রেমিকাকে অবশই কম্পাউন্ডার হতে হবে। তা না হলে পাঠোদ্ধার অসম্ভব। আর ডাক্তারি টার্মিনোলজি এসে পড়তে পারে, যেমন, সকালে এম্‌পটি স্টম্যাকে তুমি যেন আমার অ্যান্টি ডিপ্রেসান্ট লাল ক্যাপসুল। সারাদিনে তোমার চিন্তা বারে বারে আসে—টি ভি এস, বি ভি এস। তুমি আমার ব্লাডসুগার, তুমি আমার হার্টের মার্মার, ফোনে তোমার গলা ভেসে না এলে একটা করে বিট মিস করি। তুমি আমার ইসকিমিয়া তুমি আমার হাইপারটেনসান। তুমি আমার অরবিকুল্যারিসওরিসের ময়েশ্চার। অনুক্ষণ তোমার চিন্তা আমার জিনজিভাইটিস ! তোমার বুকসিলেটারে রইল আমার স্ফিন্‌কটার ওরিস। এই চিঠি বুঝতে হলে প্রেমিকাকেও ডাক্তার হতে হবে।

তিনি হয়তো উত্তরে লিখবেন, পালমোনারি আরটারিতে একার হুটোপাটি/সিন-সিশইয়ামের মতো জুড়ে গেছি আমরা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে এপিঠে/ওপিঠে পের-ই কারডিয়াম মধ্যে টলটলে প্রেম/কেন তুমি ক্রেনিয়ামে বসে অবিরত ঠুকছ হাতুড়ি !/ফোরামেন ম্যাগনামে এ কার অবরোধ !/ কান যে বোঝে না পাগল, আমরা হয়ে গেছি সুটুর। আগে ডাক্তারবাবুরা যে কোন কাগজে খ্যাঁচখোঁচ দু-চার ছত্তর লিখে দিয়ে দুটো টাকা পকেটে ভরতেন, আর বলতেন, আট আনা রিকশাঅলাকে দিয়ে দিন। অস্ত্র ছিল তিনটি, গলায় মহাদেবের সাপের মতো বিশ্বস্ত একটি স্টেথিসকোপ। কালো চামড়ার ব্যাগে অ্যালুমিনিয়ামে একটা কৌটো তার মধ্যে ইনজেকসানের সিরিঞ্জ, ছুঁচ, আর অ্যামপুলস কাটার ছোট্ট করাত, স্পিরিটের শিশি, তুলো, আর সাদা একটা তোয়ালে। চিরকুটের কোড ল্যাঙ্গোয়েজ বুঝবেন ডিসপেনসারির অভিজ্ঞ কম্পাউন্ডার। মিকশ্চার একটা থাকবেই। হয় লাল, না হয় গোলাপি। শিশির গায়ে কাগজের দাঁত কাটা। এক এক দাঁত এক একবার জলসহ সেব্য। মুখে ক্ষয়াক্ষয় ছিপি। কর্কের তৈরি। শিশিটি পরের বার ঘুরিয়ে আনতে পারলে দুআনা

লেস। ছোট্ট কাগজের বাক্সে, চকখড়ির পুরিয়া। দুবেলা দুপুরিয়া। জ্বরে উপবাস। পেটের অসুখে বার্লি। তিনদিনের দিন পথ্য। সাতদিনে বুগি ফিট। আবার টেম্পার নিচ্ছে, আবার হেঁকে বলছে, আমায় চেন না, অ্যায়সা টাইট দোবো! ছেলের কদিন প্রহারের ছুটি মিলেছিল। বিছানায় কাত হয়ে নাকিসুরে পিতা বলছিলেন, খোঁকা, দেখ তঁ তোঁর মাকে হাঁতের কাঁছে পাঁওয়া যাঁয় কিঁনা। ডজন ডজন চন্দ্রবিন্দু। প্রতাপ ডাক্তারের মিকশ্চার আর পাউডার খেয়ে প্রতাপ কতটা বাড়ল, সে বুঝল ছেলের পিঠ। মা বলতে লাগলেন, কারো কি, সবে পথ্য করছ, আর কটা দিন ধৈর্য ধরো না। ছেলেও পালাচ্ছে না, ছেলের পিঠও পালাচ্ছে না। কত্তা অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ইংরিজি প্রভার্বে কি আছে জান স্পেয়ার দি রড অ্যান্ড স্পয়েল দি চাইল্ড। শূন্য গোয়াল ইজ বেটার দ্যান দুষ্ট গরু। মা অমনি ছেলের লাল দাগড়া পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলছেন, কি করেছিস!

কত্তা বললেন, কি করেনি! ছ'মাস হয়ে গেল, 'এ' আর অ্যানটাই শিখতে পারলে না।

মায়ের হাত এইবার ছেলের মাথায়, কতবার বলেছি বাবা, গুরুজনকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়, আপনি আজ্ঞে বলতে হয়। আমাদের যত পারিস 'এ' বল না; কিন্তু গুরুজনদের সব সময় 'অ্যান' বলবি। এইটুকু মনে রাখো—মা 'এ', বাবা 'অ্যান', এই সামান্য ব্যাপার। 'ন' খসে যাওয়াটা খুব অসম্মানের। কত্তা খেপে গিয়ে বললেন, তুমি যাও তো, তোমার কাজে যাও। লেডি নেসফিল্ড! সে যুগ আর নেই, তখন ডাক্তারিতে কেউ নাম করলে বলা হত ডক্টর গুতিফ্। তারপরে বলা হত বিধানচন্দ্র। ডঃ বি. সি. রায় ছিলেন প্রবাদপুরুষ। রোগীর চেহারা দেখে রোগীর ঘরের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারতেন অসুখটা কি। যখন অতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী, দুটো দেশের মানুষ এক জায়গায়, জীবিকা, বাসস্থান ও নিরাপত্তার সমস্যায় জর্জরিত, সেই প্রচণ্ড চাপের সময়েও তিনি সকালের দিকে কয়েকজন রোগী দেখতেন। তিনি বসে আছেন দরজার দূর বিপরীতে, তাঁর টেবিলে। রোগী হেঁটে আসছে তাঁর দিকে। ঘরের মাঝামাঝি আসার আগেই তাঁর জানা হয়ে গেছে অসুখটা কি। টেবিলের সামনে দাঁড়ানমাত্রই ওষুধের নাম লেখা চিরকুটটি হাতে ধরিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। অনেকের অবিশ্বাস হত। এমন দায়সারা চিকিৎসা! টেপাটিপি নেই, পেটে ঢাক বাজনো নেই, প্রশ্ন নেই, লাগছে,

লাগছে! ক্যাঁক করে লিভারের কাছটা খামচে ধরা, যন্ত্রণায় লাফিয়ে ওঠা নেই। মা কালীর মতো জিভ বার করা নেই, চোখের তলা টেনে দেখা নেই, হাঁটুতে হাতুড়ি ঠোকা নেই। পিঠে স্টেথো বসিয়ে গম্ভীর প্রোফেসানাল গলায় বলা নেই শ্বাস, জোরে জোরে, জোরে জোরে। পাঁজরে আঙুল রেখে সন্তুর বাজান নেই।

পাঁচ পয়সার ওষুধে পাঁচহাজার টাকার ব্যামো সেরে গেলে বোঝা যেত তাঁর মহিমা। বিদ্যা তো চাই, তার সঙ্গে চাই সিকসথ্ সেন্স। এক ভদ্রলোকের মাথা ঘোরার ব্যামো আর সারে না। দাঁড়ালেই টলে পড়ে যায়। চিকিৎসা আর খরচের কিছু বাকি রইল না। ডাক্তারবাবুরা রোগীটিকে দেখলেই বলতেন, ওই রে! আসছে রে! সব যার নর্মাল তার এটা বাতিক ছাড়া কিছু নয়। ম্যানিয়া। ভদ্রলোক চেষ্টা চরিত্র করে ডক্টর রায়ের কাছে গেলেন। তিনি একটি কথাই বললেন, বিছানাটা ঘুরিয়ে নাও। সকলের খুব হাসাহাসি। এটা কোন চিকিৎসা হল! ভদ্রলোক বিশ্বাস করে খাটটা ঘুরিয়ে নিলেন। ছিল উত্তর দক্ষিণে। করে নিলেন পূর্বপশ্চিমে এবং ভাল হয়ে গেলেন।

একালের দেখনদারির কোনো তুলনা নেই। বিরাট প্যাডে, দশকর্মা ভাণ্ডারের ফর্দর মতো প্রেসক্রিপসান। বাঁ দিকে গুহামানবের হস্তাক্ষরে ফাইন্ডিংস। সেখানে আবার ছবি আঁকা, গুহাচিত্রের মতোই। একটা অর্ধবৃত্ত। সেটা হল রোগীর তলপেট। চারপাশ থেকে তীর এসে বিভিন্ন জায়গা বিদ্ধ করেছে। গুহামানব বরাহ শিকার করেছে। এরই মধ্যে একটা জীবের পেছনে একটা গোল্লা। সমস্যাটা ওই জায়গায়।

তাহলে ?

তাহলে এখনই ওষুধ নয়। রোগী এইবার যাবেন ইঞ্জিনিয়ার কাছে। প্লাম্বার, কার্পেন্টার, ব্ল্যাকস্মিথ, ইলেকট্রিসিয়ান। কেউ দেখবেন ওয়্যারিং, কেউ দেখবেন জলের পাইপ, ড্রেনেজ সিস্টেম, কেউ দেখবেন পাম্প, ভাল্‌ভ, ওয়াশার, কেউ করবেন মেগারটেস্ট, কোথাও লিকেজ হচ্ছে কি না, অ্যারোনট পরীক্ষা করবেন বেলুন দুটো ফুলছে কি না। ওভার হেড ট্যাঙ্ক দেখবে মেশিন, তার আবার, ক্যাট, ডগ, টাইগার, লায়ন আছে। ক্যাটস্ক্যান, ডগস্ক্যান, টাইগার স্ক্যান, মানে এক থাবায় কতটা টাকা খামচান যায়। পেটে ডুবুরি নেমে অ্যাসিড সমুদ্র মাপবে। জলযানে কটা টর্পেডোর ফুটো হয়েছে।

এইবার আর রোগীকে দেখা নয়, রোগীর ফাইল দেখা।

'কি হয়েছে স্যার' ?

'গ্যাসট্রাইটিস। শুনুন সহজ কথায় বোঝাই, আপনার পেটে আমরা একদল বিশেষজ্ঞকে নামাচ্ছি।

এই যে দেখছেন সাদা বড়ি এটা হল প্ল্যাস্টার অভ প্যারিস। গর্তটর্ত যা হয়েছে সিল করে দেবে। এই সাদা লিকুইডটা মেরে দেবে সিমেন্ট প্রাইমার। এই ক্যাপসুলটা মারবে পালিশ। এই বড়িটা হল ব্ল্যাক ক্যাট, পেটের যে জায়গাটা দিয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বেরোয়, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সিকিউরিটি গার্ড। আর এই ক্যাপসুলটা চলে যাবে মাথায় ওয়াচ টাওয়ারে। সেখান থেকে যে নির্দেশ পাঠায় অ্যাসিড নামক টেররিস্টকে, তার সেই সিগন্যাল যন্ত্রটিকে অকেজো করে দেবে। আর এই যে দেখছেন বৃহৎ ক্যাপসুল, এটি সাবমেরিন, আপনার ড্রেনেজ সিস্টেমকে অনবরত খোঁচাবে। বাথরুমে ফ্লাশের কাজ করবে। ক্যারেকটার গেলে যেমন কিছুই থাকে না, কিড্‌নি গেলেও সেই একই অবস্থা !'

ওষুধের যেমন দাম তেমনি সব আধুনিক কোড নাম। এক ফাইল মাধুরী দিক্ষিত, একপাতা গোবিন্দা। দোকানের কর্মচারিদের ভাষা। মাধুরী দিক্ষিত মানে ভিটামিন ই, সৌন্দর্য ক্যাপসুল। সেবনে সিল্কের মতো স্কিন হবে। গোবিন্দা মানে জবরদস্ত অ্যান্টাসিড।

বহুকাল আগে প্লেটো একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ লিখে গেছেন, 'কেউ কি লক্ষ্য করে দেখেছেন, দু ধরনের রোগী আছে—'স্লেভস' অ্যান্ড 'ফ্রিমেন'। এবং স্লেভ ডাক্তাররা কেউ ছুটছেন এই দাসদের বাড়িতে তার চিকিৎসার জন্যে অথবা ডিসপেনসারিতে অপেক্ষা করে আছেন তাদের প্রতীক্ষায়। এই ধরনের চিকিৎসকবর্গ রোগীদের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলেন না। রোগীকেও সুযোগ দেন না কথা বলার। শুনতেই চান না রোগীর কি হয়েছে ! তিনি নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চিকিৎসার ফিরিস্তি দেন, যেন তিনি যা জানেন সেইটাই ঠিক এবং শেষ কথা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতির মতো বলবেন, যা বলছি, তাই করো। বলেই ছুটবেন আর এক রোগীর বাড়ি ওই একই ঔদ্ধত্য নিয়ে। [শ্রীরামকৃষ্ণ একই কথা অন্যভাবে বলেছেন, ঈশ্বর দুবার হাসেন, যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ধ'রে জমি বখরা করে নেয় আর বলে 'এদিকটা আমার, ও ঐ দিকটা তোমার', তখন একবার হাসেন। আর একবার হাসেন, যখন লোকের কঠিন অসুখ হয়ে পড়েছে, আত্মীয় স্বজনরা সকলে কান্নাকাটি কচ্ছে, বৈদ্য এসে বলছে, 'ভয় কি ? আমি ভাল করে দেব' ! বৈদ্য

জানে না যে ঈশ্বর যদি মারেন তবে কার সাধ্য তাকে রক্ষা করে।] like a tyrant, he rushle off with equal assurance to some other servant who is ill.

প্লেটো লিখছেন, But the other doctor, who is a freeman, যে ডাক্তার উদার, যে ডাক্তার স্বাধীনচেতা যিনি স্বাধীনচেতা মানুষের রোগ নিরাময়ে নিরত, তিনি অবলম্বন করেন অন্য পদ্ধতি। তিনি রোগীর অতীতে চলে যান, অতীত থেকে বর্তমানে এসে অনুসন্ধান করেন অসুখের প্রকৃত উৎসটা কোথায়। তিনি রোগীর সঙ্গে, পরিবার, পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন, প্রয়োজনে রোগীর সঙ্গে আবার আলোচনা করেন and he will not precribe for him untis he has first convinced him. ব্যবসায়ী ডাক্তার এই পদ্ধতির চিকিৎসা দেখে হ্যা হ্যা করে হাসবেন, পাগল না কি, রোগের চিকিৎসা করছ, না দার্শনিকতা করছ—beginning at the beginning of the disease and discoursing about the whole nature of the body,he would burst into a hearty laugh. যাঁদের আমরা ডাক্তার বলে জানি, তাঁরা দূরদূর করবেন, Foolish felow, বোকা গাধা, you are not healing the sick man, but educating him, আরে ভাই ! ও তো ডাক্তার হতে চাইছে না, চাইছে আরোগ্য লাভ করতে। [Laurs : Book IV-Plato]

শ্রীরামকৃষ্ণ তিন রকম বৈদ্যের কথা বলেছেন—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে বৈদ্য এসে কেবল নাড়ী টিপে ঔষধ খেও বলে চলে যায়, আর কোন খোঁজ-খবর না নেয়, সে অধম। কি আর করা যাবে। সংখ্যায় আমরা পিল পিল করছি আর অসুখ এখন অ্যারিস্টোক্র্যাসি। সুগার হাইপারটেনসান, আলসার নিয়ে বসবাস। বড় ধর্মগুরুর আশ্রিত, বড় ডাক্তারের আশ্রিত, দুটোই সমান গৌরবের। বিত্তবানের লক্ষণ। আর বাইপাস হয়ে গেলে তো কথাই নেই !

বোতাম

"আর এক ভট্টাচার্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুস্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য দেখিলেন, বিষম বিপদ। ডাইল উথলিয়া পড়া কী প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলির অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুস্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, 'এ কি ? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই,' এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখয়া ভট্টাচার্য গললগ্নীকৃতবাস হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল ; অবশ্য কোনো দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে !" [সেকালে আর একাল—রাজনারায়ণ বসু]

একালের একটি অনুরূপ ঘটনার নায়ক স্বয়ং। আমার ব্রাহ্মণী আমাকে এই কহিয়া গেলেন, নাসিকাগ্রে খবরের কাগজ সাঁটিয়া বসিয়া আছ, ক্ষতি নাই, কারণ ধর্মের যীশুরা কোনো কাজেই লাগে না, ইহা গৃহিণী মাত্রেই জানেন, খাইবে দাইবে উদগার তুলিবে, থান ইষ্টকের ন্যায় ভারি ভারি কথা বলিবে, তাম্বুল হইতে চুন খসিবামাত্র শিং বাগাইয়া গুঁতাইতে আসিবে, 'অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ, কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন'—তথাপি, সামান্য একটি কাজের কথা বলিয়া আমি স্নান করিতে যাইতেছি, 'গ্যাসে দুধ বসাইয়া যাইতেছি, উথলাইয়া উঠিলে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিও। কেন্দ্রীয় সরকারের উত্থান পতনে আমাদের কাঁচকলা হইবে,কিন্তু দুগ্ধের পতনে, সমূহ সর্বনাশ ! গ্যাস নির্বাপিত হইবে, বার্নারের ছিদ্র সমূহে, ঢুকিয়া যাইবে, কক্ষে গ্যাস ছড়াইয়া পড়িবে,

পরে অগ্নিকাণ্ডও হইতে পারে, অতএব যণ্ডস্বামী, কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিবে, রোম পুড়িতেছে নিরো বেহালা বাজাইতেছে, এইরূপ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়! আমার কার্যে সামান্য ত্রুটি হইলে বলিয়া থাক, বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিব, তোমার ত্রুটি হইলে কোথায় পাঠাইব! বাপের বাড়িতেই ত কাত হইয়া আছ!'

এইভাবে যৎপরোনাস্তি সতর্ক করিয়া তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। জল পড়িতেছে, পুরাতন দিনের সংগীত ও সাবান সহযোগে যাহা হইতেছে, তাহা হইল, কুলুকুলু শব্দে ওভার হেড ট্যাঙ্ক শূন্য হইতেছে। এমন আশঙ্কাও হইতেছে, পরবর্তী স্নানকারীর বরাতে ড্রাইওয়াশ নাচিতেছে। কাল খুলিবামাত্র ভুডুত ভুডুত শব্দ করিয়া জানাইয়া দিবে, গৃহশীর্ষের জলাধারে জলের পরিবর্তে বাতাস বহিয়াছে।

ব্রাহ্মণী গাহিতেছেন, নাই বা হল মিলন মোদের। স্বয়ং সতর্ক হইয়া সংবাদ এবং দুগ্ধ উভয়ই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখিলাম, দুগ্ধ ফুঁসিয়া উঠিতেছে, ক্রমশই ফুলিয়া উঠিতেছে, ঝম্প দিয়া সম্মুখে গিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই উদ্বেলিত অবেগকে সংযত করিব কি ভাবে! সাঁড়াশি নামক সুপরিচিত নিগ্রহ যন্ত্রটি পার্শ্বেই শায়িত, কিন্তু দেখিলাম, তাহাদের দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হইয়া হল হল করিতেছে, ধরিলেও ধরিয়া থাকিতে পারিবে কি না আশঙ্কা হইল। ইতিমধ্যে পালের মতো ফুলিতেছে তখন আমি তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম, ওগো ওতলাচ্ছে, ওগো ওতলাচ্ছে। সেই চিৎকারে প্রতিবেশীরাও সজাগ হইলেন। ব্রাহ্মণী গাহিতেছিলেন, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে। গান থামাইয়া ভিতর হইতে বলিলেন 'সাঁড়াশি ধরে নামিয়ে দাও না।'

স্ত্রীর ওষ্ঠদ্বয় ও সাঁড়াশির ওষ্ঠদ্বয়, উভয়ই আমার নিকট সমান ভীতিপ্রদ। সংসারের অভিজ্ঞতা হইতে সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কখন আলগা হইবে ও ধৃত পদার্থ সহসা খসিয়া পড়িবে কেহ বলিতে পারিবে না। স্ত্রী হইতে গরমাগরম ফুলুরির ন্যায় গরমাগরম বাক্য ও সাঁড়াশির দ্বারা ধৃত পদার্থ পড়িলেই হইল। যুগলমিলন হইলেও নিষ্ঠার অভাব সদাই পরিলক্ষিত।

তখন আমি তারস্বরে বিরামহীন চিৎকার জুড়িলাম, 'গেল, গেল, মাদার গেল, ফাদার গেল।'

তখন একটা জীবন্ত পুষ্পে চলচ্চিত্রের দ্বার খুলিয়া গেল। আমার সাহসী সিক্তবসনা ব্রাহ্মণী লাজ-শাস্ত্রের সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া,

খাজুরাহের মন্দিরগাত্র হইতে খুলিয়া পড়া একখণ্ড ভাস্কর্যের ন্যায় ঠিকরাইয়া আসিলেন ও একটি হাতা উথাল দুগ্ধে মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, আমার দিকে তাকাইয়া, না হর্ষ না রোষ মাখান দৃষ্টিতে বলিলেন, 'গাধা', এবং নিমেষে স্নানাগারে অন্তর্হিত হইতে হইতে বলিলেন, 'মেঝেটা জল সপসপে হয়ে গেল, ভাল করে, শুকনো করে মুছে দাও।'

দেখিলাম দুগ্ধের উচ্ছ্বাস হাতার অনুপ্রবেশে স্তিমিত হইয়াছে। হাতা অথবা খুন্তির কি মহিমা। দশপ্রহরণধারিনীর প্রহরণগুলি এবম্বিধ হইলে কেমন হয় মানসচক্ষে অবলোকন করিবার চেষ্টা করিলাম, হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশি, সম্মার্জনী, বঁটি, চায়ের ছাঁকনি, ছুঁচ, স্বামী এবং পুত্রের মুণ্ড।

ব্রাহ্মণীর অসাধারণ কেরামতি দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, আমার সংসারে কে এই পার্বতী! বাথরুমে বসিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সাবান মাখিতেছে, পূর্ণিমাকে ত্রয়োদশী করিতেছে। যখনই মাখিবে ষোড়শোপচারে। গিয়া দেখিব, দানিতে সাবান নহে একটি টিপ পড়িয়া আছে।

যতই দম্ভ করি, হঠাৎ যদি এমন হইত, পৃথিবী নারী শূন্য হইয়া গেল। তাহা হইলে কি হইত! কোথাও কোনো নারী নাই। আহারাদি না হয় পাঞ্জাবি ধাবায় সারিলাম। তরকা আর তড়কায় শুধুমাত্র র-এর তফাত।

তিন দিবস পর পর রুটি আর চাকা চাকা পেঁয়াজ সহযোগে হুসহাস করিয়া ভক্ষণ করিলে, পরবর্তী সাত দিবস যমে মানুষে অকাতরে টানাটানি চলিবে। উদরে অগ্নিকাণ্ড। অর্ধঅঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে, কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি।

কিন্তু মহাশয়, সন্তানটিকে দক্ষ ইংরাজ সেনাপতি করিবার জন্য কে প্রত্যহ ইংলিশ মিডিয়ামে টানিতে টানিতে লইয়া যাইবে, পথের ধারে ভিখারির মতো বসিয়া বসিয়া সোয়টার বুনিবে, ঝালমুড়ি, পাকা পেয়ারা খাইবে, অতঃপর আকণ্ঠ ইংরাজি বোঝাই সন্তানটিকে পুনরায় টানিতে টানিতে স্বীয় গোয়ালে ফিরাইয়া আনিবে। আসিয়া বসিয়া পড়িবে ধুমধাড়াক্কা পড়াইতে। পরদ্দিবসের হোম টাস্ক। আমরা পড়িতাম, দশ এককে দশ, দশ দুগুণে কুড়ি। ইহারা পড়ে, টেন জা ওয়ান টেন, টেন জা টু টোয়েন্টি। অবশেষে সন্ধ্যার ক্ষণপরেই শিরঃপীড়া, রক্তের উর্ধ্বচাপ, মেজাজের চমৎকার ঝনাৎকার তৎসহ জীবনসঙ্গীর যাবতীয় সৎকার। কে করিবে এইসব।

কে করিবে পূজার প্রবল বাজার! পাঁচহাজার টাকায় দশহাজার টাকার পুণ্য খরিদ কবির জাদু রমণীরাই জানেন। অসীম যাঁহাদের ধৈর্য।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকিতে নয়। নিউমার্কেট নামক একদা সাহেবি, অধুনা হিন্দুস্থানি বাজারে ক্রয় করিবার পদ্ধতি মহিলাদেরই জানা আছে। আমার ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন, 'এই একটা সময়ে তুমি সং-এর পুতুলের মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি খুশি হব। একেবারে নাক গলাবে না। একটি কথা বলবে না। মনে করবে, ইউ আর এ হাবা অ্যান্ড গবা অ্যাজ ওয়েল। তোমার একটাই ভূমিকা, ব্লাড ব্যাঙ্ক। ব্লাড নয় মানি। বলো না কথায় কথায়, রক্ত জল করা টাকা। সেই টাকা ছেড়ে যাবে। আমি ওড়াব ঘুড়ি, তুমি ছাড়বে সুতো। তোমার কাজ সুতো ভর্তি লাটাইটি ধরে থাকা। একপ্রকার তালিমের পর সেই মার্কেটে মর্কটের মতো আমার গমন। অতঃপর যাহা ঘটিতে লাগিত তদপেক্ষা রোমহর্ষক ঘটনা আমার জীবনে আর কি ঘটিতে পারে! তীর্থপরিক্রমার ন্যায় দোকান হইতে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ। এক একটি স্টলে ঢুকিতেছেন ও সব লণ্ডভণ্ড করিয়া সদর্পে বাহির হইয়া আসিতেছেন, কিছুই ক্রয় করিতেছেন না, কারণ পছন্দ হইতেছে না। এক দোকানদার অবশেষে বলিলেন, 'পেয়ারী দুশমন।' অবশেষে এক ভাগ্যবানের সওদা মনে ধরিল। এবং যেরূপ কথোপকথন হইল :

'কি দাম বলছেন শাড়িটার?'

'মেমসাব দু হাজার।'

'কি খেয়েছেন আজ! কত বছর ব্যবসা করছেন! এই গামছাটার দাম দু'হাজার। সাতশো টাকার একপয়সা বেশি দোব না।'

দামের এইরূপ পতন ও ব্লাডপ্রেসার-এর পতন প্রায় একই প্রকার ভীতিপ্রদ। ভাবিলাম বিক্রেতা সপাটে চপেটাঘাত করিবেন! চম্পট মারিবার জন্য প্রস্তুত। ব্রাহ্মণী পড়িয়া থাকুক ক্ষতি নাই, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। অবাক হইলাম, যখন শুনিলাম, বিক্রেতা বলিতেছেন, 'মেরে ফেলবেন না দিদি, আর পঞ্চাশটা টাকা বেশি দেবেন। একেবারে লসে ছাড়ছি।'

ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ আমার দিকে তাকাইয়া-লেডি ফিল্ড মার্শালের ন্যায় হুকুম ছাড়িলেন, 'অ্যায় চলো।'

দোকানদার কহিলেন, 'কি হল, সাতশোই দিন।'

আমরা ততক্ষণে স্টলের বাহিরে, সেইখান হইতে ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'আপনি জোচ্চর, দু'হাজার থেকে সাতশো, এতেও লাভ! ও শাড়ি লিকুইড শাড়ি।'

অর্থাৎ জলে দিবামাত্র আর একটি শাড়ি থাকিবে না, গুলিয়া এক বালতি শাড়ি হইয়া যাইবে। পূর্বে না কি এইরূপ হইয়াছিল। পৃথিবী নারীশূন্য হইলে প্রাকপূজার এইরূপ অভিজ্ঞতা কিরূপে হইবে!

পৃথিবী নারীশূন্য হইলে স্ত্রীরূপে কাহাকে বরণ করিয়া সারা জীবন সুখে ঝগড়া করিব। গৃহত্যাগ করিতেছি বলিয়া দুমদুম করিয়া দরজার দিকে আগাইব, সন্নিকটে গিয়া স্পিড কমাইব, তখন ব্রাহ্মণী বলিবেন, 'আর একপা এগিয়ে দেখো, ঠ্যাং ভেঙে ফেলে রেখে দোব, বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর।' নারীর ন্যায় শত্রুরূপী বন্ধু ধরাধামে আর কে হইতে পারে! জীবনে অমন করিয়া কে স্বপ্ন বুনিতে পারে সারা জীবন কাহার উপর অমন জোর খাটানো যায়! পুরুষকে কে এমন করিয়া খাঁচায় ভরিতে পারে।

সেদিন সমুদ্রে গিয়েছিলাম! তটের উপর ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতেছে। উত্তাল সমুদ্রের সফেন আলো বালির উপর গড়াগড়ি দিতেছে। মনে হইল, নারী তট, তাহার উপর জীবনের উচ্ছ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তট না থাকিলে ঢেউ তুমি কি করিতে!

একটি বোতামের কথা কি বলিতে পারি!

জামার বুক হইতে খসিয়া গিয়াছিল। সেল্‌ফ হেল্‌প ইজ দা বেস্ট হেল্‌প বলিয়া বসিলাম। বহুক্ষণ চেষ্টা করিলাম ছুঁচে সুতো পরাইবার। ঝাঁঝরি হইলে হয়ত পারিতাম! ছিদ্রটি এতই ক্ষুদ্র যে কেবলই ফসকাইতে লাগিলাম। অবশেষে ব্রাহ্মণী আসিয়া একটি ধমক দিলেন, 'আমি কি মরে গেছি' তিনি কাড়িয়া লইলেন, 'কাল দুপুরে বসিয়ে দেবো।'

মুক্তি পাইয়া আমার কর্তব্য টিভি দর্শনে মনোযোগী হইলাম।

সেই বেতামটি সেই জামায় আজও নাই। কারণ আমার স্ত্রী সত্যই মরিয়া গেলেন। জামাটি পরিলে সেই শূন্য স্থানে হাত চলিয়া যায়। বোতামটি খসিয়া গিয়াছে।' নারীশূন্য পৃথিবী বোতামবিহীন জামার মতোই।

টক শো

'হ্যালো হ্যালোও।'

হ্যাঁ, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন। পাচ্ছি। আমার গলা শুনতে পাচ্ছেন।'

'খুব আস্তে আসছে। হ্যালোও, আর একটু জোরে বলুন। কে বলছেন?'

'সোনালি সাহা, বারুইপুর থেকে বলছি। বাব্বা, কতদিন ধরে চেষ্টা করছি। ভগবানকে পাওয়া যায়, আপনাদের পাওয়া যায় না। আজ আমার জন্মদিন। আজই আপনাকে পেলুম। কি ভাগ্য! সোনাদা, আজ আপনারা কি নিয়ে করছেন? আমি এই মাত্র খুললুম তো। সঙ্গে কে আছেন?'

'রূপা।'

'ও রুপোদি। নমস্কার। আপনাদের প্রোগ্রাম আমার ঘুম, চান, পড়া, খাওয়া সব কেড়ে নিয়েছে। দু কেজি ওজন কমে গেছে। দু চোখের কোণে কালি। সোনাদা, রুপোদি আমি না এবার ফেল করেছি।'

'সে কি? কোন ক্লাসে পড় তুমি?'

'ক্লাস নাইনে। সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়। সব সাবজেকটে ফেল। মা গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিল। ভাগ্য ভাল, দেশলাইয়ের খোলে একটা মাত্র কাঠি ছিল, জ্বলেনি। বাবা বললে, ভালই হয়েছে ড্রাইওয়াশ হয়ে গেল। একমাস হয়ে গেল এখনো মায়ের গা দিয়ে ভরভর করে কেরোসিনের গন্ধ বেরোচ্ছে। বাবা নাম রেখেছে কেরোসিনের কুপি।'

'তুমি তো ভারি দুষ্টু মেয়ে সোনালি।'

'সবাই তাই বলে, আপনিও বলছেন, যান কথা বলব না। আচ্ছা সোনাদা আপনারা মানে ব্যাটাছেলেরা যখন কথা বলেন, তখন গলাটা অত ভার ভার করেন কেন? ওখানে বুঝি বরফ পড়ে।'

'এখানে ঠাণ্ডা অবশ্য আছে তবে এয়ারে কথা বলতে হলে একটু এয়ার নিয়েই বলতে হয়।'

'কে হাসছে?'

'রূপা। ওর হাসি রোগ আছে।'

'রূপোদি, তুমি কিছু বলছ না কেন ? আজ কি নিয়ে করছ তোমরা ?'

'হজম।'

'কি হজম।'

'সব রকম হজম, খাদ্য হজম, কথা হজম, অপমান হজম, পয়সা হজম, হজমি হজম।'

'তাই না কি। আমার দিদার একদম হজম হয় না, দিদাকে কিছু বল না। এই যে হাত বাড়াচ্ছে।'

'হ্যালোও, ও মেয়ে, আমার যে কিছু হজম হয় না মেয়ে। তিন দিন আগে কাঁঠাল খেয়েছি আজও ঢেঁকুর মারছে। কি ওষুধ খাই বলো তো ! এত আম, এত পেয়ারা। চোখের সামনে সবাই খাচ্ছে, আমি শুধু বসে বসে দেখছি।'

'ও মাসিমা, এ হজম...।'

'এই দেখ, মাসিমা কি রে, আমি দিদিমা, সামনের ভাদ্রে একাশি হবে।'

'দিদিমা, এই বয়েসে হজম স্বাভাবিকভাবেই কমবে। কাঁঠাল আর খাবেন না, পেঁপে খান।'

'কি কথা। কাঁঠাল আমার প্রিয়। কাঁঠাল আমি খাবই। আমার বাগানের কাঁঠাল পাঁচ ভূতে সাবড়াবে আর আমি বসে বসে দেখব !'

'আমরা আপনার সঙ্গে আবার পরে কথা বলব দিদিমা, একটা গান বাজিয়ে নি।'

'গানবাজনা পরে হবে,' আগে হজমের কথা হোক। তোমরা কি জানো আমি হজমদার ফেমিলির মেয়ে। আমার ঠাকুরদা একশো কুড়ি বিঘে জমি খেয়েছিলেন, আর আমার বাবা কলকাতার দুটো তিনতলা বাড়ি খেয়েছিলেন।'

'জমি, বাড়ি খাওয়া যায় ?'

'বুঝলি না বোকার মরণ, বেচে মাছ মাংস ঘি লুচি রাবড়ি খেয়েছিলেন। শোনো আমি খাইয়ে বংশের মেয়ে ; কিন্তু বাবা কাঁঠাল হজম হচ্ছে না।'

'দিদিমা, আমাদের রূপা বলছে, আপনি কাঁঠাল বিট নুন দিয়ে খান। ছাড়ছি এখন।'

'রূপা এইবার কি হবে। একটা গান হোক, 'আজ তবে এইটুকু থাক বাকি খাওয়া হবে পরে।'

'এ গান কোথা থেকে পেলে সোনাদা, আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি কথা পরে হবে।'

'সে আমি জানি, ভাবছিলুম এইরকম একটা গান থাকলে ভাল হত—আজ তবে এইটুকু খাক, বাকি খাওয়া হবে পরে। ধূসর পেটের পথ, ভেঙে পড়ে আছে দাঁত, বহু দূর দূর যেতে হবে। রূপা একটা ফোন আছে মনে হচ্ছে। নেবে না কি ?'

'নাও।'

'হ্যালো'।

'হ্যাঁ, সোনাদা, রুপোদি, আমি দমদম থেকে নাদু ঘোষ বলছি. আপনাদের অনুষ্ঠান খুব ভাল হচ্ছে।'

'হচ্ছে !'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই কান খাড়া করে বসে আছি।

আমাদের কোর্ট-কাছারি সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বোন তো স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। যা অবস্থা, হাঁড়ি চড়বে না। সোনাদা একটা প্রশ্ন করি—মহাভারতে আছে না,ভীম লোহার ছোলা খেয়েছিলাম, সে ছোলা কি হজম হয়েছিল !'

'নাদুবাবু একটা > মান্য কথা জেনে রাখুন, গিলে খেলে হজম হয় না,চিবিয়ে খেলে হজম হবে, এখন দেখতে হবে ভীম চিবিয়েছিল, না গিলেছিল।'

'সোনাদা, আর একটা প্রশ্ন, উইপোকা যে বই খায়, সেই বই কি হজম করতে পারে ?'

'নিশ্চই পারে, অক্ষরসুদ্ধু হজম করে ফেলে। উই ঢিবি থেকেই তে অত বড় কবি বাল্মীকির জন্ম হল। ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের তুলনা নেই। রুপোদি কিছু বলুন। এত চুপচাপ কেন ?'

'আমার মন খারাপ।'

'কেন রুপোদি ?'

'আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্য ছিল যাওয়া হল না।'

'আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। আজ আমার মায়ের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। মাকে একটা গান উপহার দিতে চাই। বাজাবেন। মধুর আমার মায়ের হাসি।'

'ওটা তো ভাই মৃত্যুর গান। আমরা একটা অন্য গান বাজাচ্ছি।'

'কোনটা ?'

'রুণা লায়লা, সাধের লাউ বানাইল, হজমের টপিকস তো, লাউ আছে

ানাল আছে, চিংড়িটা দিয়ে দিলেই ফাসক্লাস লাউচিংড়ি।'

'হ্যালোও।'

'হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন।'

'পাব না মানে, আমার বাপ পাবে, অমন মেঘের মতো গলা। কোথা থেকে পেলে মানিক, ডোবায় থাকো বুঝি।'

'কে বলছেন ?'

'দাঁড়াও বাবা, নাম ভুলে গেছি। দু বোতল মেরে দিয়েছি, এরপরেও যদি নাম মনে থাকে, তাহলে আমি কেস করব। ভেজালের কেস। সুপ্রিম কোর্টে যাব, প্রিভি কাউনসিলে। শোনো শোনো মককেল, আমি গিরিশ। গিরিশ ঘোষ। নাম শুনেছ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল মাইরি। মা কালীর দিব্যি। আমি এখন যেখানে থেবড়ে বসে আছি, সেই গিরিশ পার্কে একবার সুট করে চলে এসো। কথা দিচ্ছি, স্কচ খাওয়াব। আমার মাটি থ্যাবড়ান অবস্থাটা একবার দেখে যাও। চোখ ফেটে জল আসবে। পাতালের দৈত্যরা আমার বাগানের বসন্ত কেড়ে নিয়েছে। মাইকেল, বিদ্যাসাগরের চেয়ে কাহিল অবস্থা। উঠে চলে যাব, সে উপায় নেই। বেদিতে ফিক্স করে দিয়েছে। তোমার নামটা যেন কি !'

'সোনা।'

'সঙ্গের মেয়েটি।'

'রূপো।'

'আহা ! সোনার কাটি, রূপোর কাটি।

রাজকন্যের ঘুম ভাঙাও। আচ্ছা ব্রাদার বলতে পারো, কে আমার স্টারে আগুন দিয়েছে ? আচ্ছা যাক, ওটা তোমার লাইন নয়. আমি দেবেন্দ্রবিজয়কে জিজ্ঞেস করব। সোনা মাস্টার, ওই যে ইন্দুবালা ফোন করেছিল। কাঁঠাল কাঁঠাল। কাঁঠালকে বলে দাও, একটা গোটা কাঁঠাল না খেলে হজম হবে না। ওর মধ্যে একটা হজমি কোয়া থাকে। বাই !'

'রূপা, আজ অবস্থা কাহিল। কোনো গানই তো শোনানো যাচ্ছে না।'

'তুমি লাউটা ঝুলিয়ে দাও না।'

'ওই নাও, আবার ফোন। রূপা এবার তুমি ধরো।'

'হ্যালোউ।'

'অ্যায় রূপা ফ্রিজের চাবি কোথায় রেখেছিস ?'

'মরেছে। আমার ব্যাগে।'

'আমার ব্যাগে ! আমরা সব উপোস করে থাকি।'

'রূপা গানটা চাপাই, সাধের নাউ ! আবার ফোন। হ্যালো।'

'এই যে, বকবকটা বন্ধ করো না মানিক। মানুষকে একটু ঘুমুতে দাও।'

'আপনার হাতেই তো যন্ত্র, অফ করে দিন না।'

'তাহলে কি আর পয়সা খরচ করে ফোন করি ! যন্তর আমার বউয়ের হাতে। মশারির মধ্যে যন্তর সমেত সেঁধিয়ে গেছে।'

অনুরোধ করুন না।

'অনুরোধ। ভুঃ। মাল চেন না। জীবনে যে একটা কথাও শুনল না, সেই এই অনুরোধ শুনবে।

আচ্ছা ছোকরা, তোমাদের আজকের টপিকস তো হজম !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বউ হজমের কোনো দাওয়াই জানা আছে ?'

আর ভালোতে কাজ নাই

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যা নোটফোট ছেপেছিল সবই এখন প্রাইভেট কালেকসানে। হয় মন্ত্রীদের স্যুটকেস না হয় চামচাদের তোশকের তলায়। সাধারণ মানুষের চাল, ডাল, তেল, নুনের বাজার ফাঁকা। এ এক ধরনের শবসাধনা অবশ্যই। নীতির শবের ওপর বসে দুর্নীতির সাধনা। বুলি কপচানর খামতি নেই। দেশকে আগে বাড়াতে হবে। দেশপ্রেমী হতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বন্ধুগণ। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। অর্থই নেই ত অর্থনীতি। শেয়ার কেলেঙ্কারি বফর্স, হাওলা, ইউরিয়া, গাওলা, হাউসিং স্ক্যাম, লেটেস্ট, সুখরাম। হায় রাম!

স্বাধীনতার পঞ্চাশ। সাতচল্লিশের অনেকেই ওপরে। বিপ্লবীর দেহমুক্ত। মেমোরিয়াল চুরমার। অন্য সব স্বাধীনদেশের পতাকা ওপরে ওঠে, আমাদের রাজ্যে নিচের দিকে ওঠে। দড়িদড়া কপিকল-টপিকল নিয়ে কর্ণধারের ব্রহ্মতালুতে। এখানে পতাকা উলটে যায়, নিচের রঙ ওপরে, ওপরের রঙ নিচে। ভাগ্য ভাল চক্রটা গোল। পতাকা ডাণ্ডা নিয়ে শুয়েও পড়ে। সেই শায়িতকে ঘিরে সঙ্গীত,

বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে

হালফিল হয়ে গেল ক্রীড়া মহাসভা। ভারত! বাহান্নজন প্রতিযোগীর মধ্যে ভারতীয় বীর বাহান্নতম। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগী ঘোড়া সমেত হোঁচট খেয়ে পপাত। ঘোড়া চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। ভারতীয় টিভি দর্শকরা উৎকণ্ঠিত, উঠতে পারবে ত! উঠতে পারবে ত! উঠেছে উঠেছে তালি বাজাও, তালি বাজাও। বীর ভূমি শয্যা ছেড়ে উঠেছেন। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে। তারপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, হোয়াট এ বিউটিফুল স্মাইল! পদক না জিততে পারি, পড়ে গেলে কোনো রকমে উঠে দাঁড়াতে পারি। এই তো আমার পদক! 'The Murphy Philosophy' দর্শনটা কি?

Smile...tomorrow will be worse.

হেসে নাও, কাল আরো কেলেঙ্কারি হবে।

পড়বে আর উঠবে না।

'মারসিস ল' আরো বলছে—Everything goes wrong all at once. সব কিছু একই সঙ্গে গড়বড় হয়ে যায়, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। তাহলে কি হবে!

'মরফিস ল' বলছে, (১) যদি দেখ, সব কিছু গেঁজে গেলে তোমার খুব ক্ষতি হবে, তাহলে সাবধান হও, (২) যদি দেখ কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে আরামসে বসে থাক, (৩) যদি দেখ লাভ হবে, তাহলে ত কোনো কথাই নেই, আরামে নিদ্রা যাও, (৪) যদি দেখ, If it doesn't matter, it does not matter. তুমি আদার বেপারি তোমার জাহাজের খবরে কি দরকার! দিল্লি দিল্লিতে আছে, পশ্চিমবাংলা পশ্চিমবাংলায় আছে। তুমি তোমার কুঠিয়ায় হাঁচি, কাশি, বাত, বেদনা নিয়ে বেঁচে আছ, একদিন পটল তুলবে! শেষ মাসে তোমার ট্যাঁকে একশোটা টাকাও থাকে না, সুখরামের হোল্ডঅল থেকে এক কোটি টাটকা কড়কড়ে নোট বেরোয়। কয়েকদিন তিহার তীর্থে সুখে বসবাস করলেন তিনি। ভারতবর্ষে আর কিছু না থাক বড় বড় ধামা আছে। সেই ধামার তলায় সব মামা চাপা পড়ে যাবে। ধামাচাপা আর ধামা ধরা, পঞ্চাশ বছরে এই দুটি পেয়েছি। মর্ডান আর্টের মতো ধামা আর্ট।

শপেনহারের 'ল অফ এনট্রপি' কি বলছে দেখা যাক,

If you put a spoonful of wine in a barrel full
of sewage, you get sewage.
It you put a spponful of sewage in a barrel
full of wine. you get sewage.

এক ড্রাম নর্দমার জলে এক চামচে মদ, কি পাব! নর্দমার জল। আর এক ড্রাম মদে এক চামচে নর্দমার জল, সেই একই পাওনা—নর্দমার জল! নর্দমা নাশ না করতে পরতে পারলে আশা নেই কিছু।

পঞ্চাশ বছর ধরে আশা করেছি অনেক। আশা আর ভঙ্গ আশা, এই হতে হতে আমরা আপাতত হার্ডম্যান, অনেকটা হার্ডওয়্যারের মতো। লোহা লক্কড়ের টুকরো। পাথরের স্থির চোখের মতো, পাথুরে মন। কোনো কিছুতেই কিছু আর হয় না। হাওড়ার জনবহুল পথে বেলা বারোটার সময়, থানার অদূরে মানুষের মুণ্ডু কেটে গেণ্ডুয়া খেলা। বর্ধমানে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে ডজনখানেক লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলা! আমরিকি

ায়দায় রেপ অ্যান্ড মার্ডার আকচার, যেন ব্রেড অ্যান্ড বাটার। কি শিক্ষিত, ক অশিক্ষিত বধূ নির্যাতন এখন জলভাত। নির্যাতনের টিমে, স্বামী, ননদ, াশুড়ী, ভাসুর, এমনকি শ্বশুরবাড়ির অ্যালসেসিয়ান কুকুরও। যাও কুকুর ধূকে কামড়ে এস। সুন্দর সাজানো বাড়ি, প্লেয়ারে রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরঘরে েবতা, দেয়ালে গুরুদেব, প্রেসারে মুরগি বইয়ের র‍্যাকে গীতা, গীতার াখ্যা, আলনায় সভ্যতার সাজঘর, ড্রেসিং টেবিলে পমেটম, বগলে মারার াাঁসফোঁস, বাসিন্দা কারা ? চতুষ্পদ আর দ্বিপদ কুকুর। কুকুরদের মধ্যে সক্সওয়ার আছে, বধূনির্যাতন নেই।

এই সব মানুষ কোর্টকাছারিতে, বাসে ট্রামে ট্রেনে। গণতন্ত্রের কীট। েদেরই বক্তৃতা, এদেরই গবেষণা এদেরই শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য-গীত। ণতন্ত্র এখন গণযন্ত্র এখন বনতন্ত্র। লেখা ছিল, জীবে দয়া। অ্যাডভান্স ব থেকে ভ-এ গেছি, জিভে দয়া। নিজে খাব, পরব, ভোগ করব।

১৮৮৪ সাল ৬ ডিসেম্বর। ১১২ বছর আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবিরলাল সনের বাড়িতে আর এক ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত মানুষটিকে কিঞ্চিৎ বাজিয়ে দেখছেন কি বোল বেরোয় !

—'আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি ?'

বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বলছেন, 'আজ্ঞা,তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এঃ। তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। তুমি যা রাতদিন করো, তা তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেকুর ওঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, আর ওই কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ! কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়।'

এ যুগের এই তফাত। ১১২ বছর আগে রাস টেনে ধরার অভিভাবক ছিলেন, একালে নেই। পড়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার, শ্রীরামকৃষ্ণ অবর্তমান। কাম কাঞ্চনের অ্যায়সা টান !

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল।' দুজনেই সকালের গ্রেট ম্যান। যদুলাল পাথুরিয়াঘাটার মতিলাল মল্লিকের দত্তক পুত্র। ধনী, বাগ্মী, ভগবদভক্ত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। সরকারী কর্মচারিদের কঠোর সমালোচনার কারণে চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দি ফাইটিং কক।'

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার, দানবীর, বিদ্যোৎসাহী, 'মহারাজা' উপাধিপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক।

যদুলাল মল্লিকের বাগান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে। একেবারে গায়ে গায়ে। এখন সেখানে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস। সেই বাগানে তিনজনের সাক্ষাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনায় :

'যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কর্তব্য কী? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন। তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, তুমি কিরকম লোক গা। যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছ?

যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি— এ-সব কিছু মনে হয় না! আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে! যতীন্দ্র একটু পরেই, 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।'

সহ্য হল না।

শতাধিক বর্ষ পরে আমরা কি দেখছি, অবস্থা সেই এক, আরো খারাপ। কাম আর কাঞ্চনের ডিসকো ড্যান্স। মূল্যের অতুল চাষ, অবিরত উদগার। হলিউডে অভিনেতাদের কামাসক্তি ড্রাগের আসক্তির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। American doctors fear that men are succumbing more and more to hedonist pleasure seeking, with little regard for morals. কারণ, এ বস্তু যতই বাড়াবে তুমি তত যাবে বেড়ে। সেখানে ক্লিনিকের পর ক্লিনিক খোলা হয়েছে। The treatment is extremely expensive, costing between $ 10, 000 to $ 13.000 for a month.

ত্রৈলোক্যবাবুর গল্প। ডমরুধর দেবী দুর্গাকে প্রসন্ন করার জন্যে তেড়ে শাঁক বাজাচ্ছে। ফুঁ-এর উল্টো ধাক্কায় ডমরুধরের অর্শের বলিটি বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় কাতর। আর ঠিক সেই সময় মা সামনে আবির্ভূতা— বলো, ডমরু, কি বর চাই?

—কিচ্ছু চাই না মা, তুমি আমার ওইটা আবার ভেতরে সাঁদ করিয়ে দাও।

সভ্যতার, প্রগতির, বৈষয়িকতার, ভোগের শাঁক তেড়ে বাজাতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে বলি। কাতরাচ্ছে। দেবি। প্রসীদ। ঢুকিয়ে দাও মা। আবার সেট করে দাও। খুব হয়েছে।

মান অপমান

যে দিন পৃথিবীতে প্রবেশ করলুম সেই দিন থেকেই শুরু হল অপমানিত হওয়ার পালা। পদেপদে অপমান। অপমান আমাদের জীবনসাথী। পারস্পরিক ব্যাপার। হয় আমি অপমান করব, না হয় কেউ আমাকে করবে। হয় আমি কারোকে কাটাকাটা বাক্যবাণে জর্জরিত করব, না হয় কেউ আমাকে অপমান করবে। পৃথিবী থেকে নিস্ক্রান্ত হওযাব মুহূর্তেও শরীরে লেগে থাকবে একটা জ্বালা, মনে একটা ক্ষোভ, জীবনের হাতে কি জুতোপেটাই না খেলুম! উঠতে কোস্তা বসতে কোস্তা!

যখন অবোধ শিশু, কান্নার পর্যায়ে আছি, তখন কেউ না কেউ বলেছে, চেল্লাচ্ছে দেখ, কানের পোকা বের করে ছাড়বে। এই কে আছিস, দুর করে বাইরে ফেলে দিয়ে আয় জানোয়ারটাকে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মা বলেছেন, কেঁদে না মরে গিলে মরো না। এই শয়তানটা আমার হাড়-মাস কালি কালি করে ছাড়লে। মাঝে মাঝে মনে হয় গলা টিপে শেষ করে দি! পুত্রের অপমান পিতাতেও সময় সময় বর্তাত, যেমন বাপ তার তেমন ছেলে। বাপ বকাসুর, ছেলে ঘটোৎকচ।

জ্ঞান হল। পড়তে বসলুম। অক্ষরের জগৎ, সংখ্যার জগৎ। একই 'ইউ'। আমব্রেলার আগে 'অ্যান' ইউনিভার্সিটির আগে 'এ'। শুরু হয়ে গেল, খ্যাচাখেচি ধস্তাধস্তি। এ, অ্যান, দি, দ্যাট, হ্যাজ, হ্যাভ, ইজ, অ্যাম, আর। বলো, পীড়িত বানান কি! লেখো লেখো স্লেটে লেখো। আহা, মানিক আমার। দ্যাখ, দ্যাখ, দুটোতেই দীর্ঘ ঈ মেরে বসে আছে। একটু বেশি পীড়া। ট্রিটমেন্ট করে পরের দীর্ঘটা ছাড়তে হবে। এই উসকো কান পাকাড়কে ইধার লাও। এই ই, ঈ, উ, ঊ-এব ঠেলায় বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে দুসুতো বড হয়ে গেল। যতদিন না গোঁপ গজালে, ততদিন প্রহরে প্রহরে প্রহার আর নির্বিচাব টানাটানি। ভূপতিত আর ভূপাতিত, কি তফাত! বল গাধা! দশ সের সরু চালে কুড়ি সের মোটা চাল পাইল করে পাঁচসিকে সের দরে বিক্রি করলে লাভ কত হবে!

হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি দেখলে ওরে বাঁদর সারাটা জীবন যে রিকশা টানতে হবে! এবম্বিধ তিরস্কারের পর এমন অঙ্ক কষলুম, পুত্রের বয়স পিতার চেয়ে দশ বছর বেশি হয়ে গেল। শিক্ষকমহাশয় এক হাতে ডাস্টার এক হাতে বেত নিয়ে রুদ্রনৃত্য শুরু করলেন। বিনীতভাবে যেই বলেছি, স্যার! এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন সামান্য ব্যাপারে! উলটে নিলেই তো হয়, যার বয়েস বেশি সে পিতা, যার বয়েস কম সে পুত্র। সঙ্গে সঙ্গে গাধার টুপি হাতে ছুটে এল স্কুলের দারোয়ান। গাধাটার মাথায় চাপা। জিভ বের কর, কান ধর। শুরু হল স্কুল পরিক্রমা। দৃশ্য দেখে পণ্ডিতমশাই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, ঘোর কলি! এরপর দেখবে, মেয়ের গর্ভে মা জন্মাবে!

এরপর চাকরি। পাহাড়ের যেমন চড়াই উতরাই থাকে, মাঝে মাঝে উপত্যকা বিস্তীর্ণ। সেইরকম চাকরি জীবন হল অপমানের উপত্যকা। দশটা থেকে পাঁচটা অপমানের তাঁবুতে সার্কাসের খেলা। বড় প্রভু, মেজপ্রভু, ছোট প্রভু, প্রভুর প্রভু, যার কাছেই যাওয়া যাক, সেই বুঝিয়ে দেবে তুমি অন্নদাস। প্রতি মুহূর্তে বোধ হবে, ওরে পেট তোর জন্যে করি আমি মাথা হেঁট।

তুলসীদাস একটি বাস্তব পরামর্শ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন,

তুলসী উঁহা যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই।
মান ঘাটে, মন্ মরে, রামকো স্মরণ হোই ॥

হে তুলসি! যেখানে গেলে তোমাকে কেউ আদর করবে না, তুমি সব সময় সেইখানেই যাবে। কেন যাবে! সেখানে যাবে এই কারণে, উপেক্ষা আর অপমানে তোমার মন অহংকারমুক্ত হবে, মরমে মরে যাবে, আর তখনই তোমার মনে জগৎপিতার চিন্তা আসবে।

কি ভাবে মানুষকে অপমান করা যায়, তারও একটা শাস্ত্র আছে, সেটাও একটা আর্ট। গ্রাম্য মানুষ গোদা গোদা গালাগাল দেবে, আর বড় মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী মানুষ, তাঁদের কায়দাটা অন্যরকম। সূক্ষ্ম, কিন্তু ভয়ঙ্কর। ছুরি মারলে রক্ত বেরোবে। সেরে গেলে স্মরণে থাকবে না। বাক্যের চোট সাংঘাতিক। মনে রক্তপাত। কোনো ওষুধ নেই। বাক্যের খোঁচা অতি ভয়ঙ্কর। তুলসীদাস বললেন, 'মারে শব্দেসে।'

আর্টিস্টিক অপমানের নমুনা :

হুইস্টলার ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ততোধিক বিখ্যাত ছিল তাঁর মুখ। ছবি আঁকার ক্লাসে এক ছাত্রীকে প্রশ্ন করলেন,

'তুমি ন্যু ইয়র্ক থেকে এসেছ ?'

'ইয়েস স্যার !'

'দেখি কি আঁকলে ?'

মেয়েটি ক্যানভাস নিয়ে এগিয়ে এল। শিল্পগুরু দেখে প্রশ্ন করলেন,

'হাতটা আঁকলে লাল রঙে, কনুইয়ের কাছে সবুজ ছায়া মারলে কোন আক্কেলে ?'

'স্যার, আমি যা দেখি, যেমন দেখি, ঠিক সেইভাবেই আঁকি।'

শিল্পী বললেন, 'বেশ বেশ, খুব ভাল, বাট মাই ডিয়ার দি শক উইল কাম হোয়েন ইউ সি হোয়াট ইউ পেন্ট।' যা দেখ, তাই আঁক, অতি উত্তম কথা, তবে নিজের আঁকা ছবি যখন দেখবে তখন ভিরমি যাবে।' ক্লাস ভর্তি ছাত্র ছাত্রী। মেয়েটির মাথা হেঁট।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস। অধ্যাপক সকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, 'তোমার নাম ?' নাম বললুম। 'নিবাস ?' বললুম, 'বরাহনগর'।

অধ্যাপক রসিকতা করলেন, 'আশাকরি তোমার থেকে তোমার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই !' সামনে সারিতে ছাত্রীরা। তারা আমার এমত হেনস্তায় খিল খিল করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তর, 'আজ্ঞে না স্যার, বরাহরা আমার তালুকের প্রজা। আমি নগরপাল মাত্র।'

জন ড্রাইডেন, আমাদের পরিচিত নামকরা কবি। ছাত্রজীবনে সকলেই পড়েছে ড্রাইডেন। ড্রাইডেন খুব পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর নিভৃত স্টাডিতে সারা দিন বই মুখে নিয়ে বসে থাকতেন। একদিন তাঁর ক্ষুব্ধ স্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলছেন, 'লর্ড মিস্টার ড্রাইডেন, সারা দিন ওই পুরনো পুরনো বইগুলো নিয়ে অমন মশগুল হয়ে থাক কি করে ! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা বই হয়ে যাই, তাহলে খানিক তোমার সঙ্গ পাওয়া যেত !'

কবি উত্তরে বললেন, 'বই হবে, তা বেশ ভাল কথা ! একটাই অনুরোধ, বই যদি হও, তো একটা পাঁজি হয়ো, তা হলে বছর বছর পালটাতে পারব।'

বিখ্যাত লেখক, সমালোচক কারলাইয়ের কথা আমরা জানি। কারলাইয়ের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। সকলেই তা জানতেন। লাগাতার দ্বন্দ্ব। স্যামুয়েল বাটলার একদিন বলে বসলেন, 'ঈশ্বর

করুণাময় ! কী ভালই না করেছেন দু'জনের বিয়ে দিয়ে। তা না হলে চারজনের জীবন অতিষ্ঠ হত।'

কী ভাবে ! দুজনেই সমান। কারলাইল যদি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করতেন, আর শ্রীমতী কারলাইল যদি অন্য একটি পুরুষকে বিয়ে করতেন তাহলে চারজনের জীবনেরই বারোটা বেজে যেত !

স্যার থমাস বিচাম ছিলেন একজন বাদক ও সংযোজক। একটা কনসার্টের জন্যে বিভিন্ন বাদকের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এক যুবতী চেলো বাজাচ্ছে। বিচাম তাকে একটি টুকরো বাজাতে দিয়েছেন। বিচাম লক্ষ্য করছেন, মেয়েটি অনেকক্ষণ লড়াই করে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। যাই হোক কোনো রকমে শেষ করে মেয়েটি প্রশ্ন করল,

'এরপর কি করব স্যার ?'

বিচাম বললেন, 'গেট ম্যারেড !' আর কিছু করতে হবে না। বিয়ে করে ফেল।

লুই দ্যা ফোরটিন্‌থ-এর রাজত্বকালে ফ্রান্‌স আর ইংল্যান্ডের সম্পর্ক ভেতরে ভেতরে খুবই তিক্ত ছিল, কারণ ধর্ম। ক্যাথলিক উগ্রতা, পোপের ক্ষমতা, ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টদের কাছে অসহ্য মনে হত। এক ইংরেজ এসেছেন রাজদরবারে। রাজা লুই তাঁকে নিয়ে গেছেন রয়াল আর্ট গ্যালারিতে। অতিথিকে দাঁড় করিয়েছেন একটি ছবির সামনে। লুই জানতেন ছবির সামনে দাঁড়ালেই যে কোন প্রোটেস্টান্ট বেশ একটু ধাক্কা খাবে, আর সেইটাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রাজা বলছেন, 'এই হলেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু। আর ডানদিকের ছবিটা হল পোপের, আর বাঁদিকেরটা আমি। অতিথি বললেন, "I humbly thank your majesty for this information. আমি প্রায়ই শুনতুম, আমাদের প্রভুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তখন তাঁর দুপাশে দুটো চোর দাঁড়িয়েছিল। আমি এই ছবিটা দেখার আগে পর্যন্ত জানতুম না, সেই চোর দুটো কে কে ! এখন জানা গেল ইওর ম্যাজেস্টি। ধন্যবাদ !'

বিখ্যাত ডঃ জনসন যে কোনো কারণেই হোক নারী-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন। সকলেই তা জানত : তিনি মনে করতেন, মেয়েরা সব মহানির্বোধ। একদিন বিরক্তিকর রকমের বাচাল এক মহিলা জনসনকে পাকড়েছে। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ছে না। মহিলা এক সময় প্রশ্ন করছে,

'ডকটর, শুনেছি, আপনি না কি মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করেন !'

জনসন বললেন, 'ম্যাডাম ! আপনার ধারণা খুব, খুব ভুল। আমি নারীর সঙ্গ খুবই পছন্দ করি, তাদের সৌন্দর্য, প্রাণচাঞ্চল্য এবং তাদের নীরবতা। আই ভেরি মাচ লাইক দেয়ার সাইলেন্স।'

তুলসীদাসজির একটি দোঁহা আছে :

ভাট্‌কে ভালা বোলনা চল্‌না বহুকে ভালা চুপ।
ভেক্‌কে ডালা বর্ষাবাদর, অজ্‌কে ভালা ধুপ ॥

যারা ভাট, তারা অনেক কথা বলবে, বহু পথ চলবে, কিন্তু বধূরা স্বল্পভাষী হবে। সেইটাই শোভন। সেইটাই কাম্য। ব্যাঙের কাছে যেমন বর্ষা, ছাগলের কাছে যেমন রোদই আনন্দের কারণ। নারীর নীরবতা অন্যতম একটি সৌন্দর্য ! জনসন সেইটিই বললেন, I like their beauty. I like their vivacity, and I like their Silence.

জনসন আর ডিকেন্স দুজনেই খুব মজার ছিলেন। কথা দিয়ে কামড়াতে পারতেন মোক্ষম। এক উচ্চাকাঙ্খী তরুণ লেখকের পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেন জনসন এই মন্তব্য লিখে, your manuscript is both good and original. But the part that is good is not original and the part tha is original is not good. চার্লস ডিকেন্সের কাছে একটি কবিতা সংকলন এল, নাম 'Orient Pearls at Random strung'। ঔপন্যাসিক ছোট্ট একটি চিরকুট লিখলেন কবিকে—Dear Blanchard, Too much string. yours C.D.

দ্বারে বসে মহাকাল

মেঘ নিয়ে, জল নিয়ে, পাতা নিয়ে, রোদ নিয়ে, পাখি নিয়ে, পাখির ডাক নিয়ে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত নিয়ে মধ্যযুগীয় আদিখ্যেতার কাল শেষ হয়ে গেছে। আকাশ আকাশে আছে। সেখানে দিবসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মার্তণ্ড দেব, প্রখর দীপ্তিতে সব গ্রাস করে বসে থাকেন। তাঁর ব্রেকফাস্ট হল হাফ বয়েলড চন্দ্র। লাঞ্চ হল গ্রহ নক্ষত্র। ডিনার হল অন্ধকার। রাতের আকাশ বাগানে তারাদের ফুল ফোটে, ফসল ফলে, ধূমকেতু ঝাড়ু দিয়ে সাত করে, ছায়াপথ যেন সেচের খাল, কোনো এক দুষ্টু ছেলে মাঝে মাঝে উল্কার পাথর ছুঁড়ে তারা পাড়তে যায়। শুকতারা ডাগর চোখে ভোরের আকাশে জেগে থাকে সূর্যসম্রাটের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে নদীরা সব জেগে ওঠে। হিমকুট সেজে ওঠে সোনার মুকুটে। সম্রাটের আসনের চারপাশে প্রজাপতি বালিকারা নাচ দেখাতে আসে। পেঁচা কোটরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, রাবিশ। বাদুড় ঝুলেপড়ে নতমুখী সাধনায়। কিরণ প্লাবিত আকাশ দেখব না। হেঁটমুণ্ডে আঁধারের প্রতীক্ষা।

আকাশ আকাশে আছে, ভূমিতে আছে প্রজা। কোটি জঠরের ক্ষুধা নিবারণে ধরিত্রী উচ্চ উর্বরা। নদী সেখানে কবিতা নয় সেচের বাহু, তৃষ্ণার জল, অকৃপণ আকাশ বর্ষণে বন্যার বিভীষিকা। বৃক্ষ সেখানে ছায়া নয়, জনপদের শত্রু। ইন্ধন অথবা ইমারতের আসবাব। পাখির জন্যে প্রস্তুত শত খাঁচা, ব্যাধের গুলি। মুরগি মানেই রোস্ট। দুম্বা মানেই রেজালা।

ছাগলকে বললুম, কি সুন্দর সবুজপাতা।

ছাগল আধবোজা চোখে হুঁ হুঁ শব্দ করে বললে, ভেরি টেস্ট ফুল! মশমশ করে চিবোতে লাগল। নিমেষে পত্রশূন্য কাণ্ড!

বাঘকে বললুম, কী সুন্দর হরিণ!

বাঘ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় কোথায়! জঘনে একটু

দাঁত বসিয়ে টেস্ট করে আসি। সে কী যুবতী। একটু আগে বৃদ্ধ একটি বলদ সেবা করে তেমন স্বাদ পেলুম না!

ইঁদুরকে বললুম, দেখেছ জ্ঞানেশ্বরী গীতা। অপূর্ব স্বাদ!

ইঁদুর বললে, কী ভাবে খোল! আমি কাল রাতে একবার চেষ্টা করেছিলুম। মলাট দুটো বড় শক্ত। দেখি দাঁতে শান দিয়ে আসি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা॥

আমাদের ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, সৎ, অসৎ, দয়া, হিংসা, রৌদ্র-ছায়ার এই পৃথিবী। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা অতি সুন্দর। তিনি বলছেন, "তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয়—ঈশ্বর—মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এত ওজনে ছিল। খোলটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধহয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরাই নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভাল-মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।"

বাজারে ভীষণ গণ্ডগোল। মাছ বিক্রেতার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বিষম কলহ। আমরা শ্রোতা। কাটা পোনা সাতশো ওজন করিয়েছেন। বলেছেন আঁশ ছাড়াও। ফের ওজন কর। ছশো গ্রাম। ভদ্রলোক ছশোর দাম দেবেন। আমি মাছের দাম দেবো, আঁশের দাম দোবো কেন? কিছুতেই বুঝছেন না, মাছ মানে, মাছ আর তার আঁশ। সম্পূর্ণ একটি ব্যবস্থা। মাছ নিলে মাছের আঁশ, আঁযটে গন্ধ সবই নিতে হবে।

জগৎকারিণী শক্তির মানাভাবে, নানা দিকে প্রকাশ। চণ্ডীতে দেবতারা সেই শক্তির স্তব করছেন, অতিসৌম্যতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ। বিদ্যারূপে তিনি অতি সৌম্যা, অবিদ্যারূপে অতিরৌদ্রা। আগমশাস্ত্রে তিনি বিষ্ণুমায়া। বরাহপুরাণমতে এই বিষ্ণুমায়া মেঘ, বৃষ্টি ও শস্যের উৎপত্তির কারণ। জীবের চেতনা তিনি। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ছায়া, শক্তি, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতা। তিনি প্রান্তি। তিনি সব কিছু।

বর্তমানকালে অবিদ্যামায়ার খেলা চলেছে। একটা কুয়াশা নেমেছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। পথ হারিয়েছে। পৃথিবী হেলে গেছে। একটা কথাই বড় হয়েছে, ধান্দা। কি চাই জানি না। মারছি, গুঁতো, মারছে গুঁতো। এই গুঁতোগুঁতিতে অবশেষে মাথায় না শিং গজিয়ে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদভাগবতে আছে—অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাকে তাকে ঘিরে ফেললে, যেদিকে চিল মাছ মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।"

একালের মানুষকে একটি শিক্ষাই দেওয়া হয়, ভোগ করো। তুমি ভোগ করার জন্যেই এসেছ। তোমার দুটো পা। একটা ভোগ আর একটা দুর্ভোগ। হাঁটি হাঁটি পাপা করে করবে। খেল খতম, পয়সা হজম। যে শিক্ষা তোমাকে পয়সা উপার্জনের পথে বাতলাতে পারবে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। বাড়ি, গাড়ি, লকারে সম্পদ, ক্ষমতার চেয়ার, তারপরে না হয় ছাতে উঠে একবার বললে, আহা! এমন চাঁদের আলো/ মরি যদি সেও ভাল/ অর্থাৎ তুমি চাঁদের আলোয় অভিভূত হওয়ার সঙ্গতি অর্জন করেছ। বেকার হাঁ করে আকাশ দেখছে কোলে পড়ে আছেন জীবনানন্দ। কবিতার এক একটি লাইনে পুলকিত শিহরন :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা ; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝ'রে যায়

বাতাস ঝাড়িছে ডানা—না, বউদি ঝাড়িছে শাড়ি, কর্কশ কণ্ঠ।

হরিণের গাত্র চিত্রিত ; কিন্তু বহুশাখশৃঙ্গ অতিশয় কঠিন। 'এই যে, দাদার হোটেলে টেরি বাগিয়ে বসে আছ, একটু গতর নাড়িয়ে যাও না, গ্যাসটা লিখিয়ে এস। একটা মানুষ কতদিক একা সামলাবে ! দয়া, মায়া, লজ্জা, সব গেছে না কি !' দুম, দুম।

আকাশের মতো উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল বেকার যুবক সাকার দাদার সহধার্মিণীর দিকে। তাঁর হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকিতে গৃহ উত্তাল। তিরিশটি ইন্টারভিউতে ব্যর্থ বীর বোঝে না, ভবিষ্যৎ কোথায় :

ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়-ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

ঝাং। বাসন পড়ার শব্দ। কাজের মহিলার সঙ্গে প্রভাতী সংকীর্তন। কাটা ঢেঁড়স, ফালা বেগুন, রং মাখা পটল সুন্দরী, চিৎপাত একটি মাছের মৃতদেহ, খবরের কাগজমুখে আড় হয়ে শুয়ে থাকা গৃহের সাকার কর্তা, রুক্ষ চুল, শালোয়ার কামিজ পরা তরতরিয়ে বেড়ে ওঠা বোন, যার আর এক পরিচয় চলমান দুশ্চিন্তা, দেয়ালে ঝুলে থাকা পরিবারের নাটের গুরু পিতার ধূসর চিত্র। তারই তলায় জ্বলজ্বল দাদা-বউদির ছবি—মুসুরির পাহাড়ের বিয়ের পর তোলা। সে চেহারা আর এ চেহারায় মিল নেই। ক্ষয়ে যাওয়া নায়িকা এখন তিবিরক্ত ধূমাবতী। নায়ক মধ্যভাগ সর্বস্ব একটা পুঁটলি। নবাগত শিশুটি শৈশব হারান ভীত এক মনুষ্যশাবক মাত্র। তেল যত পুড়ছে খেলা তত জমছে না।

গোটা পৃথিবী কেমন যেন ভ্যাবাচেকা মেরে গেছে। আকাশ ভয়ে আর মুখ খোলে না, মেঘের আঁচল টেনে রাখে। মাঝেমধ্যে আঁচল সরিয়ে রোদ যখন তীর মারে, বড় তীক্ষ্ণ, কর্কশ। ধুলো, আর ধোঁয়ায় সবুজ পাতা মরোমরো। ফুল ফোটে কোনোরকমে সুবাস হারা। মানুষের সংগ্রাম চলেছে অসংখ্যের জীবনধারণের জড়াজড়ি সঙ্গে। সুর ভুলে সব অসুর। দেবতাদের যুগ শেষ। স্নেহ এখন তেলে। মানুষের অদৃশ্য নিরাকার মনে জোড়া জোড়া বিযাক্ত হুল। বাক্যের দংশনে বিযাক্ত তরল, বল্লমের খোঁচা। পায়ে পা রেখে তুমুল ঝগড়া। সন্দেহ, ঘৃণা। বাপ বললে শালা ! সূক্ষ্ম নির্যাতন। একদল মৃতমন নরনারীর ওপর দিয়ে অট্টহেসে মহাকাল চলেছে। পিঠে তার শূন্য ঝুলি। 'কী দিলে তোমরা জীবনের

উপহার!' বীর কোথায়, কোথায় প্রেমিক, জ্ঞানী কোথায়, কোথা তোমাদের শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদেশিনী নিবেদিতা!

মহাকাল ঘণ্টা বাজায়, আমরা বসে বসে বানাই ছ্যাঁচড়া। ভাবি এইটাই জীবন। নদী নদীতেই আছে, হৃদয়ে যমুনা হয়ে আসে না। যন্ত্রের ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কানে আর আসে না। বিশ্বাসের বিশাল শবদেহের ওপর বসে জীবনের বনভোজন। নীল নিদ্রায় খুলে যায় না স্বপ্নের সোনার জগৎ। কেউ কি আর প্রার্থনা করে :

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥

তবে সংস্কার কী সহজে মরবে! সংস্কারে আছেন কমলাকান্ত :
যখন যেরূপ মাগো রাখিবে আমারে সেই সুমঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে
বিভূতিভূষণ কিংবা রতন মণি-কাঞ্চন, তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসনে
সম্পদে বিপদে অরণ্যে বা জন-পদে মান অপমানে কিংবা রিপুকারাগারে।

ছদ্মবেশী

তখন আমি কিশোর। স্কুলেও ভর্তি হইনি। বাড়িতেই চলেছে শিক্ষার তালিম। সেকালের নিয়ম ছিল, বাড়িতে ভিতটা একটু শক্ত করে স্কুলে পাঠানো। সেই কারণে আমাদের জীবনে, মাঠ ছিল. দুপুর ছিল, রোদে পোড়া আকাশ ছিল, ফড়ফড়ে ঘুড়ি ছিল। দুপুরে বড়দের বিশ্রামের অবকাশে কুলুঙ্গি থেকে বয়াম খুলে আচার চুরির উত্তেজক আনন্দ ছিল।

আমাদের বাড়িটা ছিল পুরনো। বলা হত ডাচদের কুঠিবাড়ি। কেউ কেউ বলত ভূতের বাড়ি। মোটা মোটা দেয়াল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা লম্বা গরাদ বসানো জানলা। চারপাশে গাছপালা ঝোপঝাড়। রাত্তিরবেলা হারিকেনের আলোয় এ মহল থেকে ও মহলে যেতে, ভয়ে গা শিরশির করত। মাঝরাতে ছাতে নানারকম শব্দ হত। পেঁচা ডাকত প্রহরে প্রহরে।

সে বেশ মজার কাল ছিল। ভয় আর কল্পনা জড়ানো সরল শৈশব। একদিন দুপুরে দেখি জানলার বেদিতে এক মুঠো খুচরো পয়সা পড়ে আছে। যোগ, বিয়োগ, গুণভাগ করতে করতে নজর হঠাৎ সেই দিকে চলে গেল!

পয়সা!

পয়সা মানে, গুলি, লাট্টু, লেত্তি, ঘুড়ি, লজেন্স, মোড়ের মাথার তেলেভাজার দোকানের কচুরি আর শালপাতার ঠোঙায় ঘুগনি।

কার পয়সা! কে রেখে ওইখানে!

দুষ্ট মনকে সরিয়ে যোগে বসালুম। হোমটাস্ক। ঠিকঠাক না হলে মারটা ভীষণ হবে। মন আবার পয়সার দিকে চলে গেল।

পয়সা মানে, শাঁক সন্দেশ, লটারি, চাকা ঘুরিয়ে আচারের প্যাকেট, লাড্ডু। পয়সা মানে রবারের বল, জলছবির পাতা। হঠাৎ মনে পড়ল, বইতে লেখা আছে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়াকে চুরি বলে।

মনকে সরিয়ে এনে ভাগে বসালুম। বাইরে বিরাট দুপুর। ঝকঝকে

গাছের পাতা। ডুমো ডুমো কালো ভোমরা, ভীমরুলের ভোঁ ভোঁ। পাশের মাঠে কালো গরু মশমশ করে ঘাস খাচ্ছে। পেয়ারাগাছে বড় বড় টিয়ার ঝাঁক পেয়ারা ঠোকরাচ্ছে। একটু পরেই মাঠে ফুটবল পড়বে। দুরন্ত খেলা। বলে শট মারার টিসটাস শব্দ। বড়দের খেলায় আমাদের স্থান নেই। আমাদের প্রিয় খেলা হুসহুস। সারা গ্রাম দাপিয়ে। পুকুর পাড় দিয়ে, আঁস্তাকুড় টপকে, ভাঙা পাঁচিলের ফোকর গলে। হুসহুস ছিল চোরচোরেরই বৃহৎ সংস্করণ। যে চোর হবে তাকে প্রথমেই সংগ্রহ করতে হবে, নির্দেশিত গাছের পাতা, যেমন, হুসহুস জামপাতা। একটা জামপাতা হাতে নিয়ে সে এবার খুঁজতে বেরোবে অন্যদের। এইভাবে চেনা হয়ে যেত গাছ। চেনা হয়ে যেত পল্লীর অলিগলি, প্রতিটি মানুষ।

ভাগের পর গুণ। আবার পয়সার দিকে মন। বসেবসেই সেইদিকে সরে গেলুম। কেউ দেখছে না আমাকে। নিস্তব্ধ, নির্জন বাড়ি। বড়রা অফিসে। মায়েরা দিবানিদ্রায়। গুনে-গেঁথে দেখলুম, একটাকা চোদ্দআনা।

এক আনায় ফুলোফুলে গরম দুটো কচুরি, সঙ্গে এক হাতা গোটা গোটা ঘুগনি।

এক আনায় দশটা গুলি লজেন্স। এক আনায় একটা ডাকিয়াল লাট্টু। ভয়ঙ্কর লোভে ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কার পয়সা! বড়দেরই কারো। তাহলে পরের কেন হবে? এ পয়সা আমারই। তাহলে পয়সা, তোমরা পকেটে যাও। বেদি খালি। ওদিকে আর তাকাবার দরকার নেই। টপাটপ অঙ্ক হয়ে গেল।

সেইকালে একটাকা চোদ্দ আনা মানে বিরাট ব্যাপার।

ঘুড়ি, লাটাই, সুতো সব হয়েও লাট্টু আর গুলি কেনার পয়সা বাঁচবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম, খেলার সাজে। পাশ-পকেটে ঝমঝম করছে পয়সা। নিজেকে যেন বা . বাবা, কাকা, কাকা লাগছে। কেনাকাটায় নেমে পড়লেই হয়

সেই ঠেলাগাড়িটা আসছে। বরফ কুরেকুরে ছোট্ট একটা খুরিতে চাপ তৈরি করে ওপরে লাল সিরাপ ঢেলে দেয়। মাত্র দুপয়সা। গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই একটা কিনে ফেললুম। রবিদের রকে বসে বেশ তারিয়ে, তারিয়ে, সুৎসাৎ আওয়াজ করে খাওয়া গেল। আত্মার অসীম শান্তি। এরপরে কি খাওয়া যায়।

তখন এক ধরনের আচার বেরিয়েছিল। প্যাকেটের মিধ্যে ছোট্ট শালপাতার মোড়ক। প্রত্যেকটায় একটা না একটায় পুরস্কার থাকত,

হয় চুলেরা কাঁটা, না হয় সেফটি পিন, না হয় কলমের নিব, অথবা কাগজের টুকরো, দোকানে দেখালে জলছবি কিংবা চাবির রিং পাওয়া যেত। খেতেও সুস্বাদু। টকটক মিষ্টি মিষ্টি।

গোটা কুড়ি গুলি লজেন্স কিনে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলুম। সঙ্গীরা সব জড় হল। সূর্যাস্তের আগেই লজেনস শেষ। এসে গেল লম্ফ জ্বালানো চাপ থালা ঘুগনি। গোটাগোটা কাঁচা লঙ্কা গোঁজা। সেও খাওয়া হল। সকল ইচ্ছাপুরণের দেবতা ত পকেটে ঝমঝম করছে।

দিবাবসানে লক্ষ্মী ছেলে ঘরে এল। বন্ধুবান্ধব বিদায়। একা খাড়া, ঢোকার দরজার সামনে! সব আনন্দ শেষ। অপরাধের বোঝা কাঁধে। এটা কি করলি। কার পয়সা উড়িয়ে এলি! একটা ভয়, একটা আতঙ্ক।

বাড়ির সবাই অফিস থেকে ফিরে এলেন।

হঠাৎ জ্যাঠামশাই বললেন, 'এখানে সকালে কিছু খুচরো পয়সা রেখেছিলুম, কেউ কি তুলেছে!'

সকলকেই পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করা হল। শেষে আমাকে।

অম্লান বদনে মিথ্যা কথা, 'কই না তো!'

উত্তরটা দিয়ে জোরে জোরে পড়া শুরু করে দিলুম।

বাবা বললেন, 'যদি নিয়ে থাক, সত্য কথা বল। আমরা কেউ কিছু বলব না।'

আমি তখনও স্বীকার করলুম না। সকলেই তখন বললেম, 'ও নেবার ছেলে নয়।'

'তা হলে কার কাজ। ডাকো সুবোধকে।'

সুবোধ আমারই বয়সী। কাজের ছেলে। বিশ্বাসী। সকলেরই প্রিয়। তবু সন্দেহ।

সে বললে, 'মেজবাবু সকাল থেকে আমি এ ঘরেই আসিনি।'

'তাহলে গেল কোথায়! আমাদের লক্ষ্মীর মা এত বছর কাজ করছে, কোনোদিন কিছু নেয়নি, সে ত নেবে না।'

তখন সিদ্ধান্ত হল চালপড়া করা হবে, অপর সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে।

'ডাকো মণিকে।'

পাশেই মন্দিরে থাকেন। ঝাড়ফুঁক তাকতুকে ওস্তাদ।

মণিদার কথা শুনে ভয় পেয়ে স্বীকার করলুম, 'আমি নিয়েছি।'

'তুমি?' বাবা গর্জন করে উঠলেন। ভীষণ রাগী মানুষ। 'তুমি চোর!'

সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ বললে, 'ছোটবাবু, আমিই নিয়েছি।'

'কোথায় সেই পয়সা!'

'খেয়ে ফেলেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বেধড়ক মার।

রাতে সুবোধের জ্বর এসে গেল। চোরের কথা আর কারো মনে রইল না। রাত হল। সবাই ঘুমে। আমার আর ঘুম আসে না। আমি চোর। বাবুর ছেলে তাই কেউ বিশ্বাস করল না। বরং কত প্রশংসা, সুবোধকে বাঁচাবার জন্যে নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নিচ্ছে। কী হৃদয়! এরকম ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায়।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুবোধ যেখানে শুয়ে আছে সেইখানে গেলুম। জেগেই আছে। ফিসফিস করে বললুম, 'সুবোধ!'

'বলো।'

'খুব লেগেছে!'

'না।'

'এমন করলি কেন?'

'তোমাকে সবাই ভাল ছেলে বলে জানে। চাকর তো চুরি করবেই। যাও চলে যাও।'

ফিরে এলুম। নিদ্রিত পৃথিবী। সত্য জেগে আছে। জেগে আছে নিভৃতে, অন্তরালে। দৃশ্য সত্যের আড়ালে অদৃশ্য সত্য। অ্যাপারেন্ট ট্রুথ অ্যান্ড রিয়েল ট্রুথ।

সেই সুবোধ মানুষ হিসেবে আমাকে মেরে বেরিয়ে গেছে। মটোর মেকানিক থেকে গ্যারেজের মালিক। শুধু গ্যারেজের মালিক নয় নিজেরও মালিক। একশোভাগ সৎ, চরিত্রবান, দাতা, দয়ালু। যার দুঃখ সে যত না কাঁদে, সুবোধ তার চেয়ে বেশি কাঁদে। থেকে থেকে বলে, 'যাই চান করিয়ে আনি।'

'কাকে রে?'

'মনটাকে।'

সাধুসঙ্গ হল মনের স্নান। আক্ষেপ করে, গ্যারেজে কত ইঞ্জিনের টিউনিং করি, এমন কোনো গ্যারেজ নেই যেখানে মানুষের টিউনিং করা যায়। আমার গ্যারেজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। যেই দেখি তেল বেশি খাচ্ছি, মাইলেজ কম দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গ্যারেজ করে দি দিন দুইয়ের জন্যে। সেখানে বসে আছেন তিনজন পাকা মেকানিক, শ্রীরামকৃষ্ণ,

স্বামীজি আর মা সারদা। ঠাকুর টিউন করেন, স্বামীজি ব্যাটারি আর ডায়নামো চার্জ করেন আর মা সারদা গ্রিজ মেরে দেন। তিন মেকানিকের বিরাট গ্যারেজ।

এই সুবোধ মিস্ত্রি একদিন সত্যটা ফাঁস করে দিয়েছিল।

পয়সাটা যে আমিই সরিয়েছিলুম সেটা আমার বাবা, সুবোধের ছোটবাবু তখনই জেনে ফেলেছিলেন আমাকে শেখাবার জন্যেই সুবোধকে বেদমপ্রহার। আর অন্তর্ভেদী চিৎকার, তুই চোর, ছি ছি, তুই চোর। সেই রাতে আমি যাবার আগেই বাবা সুবোধের কাছে গিয়ে বেলেডোনা খাইয়েছিলেন, আর কান্না জড়ানো গলায় বলেছিলেন, সুবোধ! আমি তোমাকে চিনেছি, তুই ছদ্মবেশী। তুই নকল মানুষ নয়, প্রকৃত একজন মানুষ হবি।

সুবোধ যখন বলে—আমার জন্মজন্মান্তরের বাবা ছোটবাবু, তিনি প্রভু আমি দাস—তখন আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করি। আমি একটা ক্রিচার সুবোধ একজন ম্যান।

বুদ্ধুকা দেশমে ধুর্তুকা রাজ

মৃত্যুর পরে কোথায় যাব জানি না. তবে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে যদি স্বর্গে যাই, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে একবার। অবশ্যই তিনি শতকাজে ব্যস্ত থাকবেন, তবু একবার কী দর্শন দেবেন না ! জীবনে বসে স্বর্গ সম্পর্কে ক্ষুদ্র বুদ্ধির অনুমান এই রকম, জায়গাটা অনেকটা থানার মতোই হবে। ভগবান হলেন অফিসার ইনচার্জের মতো। টেলিফোন, ওয়্যারলেস ইত্যাদি নিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর নানা আউটপোস্ট থেকে অনবরত খবর আসছে,অভিযোগ আসছে। তিনি তাঁর অদৃশ্য ফৌজ পাঠাচ্ছেন। কেউ বিচার পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। চোরের টাকা বাড়ছে, সাধু অনাহারে মরছে। পাপী নৃত্য করছে, নিরপরাধী জেলে মেয়াদ খাটছে। পৃথিবীর জ্ঞানীরা বলছে, ভগবানের কাজের বিচার কোরো না ! মানুষের সীমিত জ্ঞান ও বোধে সেই বিরাটকে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। হি ইজ ডিসপেনসিং জাস্টিস।

তিনি সাপ হয়ে তোমাকে ছোবল মারলেন, তুমি মারা গেলে। এতে মঙ্গলটা কোথায় ! আরে, তিনবছর পরে তুমি ক্যানসারে তিনমাস অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যেতে, ঈশ্বর সর্প হয়ে তোমাকে এক ছোবলে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তুমি আগেই মরে গেলে তাই বুঝতে পারলে না তিনমাস পরে তোমার জন্যে কী অপেক্ষা করে ছিল ! আগেই মারা পড়ে কী বাঁচাটাই তুমি বেঁচে গেলে।

হঠাৎ সিটিসি-র বাস তোমার ঘাড়ে চেপে বসল। তুমি চিরকাল চাপবে ? মামার বাড়ির আবদার ! বাস তোমাতে চাপল। তুমি ছাতার মতো ছেতরে গেলে। কী মঙ্গল হল ! অবশ্যই হল। পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচলে। নিত্য দশটা-পাঁচটার হাত থেকে মুক্তি পেলে। শত দুশ্চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পেলে। মেয়ের বিয়ে, ছেলের এডুকেশান, স্ত্রীর অম্বল, নিজের বাত, মুখের এবং গাঁটের।

ভগবানের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। প্রথমেই প্রশ্ন করবেন,

'কিসে করে এলে?'

'আজ্ঞে ক্যানসারে চেপে এলুম। হেপাটাইটিসেই আসছিলুম। ভেঙে গেল। মাঝপথে কয়েক বছর ঝুলে থেকে সিওর বুট ক্যানসারেই উঠে পড়লুম। মাস তিনেক লাগল আপনার কাছে আসতে।'

'তা বেশ! খুব কষ্ট হল।'

'না, তেমন আর কী! কলকাতার বাস, ট্রেন, মিনি, মেট্রো চাপার অভ্যাস আছে তো। তারই একটু উনিশ-বিশ। তবে ভাড়াটা একটু বেশি লেগে গেল। ওই পুবের জানলা খুলে দেখুন, আমার পাথেয় যোগাতে পরিবার-পরিজন ভিটে মাটি চাঁটি করে গাছতলায় বসে আছে। যে খরচ হয়েছে তাতে বার দুই বিশ্বপরিক্রমা হয়ে যেত।'

'ক্যানসার জিনিসটা কী! আজকাল অনেকেই ওইতে করে আসছে!'

'এই খেয়েছে। আমরা কেউই জানি না, এখন দেখছি আপনিও জানেন না।'

'আরে আমি জানলে ত তোমরাও জানতে। যাক, কেমন ছিলে?'

'আজ্ঞে প্রথমে ছিলুম কংগ্রেসে, তারপরে এলুম সিপিএম-এ, শেষে বিজেপিতে যেতে গিয়ে আটকে গেলুম, চলে গেলুম স্ত্রীতে। দেখলুম স্ত্রীর বশীভূত হওয়াই ভাল। স্যার! তালের ফোঁপরের মতো চুলে ঢাকা অতটুকু মাথা; কিন্তু মশাই, কী বুদ্ধি।'

'কি রকম কি রকম!'

'আমাকে বললে, দ্যাখো, এ হল কলিকাল, কলিতে টাকাটাই সব, টাকা ছাড়া মানুষ শব। যেমন করে পারো দুহাতে টাকা কামাও।'

'সে কী! আমার নির্দেশ তো অন্যরকম, আমি বলেছি, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ হরের্নাম তিনবার নাস্ত্যেব-ও তিনবার। তিনবার তিনবার কেন? খণ্ডন হচ্ছে একটা একটা করে। সত্যযুগের মানুষের ধ্যানই ধর্ম ছিল। কলির মানুষ ছটফটে। ধ্যান পারবে না তাই নাস্ত্যেব। হরের্নামৈব কেবলম। ত্রেতায় দিল যজ্ঞ ধর্ম। কলির মানুষ যজ্ঞ পারবে না, তাই খণ্ডন করে দিলাম, নাস্ত্যেব। হরের্নামৈব কেবলম। দ্বাপরে ছিল অর্চনা। কলির মানুষের নাস্ত্যেব। হরেনামৈব কেবলম। শ্রীহরির নাম করো, উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমার বউ আমার বিধান খণ্ডন করে দিলে! কোথায় সেই মহিলা!'

'আজ্ঞে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আমার ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে ব্যাঙ্কে গেছে। শুনুন, সে যা বলেছে খাঁটি কথা। পৃথিবীটা ত আপনার, খালি ট্যাঁকে একবার সেখানে গিয়ে দেখুন না, কি হাল হয়। ছোট্ট এক ভাঁড়, গাছতলার চায়ের দাম দুটাকা। থ্রিস্টার হোটেলে সাতাশ টাকা, ফাইভস্টারে একশো কুড়ি টাকা। চায়ের সঙ্গে একটা কাটলেট, আরো সত্তর টাকা, প্লাস ট্যাক্স। যদি লাঞ্চ করেন হাজার টাকা। অফিস পাড়ায় ঝালমুড়ি খাবেন? দশ টাকায় এই এতটুকু এক ঠোঙা। দুশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট কিনবেন, আজে বাজে পাড়ায় সাড়ে সাত লাখ। হরের্নামৈব কেবলম্!'

'টাকা কাকে বলে?'

'হায় ভগবান! টাকা কাকে বলে জানেন না। ট্যাঁকশালে জন্ম আমার, টাকা নাম ধরি, পৃথিবীর সকল সুখের একমাত্র চাবিকাঠি। টাকা যার দুনিয়া তার। মানি মানি মানি সুইটার দ্যান হনি। প্রপার ক্যালকাটায় আপনার পৃথিবীর এক কাঠা জমির দাম এক কোটি টাকা। আকাশে আছেন মজায় আছেন, জমিতে একবার ল্যান্ড করে দেখুন না! একবার মানুষ হয়ে নিচে নেমে দেখুন না জেল্লাটা কেমন খোলে! সংসার কাকে বলে! কোনো দিন পরীক্ষায় বসেছেন? ষোলটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে লেটার নিয়ে, তারপর সত্তর জায়গায় ইন্টারভিউ। তারপর একটা চাকরি। কলেজে পড়ার সময়েই শালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার প্রেম হবে। হবেই হবে। নিজে ভগবান হয়েও নিজেকে তো ভুলবেনই, বাপ মাকেও ভুলে যাবেন। গান গাইবেন চলো রীনা ক্যাসুরিনা। আপনি শেষ যাঁকে অবতার হিসেবে আপনার তালুকে পাঠিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি এসে কোনো রিপোর্ট করেননি!'

'কই না তো!'

''তা হলে আমার কাছেই শুনুন। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় ভক্তরা সব বসে আছেন, ঠাকুর মানুষের বন্ধনের কারণ বিশ্লেষণ করছেন। বলছেন, 'বন্ধনের কারণ কামিনী-কাঞ্চন। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। কামিনী কাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।''

'বলো কী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানুষের সামনে তিনটে জিনিস রাখুন, যুবতী রমণী, তিন স্যুটকেসে তিন কোটি টাকা, আর আপনি নিজে। দেখুন কি হয়!'

'আমার এই জ্যোতির্ময় রূপ!'

''ওর কি দাম আছে! একটা হ্যালোজেনের জ্যোতি আপনার চেয়ে ঢের

বেশি। আমার এক বন্ধু আপনার জ্যোতি দর্শন করেছে বলে খুব লাফাচ্ছিল, জটা, দাড়ি সব বের করে ফেললে। শেষে চক্ষু চিকিৎসক এসে বললেন, আরে এ জ্যোতি, সে জ্যোতি নয়, রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্ট। আসন তুলে ফেল, সব কাম্মিয়ে ফেল। ঠাকুর নিজের গামছাটা সামনে আবরণের মতো মেলে ধরে ভক্তদের বলছেন, 'আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ? এই আবরণ! এই কামিনী-কাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।"

'ঠিকই তো। সার কথা বলে এসেছে।'

"অতঃপর শুনুন, আপনার সৃষ্টিতে সেই অবতার পুরুষের দর্শন, তিনি বলছেন, 'মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে।—এই কামিনী-কাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের তো এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওইতেই রয়েছ। বল! মনে মনে বিবেচনা করে দেখ!"

'ভক্তরা কী বললে?'

"তাঁরা বললেন, 'আজ্ঞে, তা সত্য বটে।"

'অ্যাঁ, বলো কী! আমার অবতারের সান্নিধ্যে এসেও কামিনী কাঞ্চনে মন?'

"ওই তো বলছি, ছিড়িক্ করে ভ্রূমধ্যে সামান্য একটু জ্যোতি ছাড়া আর তো আপনার কিছুই নেই প্রভু! না আছে আপনার মাধুরী দীক্ষিত, না আছে সুখরামের স্যুটকেস! শুধু আত্মারামে জীবের আর জিভের তৃষ্ণা যায়! যদি মদের বোতল হতেন, যদি ডলার হতেন, তাহলে দেখতেন, জগতের মানুষ দুহাত তুলে আপনার নামে নৃত্য করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেশুনেই বললেন, 'সকলকেই দেখি, মেয়ে মানুষের বশ। কাপ্তেনের [বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালি গৃহীশিষ্য। নৈষ্ঠিক শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত কর্মযোগী ব্রাহ্মণ] বাড়ি গিছলাম ;—তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, গাড়িভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বললে! সে মাগও তেমনি—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতরে। টাকা-কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব। বড়বাবু হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বললে, গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে। গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়। যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই বলে আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়।"

'তা হলে উপায়!'

'কোনো উপায় নেই। নিজেকেই নিজে বিতাড়িত করে বসে আছেন। হিন্দি সিনেমাও চালাবেন, হরিনামও চালাবেন, তা কি হয়! পৃথিবীর প্যাটার্নটা পালটে দিন। আপনাকে সবাই ভগবান বলে, আসলে আপনি শয়তানের চেয়েও শয়তান। তাকে চেনা যায়, আপনাকে চেনে কার বাপের সাধ্যি। আর সেইটাই না কি আপনাব মহিমা! আপনারই আর এক ভক্ত তুলসীদাস কী বলে এসেছেন জানেন!

তুলসী ইয়ে সংসারমে, কাঁহাসে ভক্তি ভেট।
তিন বাতসে লট্‌পাট হেয়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট ॥

তিনটে জিনিস নিয়ে মানুষ লেবড়ে জেবড়ে আছে, ধন, শিশ্ন আর জঠর।'

'তা হলে হরিনাম হচ্ছে না!'

''কেন হবে না, মাইক বাজিয়ে, কানের পোকা বার করে অষ্টপ্রহর হচ্ছে। আবার হিন্দ ছবির গানের সুর বসিয়ে হচ্ছে। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি দর্শন শুনুন,—একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষব—গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ওই দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরমভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখত কোনও করিগর বলছে, 'কেশব! কেশব!' আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল! গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন করিগর বলছে, 'হরি, হরি', তারপর কেউ বলছে 'হর, হর।' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দাররা সহজেই মনে করত, এ-স্যাকরা অতি উত্তম লোক।—কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? যে বললে, 'কেশব, কেশব!' তার মনের ভাব, এ-সব খদ্দের কে? যে বললে 'গোপাল! গোপাল!' তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গবুর পাল। যে বললে, 'হরি হরি'- তার অর্থ এই যে, যদি গবুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। যে বললে 'হর হর'—তার মানে এই তবে হরণ কর, এরা তো গবুর পাল! বুঝতে পারলেন, হরের্নামৈব কাকে বলে!'

'তাহলে তোমার রিপোর্ট!'

'আজ্ঞে! বুদ্ধুকা দেশ মে ধুর্তুকা রাজ। সব এখন তিহার তীর্থে!'

পিগ স্টাইল

ঘর্মাক্ত ক্লেদাক্ত কলকাতা। রাজপথ হল বহুমাপের গর্তের মালা। বর্ষা বিদায়, কিন্তু স্মৃতি, জল আর কাদা হয়ে জমে আছে এই গর্তে গর্তে। থই থই মানুষ। বিশাল বিশাল যানজট। ডিজেলের উগ্র ধোঁয়া। অটো আর দুচাকা আর চারচাকার জড়াজড়ি। অ্যাম্বুলেন্স আর মন্ত্রীর গাড়ি একইরকম ডাক ছাড়ছে ওঁয়া ওঁয়া। হাল ছেড়ে দেওয়া ট্র্যাফিক পুলিশ। ফুটপাথে দোকানের পর দোকান। ছুটন্ত মানুষ, ঝুলন্ত মানুষ, অসীম ক্রোধে ফুটন্ত মানুষ। ময়লা সাপের মতো প্রতিবাদ মিছিল। অবরোধ।

এই মাঝে কাচ আঁটা, দরজা সাঁটা একটি বাতানুকুল ট্রাম। চাঁদপানা মুখ করে বসে আছেন কিছু যাত্রী। ধনুকের মতো লাইন। এবড়ো খেবড়ো পাথর। আগে পিছে অবহেলায় জীর্ণ কঙ্কালসার কিছু সাধারণ ট্রাম।

দৃশ্যটি অতি সুন্দর ! সমাধিতে গোলাপ ফুল। ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে পলিউসান কাতর কলকাতার ভাঙা লাইনে একটি হিমশীতল তামাশা। বিদ্যুৎযানের ভেতরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি। ঝিনঝিন সেতার। আর এক দেয়ালে কমিকের মতো আকৃতির কয়েক জোড়া পেঙ্গুইন। সাবধানী বৃদ্ধ গলায় মাফলার জড়িয়েছেন। মায়ের কোলে শিশুর মাথায় হনুমান টুপি। বাইরে ভাদ্র, ভেতরে পৌষ।

বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের মিছিল চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে উচ্ছিন্ন হকারদের মিছিল। উত্তপ্ত নেতার কণ্ঠ থেকে লাভার স্রোতের মতো উদগীর্ণ স্লোগান। মাঝখানে শীতল মর্গের মতো বাতানুকূল সেই ট্রাম।

ভেতরে মেয়েরা সোয়েটার বুনছে। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা জীবনের স্বপ্ন মেলছে ! অবসরভোগী প্রবীণ দ্বিপ্রহরের চুটকি নিদ্রা সেরে নিচ্ছেন। বিপ্লবী কবি কাগজে বিধ্বংসী কবিতার লাইন পাতছেন। উদ্বিগ্ন মানুষ খবরের কাগজে দেশের ভবিষ্যৎ খুঁজছেন।

এই ট্রামে. চাপা থাকবে, যাওয়া থাকবে না। এ হবে চাকায় স্থাপিত

বিশ্রামাগার। একটু একটু চলবে বেশিক্ষণই আচল থাকবে। একদা এই শহরে এসেছিল সুন্দরী ট্রাম। সুন্দরী কবরে গেছে। কলকাতার ট্রামের মরণঘণ্টা বেজে গেছে। বলা হয়েছে, ন্যাচারাল ডেথ। ধীরে ধীরে মরে যেতে দাও।

মৃত্যু শীতল, কফিন শীতল। সব ট্রাম মরে গিয়ে একটি শীতল ট্রাম। হিন্দু সৎকার সমিতির শীতল শব শকটে ফুলে ঢাকা শব থাকে। শীতল এই বৈদ্যুতিক শকটে সাজান থাকবে রসিক জ্যান্ত মানুষ—এই প্রমাণ করার জন্যে—এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।

বছরের পর বছর ধরে হকার বসল কলকাতার ফুটপাথে। সুন্দর সুন্দর সব দোকান চাপা পড়ে গেল। ফুটপাথ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। শুঁড়িপথে অকাতর মানুষের অবিরাম গুঁতোগুঁতি। তাও যদি স্টলগুলোর কোনো শ্রী থাকত। ছেঁড়া প্ল্যাস্টিক, চট আর দরমার বিচিত্র বাহার। ঝুলঝুল ঝুলে আছে। উইন্ডোশপিং-এর যে আনন্দ অতীতে উপভোগ করা গেছে তার আর উপায় রাখল না এই হকার কুল।

আমরা মেনে নিলাম মানুষের জীবিকা নির্বাহের এই সংগ্রাম। উত্তরোত্তর ব্যাপারটা চলে গেল অত্যাচারের পর্যায়ে। শেয়ালদার ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে চলেছেন নিরীহ এক দম্পতি। হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা খেলো জামা এসে পড়ল। ভদ্রলোক উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছিলেন। যাবেন কোথায় ! ফাঁদে পড়েছেন। নিতেই হবে জামা এবং যে দাম বলবে সেই দামই দিতে হবে, নইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেইজ্জত করবে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অনুরূপ উগ্র অসভ্যতা। জিনিস ধরলেই কিনতে হবে। পছন্দ-অপছন্দের কোনো প্রশ্ন নেই। না নিলেই খিস্তি খেউড়। মেয়েদের প্রতি অশালীন উক্তি। শহরটা আর কারো নয়, শুধু এদেরই। জনবহুল রাজপথে বাজার নেমে এসেছে। কৃপা করে এঁরা বাস, মিনি চলতে দিচ্ছেন। এই শহর এখন এলোমেলো, বিশ্রী, বিশৃঙ্খল এক বাজার। নানা গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট এইসব বিক্রেতাদের রুচি বলে কিছু নেই। সকলেই প্রায় বহিরাগত। টাকা ছাড়া মাথায় আর কিছু ঢোকে না। আর আমাদেরও কেনাকাটার শেষ নেই। শস্তায় সাম্রাজ্য কিনব। ভুলেই যাই সেই প্রবাদ বাক্য—শস্তার তিন অবস্থা।

আমরা ক্রমশই স্যাডিস্ট হয়ে যাচ্ছি। কষ্ট পেতে আর কষ্ট দিতে ভালবাসি। শহরের যাবতীয় দূষণে সাইনোসাইটিস। দফুটোঅলা নাক আছে ঘ্রাণ নেই। গোলাপের গন্ধও নাকে ঢোকে না, মাছের বাজারের

পচা গন্ধও টের পাই না। চোখ আছে দৃষ্টি নেই। দাড়ি কামাবার সময় পুরুষরা একবার মুখ দেখেন, দিনে একবার। চোখে চোখে ইশারা হয়। অনেক সময় স্বার্থচিন্তায় এতই বিভোর কার দাড়ি কামালুম বুঝতেই পারি না। মেয়েরা অনেকবারই মুখ দেখেন, সে দেখা স্থানিক, হয় কপাল, নয় চুল, নয় ঠোঁট। সমগ্র দর্শন কদাচিৎ। একালে তাঁরা অতি ব্যস্ত, উৎক্ষিপ্ত, অখুশি, উত্তেজিত। পাশাপাশি হাঁটিতেহাঁটতে জনাকীর্ণ পথে নিজের স্বামী ভেবে অন্যের স্বামীকে তিরস্কার করেন। স্কুল থেকে বাড়িতে বাচ্চাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে অবাক হয়ে বলেন, 'তুই কে রে!'

বাচ্চা বলে, 'আমি তো সেই তখন থেকে বলছি আন্টি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! তুমি তো শুনলেও না, দেখলেও না, কেবল বকতেই লাগলে!'

আমরা যে-পথ দিয়ে যাই, সে পথের দুধারে কী আছে আমরা জানি না। এমন কী নিজের বাড়িটাও চিনি না। জানা আছে একটা খাট, আর একটা টিভি। বাড়িটা যদি বড় হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর বা খোলা জায়গা থাকে, তাহলে সে সব আলাদা ভূখণ্ড। না দেখেই চলে যাব। সময় কোথায়! কে যায়! যাওয়ার দরকারটাই বা কী! পুবের ঘরের জানলায় এক বৃদ্ধাকে দেখে বউকে প্রশ্ন, 'বুড়িটা কে?'

'সে কী, উনি তো তোমার মা!'

'অ এখনো বেঁচে আছেন বুঝি!'

শ্বশুরমশাইকে দেখে মক্কেল ভেবে, 'আসুন, আসুন, বলুন কী কেস!'

'কেস একটাই আমার বড় মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছিলে!'

'তাই না কী! দেন ইউ আর মাই ফাদার ইন ল!'

সেই দিন এল বলে, যখন নিজের হাত, পা-ই চিনতে পারব না। শুধু ধান্দা। যন্ত্রণা হলে বুঝতে পারব, দাঁত বলে একটা কিছু আছে! কনজাঙ্কটিভাইটিস হলে মনে পড়বে দুটো চোখ আছে। ডায়েরিয়া হলে মালুম হবে পেট। কেউ পা মাড়িয়ে দিলে স্মরণে আসবে পদযুগল। সারা দেশটা একবার ঘুরে এলে মালুম হবে, একটি গণতন্ত্রই চলছে, অরাজকতার গণতন্ত্র। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে! একজস্টের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করবে। লাঙে ক্যানসার বাসা বাঁধবে। এরই মধ্যে স্কুল ফেরত শিশুরা জ্যামে আটকে বসে থাকবে। যান চালকদের অশিক্ষিত দুর্বৃত্তগিরি বন্ধ করার সাহস ও শক্তি কারো নেই। কী থেকে কী হয় এই বোধটাই চলে গেছে। সকলের মধ্যেই একটা দানব দানব ভাব।

অটো রুই-কাতলার মতো খেলবে, ট্যাকসির ডান বাঁ থাকবে না, দ্বিচক্রযানের আরোহীরা মাথাটা হেলমেট পরার সময় বাড়িতে খুলে রেখে আসবেন।

যা আছে তাই থাকবে। যা হচ্ছে তাই হবে। মাঝে মাঝে একটু নকশা। হকার উচ্ছেদ, ধীরগতি যানবাহন বিদায়। ধোঁয়া মেপে গাড়ির লাইসেন্স বাতিল। দাগ ধরে রাস্তা পারাপার। অমান্যকারীর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। উড়ালপোল ব্যবহার। পথনিরাপত্তা সপ্তাহ। স্কুল বালকদের দিয়ে শহর সাফাই অভিযান। কিছু ব্যানার, কিছু হোর্ডিং।

নরক আর অব্যবস্থায় যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের জন্যে আর কিছু করার দরকার নেই। সবাই বেশ আছে। লাল চোখ, শ্বাসকষ্ট, জনডিস, আন্ত্রিক, ফ্লু, ডেঙ্গু, ভাইরাস ফিভার। মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি।

ইংরেজ শাসনের পতিত প্রভাব। সায়েব পাড়ার যাবতীয় সৌন্দর্যে সায়েবরা থাকত। সায়েব মানে ক্ষমতা, অর্থ। সাদা রঙটা উপেক্ষা করলে সেই সায়েবরাই রয়েছে। ম্যাস্টিক টারফেল্ট রাস্তা। সুদৃশ্য আইল্যান্ড, অলোকিত ভিক্টোরিয়া। বিশাল গেট খুলে গেল। ঢুকে গেল বিদেশী বাতানুকূল গাড়ি, কেয়ারি-উদ্যানের নিজস্ব নিভৃতিতে। ঘাড়ে-গর্দানে চৌকো চৌকো কিছু মানুষ। সচল তুলোর বস্তার মতো সিল্ক জড়ান খ্যানখ্যানে কিছু মহিলা। সুখে আর স্বার্থে লালিত ভুঁড়ো ভুঁড়ো কয়েক গণ্ডা বাচ্চা। ভেতরে ডলার, পাউন্ড, স্কচ, ক্যাভিয়েরা, বাইরে জস্টলিং অ্যান্ড বাস্টলিং নেটিবের দল। ময়লা টাকা, ভুতি কুমড়ো। খানাখন্দে ভরা রাস্তা। ভ্যাটভ্যাটে নর্দমা। কোটি কোটি মশা, লাখ লাখ মাছি। এক কামরা, দেড় কামরার সরকারি ফ্ল্যাট। নোনাধরা দেয়াল, আমকাঠের জানলার পাল্লা এক হয় না। বিছানায় বুগি কাশছে, মেঝেতে ছেলে পড়ছে, রান্নার খুপরিতে গৃহিণী ছ্যাঁচড়া কষছেন। এঁদের হাসপাতাল হল ভাগাড়। মানুষ সেখানে মরতে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়, প্রাণের মানুষ বাথরুমের সামনের মেঝেতে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে থেকে মারা যাচ্ছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাসির দল মানুষ নিংড়ে টাকা বের করছে। ওদিকে সেমিনার হলে ব্যানারে ঝুলিয়ে ফেস্ট হচ্ছে, বাবা সাইগল বারমুডা পরে জীবনমুখী নয় অতি জীবনমুখী গান গাইছেন। আর ওদিকে আমেরিকান টাইপ নার্সিংহোম, শীতল সুন্দর। দেশের সব সুবৃহৎ ভিষক ও দেহ ইঞ্জিনিয়ারের দল, জালার মতো পেট, কপাটের

মতো বুক পরীক্ষায় ব্যস্ত। কেউ দেখছেন প্লাম্বিং, কেউ দেখছেন ওয়্যারিং। আর আত্মীয় স্বজন কুবেরের উৎকণ্ঠায় প্যাকেট প্যাকেট পানমশলা উজাড় করছেন।

আমাদের ফিজিক্যালি অ্যান্ড সাইকোলজিক্যালি এমন কন্ডিশানড করে দেওয়া হয়েছে যে, এই আমাদের ভাল। আমাদের এই পিগস্টাইল লিভিং।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন, রাজা করুণাপরবশ হয়ে মেছুনিকে রাজপ্রাসাদে এনে রাজপালঙ্কে শোয়ালেন। সুন্দর ঘর, সুন্দর সুবাস, সুন্দর বিছানা আর বাতাস। মেছুনির ঘুম আর আসে না। মাঝরাতে সে উঠল। খুঁজে খুঁজে নিয়ে এল তার মাছের চুবড়িটা। সেটাতে জলের ঝাপটা মেরে মাথার কাছে রাখল। আঁষটে গন্ধে ঘুম এসে গেল নিমেষে।

দোলমা টেকনিক

[রক্তদান শিবির ; তীব্র বক্তৃতা। মাঝে মাঝে হিন্দি গান। আবার বক্তৃতা। ঠাণ্ডা গাড়ি। সমাজসেবীদের ছোটাছুটি। রক্তব্যবসায়ীদের গাড়ির উপস্থিতি। পল্লিতে এক যজ্ঞ চলেছে। রক্তদান উৎসব।

খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে ম্যাগনাম সাইজের এক বপু। এতই বিরাট, যেন ইউরিয়াপুষ্ট বেগুন। গম্ভীর মুখ। কবজিতে নাড়িভুঁড়ি বের করা আধুনিক ঘড়ি। সে ঘড়ি আবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় কপচায়। পরিধানে দামী শার্ট-প্যান্ট। ভুঁড়ির ওপর গেদে আছে বেল্টের কারুকার্য করা বকলস। চুলের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। সামনের দিকে মাথার ক্রিজ বেরিয়ে পড়েছে। ফাস্ট বোলারের বলের দাপটে। বিলিতি কিছু একটা গায়ে মেখেছেন। ঘরে আমেরিকা আমেরিকা গন্ধ ভাসছে।

রক্ত আধবোতল মতো টেনে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে। যা এসেছে, সেটা রক্ত নয় হুইস্কি। খাঁটি স্কচ। ধমনীতে ধমনীতে হুইস্কি প্রবাহিত হোয়াইট হর্স, শিভাস রিগ্যাল। ভদ্রলোক একজন একজিকিউটিভ মাসে পঞ্চাশ হাজার। পার্কস নিয়ে লাখ। সাদা এয়ার কন্ডিশানড সিয়েলো গাড়ি। বছরে একবার সপরিবারে কন্টিনেন্ট ট্যুর।

বউয়ের চিৎকারে স্বপ্নের সৌধ ছেড়ে সমাজসেবায় নেমে এসেছিলেন, নয় তো এতটা নিচে তিনি নামতেন না। তাঁর স্ত্রীর আশঙ্কা, দিল্লি, মুম্বাই, তামিলনাড়ুর টেস্টে বড় বড় উইকেট যে ভাবে ধড়াধ্বড় পড়ছে, জুডিসিয়ারির বলে এত স্পিন, এরপর জনগণ উইকেট তুলে পেটাবে। বিপ্লবী উকি মারছে। পুলিস টুলিস আর কেউ মানছে না। রোজ ডজন ডজন খুন। মাচা ভেঙে পড়ল বলে। অতএব বুদ্ধিমানের মতো সমাজসেবী হও। স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দেওয়া হয়নি, এখন প্রাণে বাঁচার জন্যে বছরে এক বোতল দান করো। কে জানত সব রক্ত মদ হয়ে বসে আছে! মদমত্ত অবস্থা!

একজিকিউটিভদের কী কী নেই! রক্ত নেই। হৃদয় নেই। চোখের

চামড়া নেই। মন নেই, মগজও নেই। থাকার মধ্যে আছে কোম্পানি আর টার্গেট। বছরে আমার কোটি টাকার বিজনেস চাই। যদি দিতে না পারো, তোমার সব কিছু নিয়ে নিতে আমার মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে। এক ভুঁই চাপ্পড়ে বহুতল থেকে ভূতলে।

তুমি মানুষ? মা আমি একজিকিউটিভ। রাইট। স্পেশাল ব্রিড। তোমার সব হরণ করে নিয়েছি আমরা। প্রচুর দিয়েছি, আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়েছি, জীবনযাত্রার মান জ্যাক লাগিয়ে তুলে দিয়েছি। পা ঝুলিয়ে দেখ, মাটি পাবে না। তোমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। দেহে মরেনি। মনে মরেছ। ভয়।

টার্গেট? এক কোটি। কম্পিউটারে ফিগার দেখো! পিছিয়ে আছো! বোস তোমাকে টপকে যেতে পারে মনে হচ্ছে! ভেতরটা কেমন করছে! দুপাত্তর চড়িয়ে দাও। আয়ার নেজে খেলছে! মাল ছাড়ছে না! মাল দাও। চারপায়ে হাঁটো। আরে তুমি আবার মানুষ হলে কবে? কেউ তোমাকে মানুষ ভাবে! তুমি তো দালাল! ধরো তোমার মা, আর তোমাকে যে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা দিতে পারে সেই দামানির মা একই দিনে একই সময় মারা গেল! তুমি কী করবে! এই তো মওকা! মায়ের বোজা চোখে দুপাতা তুলসী আর নাকে তুলো গুঁজে, পদ্মফুলের চাকা হাতে ছুটবে দামানির প্রাসাদে। কান্না কান্না মুখ। শোকের হাপরে বুকের ওঠানামা। চোখে জল নেই। তা হোক, ড্রাই জিনের মতো ড্রাই কান্না। শেষে দামানিই বলবেন, 'আরে মোশা, এতটা কাঁদছেন কেনো। শি হ্যাজ অলরেডি ক্রসড হার নাইনটি। আপনার জোল তো বাইরে আসছে না। ইনটারন্যাল হেমারেজ হয়ে যেতে পারে। ডোন্ট ক্রাই।'

পদ্মের চাকা নিয়ে আরো অনেকে এসেছে। এ তো দামানির মা নয়, বিজনেসের মা। 'ডোন্ট পুট অল দোজ রিংস অন হার ব্রেস্ট।' ফুলের ভারে মারা যাবে। একটা দামী টেবিল রাখা আছে একপাশে। ভোজপুরি তদারকি করছে। ঝটকা মেরে নিয়ে গাদায় চাপিয়ে দিচ্ছে। তারের খোঁচা আঙুলে রক্তপাত। এ টি এস নেওয়া আছে তো!

দত্ত এন্টারপ্রাইজের দত্তবাবুর বাবা মারা গেছেন, তা তোমার কিসের অশৌচ! স্বয়ং দত্ত তো ক্যালকাটা ক্লাবে হুইস্কি দিয়ে প্রন পকোড়া সাঁটাচ্ছেন! ও বুঝবে না—এটা সিমপ্যাথেটিক। মিস্টার ডাটও বুঝতে পারেননি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, বউ মারা গেল?'

'বউ মারা গেলে অশৌচ হয় না, চাপা আনন্দ হয়। পুরনো বউ, পুরনো গাড়ি, দুইই সমান একসপেনসিভ। সার্ভিস চার্জে সব বেরিয়ে যায়।'

'দ্যাটস রাইট। তাহলে কে বাবা!'

'তা বলতে পারেন। আপনার পিতা আমাকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন।'

'তাই না কী! অপাত্রে দান! আমাকে উল্টো বলতেন, বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট মাল। যান অনেক নকশা করেছেন, দাড়ি কামিয়ে মাছের ঝোল ভাত খান। আমি কোরিয়ার সার্ভিসে গয়ার প্রেতশিলায় পিণ্ডি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

এঁরা হলেন পৃথিবীর দীনতম, করুণতম মানুষ। এঁরা না পরিবারের না সমাজের। এঁরা কম্পানির লোক। এঁরা মনিব্যাগ। কৃত্রিম নিবাসে বসবাস। অ্যামেরিকান ম্যাগাজিনে যেমন ঘর দেখা যায় সেই কায়দায় সাজানো। পেতলের টবে অসুস্থ পাম গাছ। বাথরুমে মানিপ্ল্যান্ট। কমোডের পাশে পাথরের দেয়াল টেবিল। কমোডে বসে ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস পড়াটা লেটেস্ট কায়দা। বারান্দার টবে টবে বনসাই। ছোট বট, ছোট আম, তেঁতুল কমলা। বিশহাজারি খাটে তিরিশ হাজারি বিছানা। তবু ঘুম নেই। বোতল আর বড়ি যতক্ষণ না অচৈতন্য করছে। পঞ্চাশ হাজারি খাবার টেবিলে দশহাজারি ক্রকারিজ; কিন্তু জিভে খাদ্যবস্তুর স্বাদ নেই। খোলের মধ্যে মানুষের মেশিনটাই আছে, মনটা নেই। মনমরা মানুষ। এঁদের চোখে সবাই নুইসেন্স। অন্যের চোখে এঁরা হাস্যকর রকমের নুইসেনস্, প্রকৃত ব্রাত্যজন। এঁদের আলাদা সমাজ। আলাদা মিলনকেন্দ্র, সম্পূর্ণ অন্যধরনের কথাবার্তা, ভয়, ভাবনা।

সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। সায়েবদের রেখে যাওয়া ক্লাবঘর অন্ধকারে নিথর কিছু মটোর গাড়ি। মধ্যরাতের কলকাতার উত্তাপ ক্রমশ কমছে। বাদুড় চক্কর মারছে আকাশে। ফুটপাথের মানুষ ক্লান্তি নিদ্রায় পাশ ফিরছে। সমাজবিরোধীরা ইতিউতি ওঁত পেতে আছে। হ্যালোজেনের আলোয় মহামানবের বিকৃত স্ট্যাচু অক্ষম প্রতিভার শাস্তি ধারণ করে কৃপণের মতো বেদিতে কয়েদি। সিল্ক, সিফনে বেসামাল বিগত যৌবনা কিছু রমণী, আর অর্থের অনর্থে জেরবার গুটি কয় মানুষ তরলের স্রোতে নিজেদের জীবনের সাফল্যের ব্যর্থতা ভাসাচ্ছেন। অহংকারের আর্তনাদ. অবদমিত কামনার বেপথু আলগা হয়ে বেরিয়ে আসা আত্মসমালোচনা.

'জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল ভাই। নিন কমপুপ।'

'কেন এমন বলছ' আমরা সফল মানুষ। কি নেই আমাদের? আমার

একটা গ্রেট ডেন কুকুর আছে, রোজ পাঁচ কেজি মাংস খায়। কলকাতার কোনো কেরানি বছরে পাঁচ কেজি মাংস খেতে পায়!'

'রাইট, রাইট মুকুজ্জে। দত্তটা ফ্রাসট্রেসানে ভুগছে। ডু ইউ নো, আমার ছেলেকে কোদাইকানালের আমেরিকান স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছি। কী চেহারা, বারোবছর বয়েস, দেখলে মনে হবে আমার বাবা।'

'মিত্তির আমার বউয়ের গার্থ জানো? একটা শুঁড় কাটা হাতি। ডেলি বারো বাটি আইসক্রিম খায়।'

'বোস, বেতালা বোলো না, তোমার বউ তোমার পাশে বসে আছে।'

'এই দেখ নেশায় মানুষের কি হয়! শি ইজ নট মাই ওয়াইফ, শি ইজ ইওর ওয়াইফ।'

'মাই গড, শি ইজ সো হ্যান্ডসাম! তা হলে হু ইজ দ্যাট হাতি!'

'প্রবেবলি ইওর মিসট্রেস।'

এমনি করে রাত গড়িয়ে যাবে। হ্যান্ডকার্টে চেপে শয়ে শয়ে খালি বোতল ফিরে যাবে গোডাউনে। কথা জড়িয়ে আসবে। স্কটিশ, সেন্টজেভিয়ার্স, প্রেসিডেনসির এই সব সোনার চাঁদরা, পরিবার-পরিজনকে কলা দেখিয়ে কাঁচকলা হয়ে বসে আছেন।

অত্যন্ত স্মার্ট। অলওয়েজ টিপ টপ। কিন্তু মালিকের ঘরে ঢোকা মাত্রই ভৃত্য, ক্রীতদাস। তিনি পানমশলা চিবোতে চিবোতে এই ভদ্রসন্তানটিকেও চিবোবেন। ফুত ফুত করে থুতু ফেলে বোঝাতে চাইবেন, থুৎকারের লক্ষ্য তুমি! বিজনেস কোথায়! এম বি এ, হার্ভার্ড, ওসব বুঝি না, আমি বুঝি ব্যালেন্স শিট। তোমার মতো টাই আঁটা ছাগলকে কোতল করতে বেশিক্ষণ লাগবে না! কাঁধের ওপর গোলমতো ওটা কী!

আজ্ঞে, মাথা বলেই তো জানি।

তাই বুঝি! তুমি তাই মনে করো? ওটা গোবরের ডাবর। সেনগুপ্তা ইজ ফার ফার এফিসিয়েন্ট দ্যান ইউ। এক মাসের মধ্যে তোমার বিজনেস ইমপ্রুভ না করলে ওই ফ্যাট পিগের মতো ঘাড়টি ধরব, অ্যান্ড কিক ইউ আউট।

পিতামহ ছিলেন,সম্মানিত প্রধান শিক্ষক। পিতা ছিলেন আদর্শবাদী অধ্যাপক। কৃতী সন্তানের দক্ষ কারিগর। বার বার বলতেন, অর্থের কাছে আত্মবিক্রয় কোরো না। দো রোটি এক লেঙ্গুটি। প্রয়োজনের অতিরিক্তে কী প্রয়োজন!

সে কথা শোনা হয়নি। ভোগবাদ শিখিয়েছে, সোনার হরিণ চাই।

শিখিয়েছে, পেটে খেলে পিঠে সয়। রোজ নিয়ম করে কুবেরের লাথি। এইটাই আদত, তোমার ভেতর থেকে তোমার মানুষটাকে বের করে দোবো।

একেই বলে, দোলমা টেকনিক। তুমি একটি পটল। কম্পানির পটল। ভেতর থেকে আত্মসম্মানের বীজ বের করে, ভরে দেওয়া হয়েছে মাছের পুর। তারপর ডিপফ্রাই। সবাই বলবে, এমন কী প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, স্নেহের পুতুলি, পুত্র কন্যা, ওই দেখ, বাবা নয়, পটলের দোলমা কান্নিক মারতে মারতে আসছে। Neurosis is always a substitute for legitimate suffering [Carl Jung]

স্মৃতির শিউলি

বন্ধুর দোকানে দাঁড়িয়ে আছি। স্কুলের বন্ধু। দুজনেরই বয়েস একই মাত্রায় বেড়েছে। একই জীবনদর্শন তৈরি হয়েছে। যদিও সে আমার চেয়ে ধনী। ভাল খায়। ওজন বেশি ; কিন্তু একই পৃথিবীতে বসবাস। একই সময়ের স্রোতে উথাল পাতাল হতে হতে একই লক্ষের দিকে দুজনে ভেসে চলেছি। আমি রাসেল হতে গিয়ে রাস্কেল, আমার বন্ধু কিছুই না হতে চেয়ে ধনকুবের। সে কথা কম বলে, মিটিমিটি হাসে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায় ফুসফুস। আর আমি চটরপটর বকি, অকারণে জ্ঞান ছাড়াই, আর মাসের শেষে পকেট হাতড়ে সিদ্ধান্তে আসি, আমিষের চেয়ে শাকান্ন অধিক স্বাস্থ্যকর।

যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভেতরে ছটফট করত চেনে বাঁধা বাঁদরের মতো, তখন মনে হত, কেন এই করলুম না কেন ওই করলুম না। এখন আর করে না। এখন বুঝেছি, যে এভারেস্টে উঠবে সে এভারেস্টে উঠবেই। যে পাতিপুকুরের বাজারে রোজ সকালে পচামাছ কিনবে, সে কিনবেই। আমি এভারেস্টে ওঠার চেষ্টা করলে বেস ক্যাম্পেই হেঁচকি তুলে মারা যেতুম। কলেজে যখন পড়ি তখন শেক্সপিয়ার হবার ইচ্ছে হয়েছিল। তিনপাতা পড়ে শোনাবার পর প্রাণের বন্ধু বললে, আর চেষ্টা করিসনি হেপাটাইটিস হয়ে যাবে। জীবনের পথ ধরে এতটা হেঁটে আসার পর সার বুঝেছি, আমার যা হওয়ার তাই হয়েছি। চালকুমড়ো চালে ভুঁইকুমড়ো ভুঁয়ে। নিম তোতো, তেঁতুল টক। দুঃখ করিস না ভাই। জীবনের পার্সেলটাকে ইনট্যাক্ট মৃত্যুর মহালয়ে বিশ্বাসী ডাক হরকরার মতো পৌঁছে দাও।

এক দম্পতি দোকানে প্রবেশ করলেন। প্রেম দেখে বোঝা যায় বেশিদিন বিয়ে হয়নি। নেশা এখনো রয়েছে। বেশ মানিয়েওছে দুজনকে। কাউন্টারে দুজনে পাশাপাশি। মেয়েটি বললে, 'ভাল ফ্রক আছে!'

বন্ধু বললে, 'আছে। সাইজ ?'

'ছ' বছর বয়েস।'

'রং ?'

'ফর্সা।'

কর্মচারিদের নির্দেশ গেল কোড়ে। একের পর এক বাক্স নামল নানারকমের, নানা রঙের ফ্রক একটা ফ্রক দেখে মেয়েটির খুব আনন্দ 'দেখো, দেখো, কি সুন্দর ! টুকাইকে যা মানাবে না !' ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, 'কত দাম ?'

নির্দয়ের মতো বন্ধু বললে, 'আড়াইশো।'

মেয়েটির হাসি মিলিয়ে গেল। ছেলেটি গুম মেরে গেল। দু'জনে দু'জনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

ছেলেটি বললে, 'কী করব ?'

মেয়েটি বললে, 'দরকার নেই। অনেককে দিতে হবে।'

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দু'জনে বেরিয়ে গেল।

সবে বিয়ে। একটি মেয়ে। বড় ইচ্ছে হয়েছিল সাজাবে। দায়িত্ব অনেক। অঢেল উপার্জন নেই। ফ্রকটা চোখে ধরে নিয়ে গেল। এরপর যা হয় ! হাতিবাগান, না হয় হরি শা।

নিজের জীবনের অতীত ফিরে এল। আমরা দুজন। আমি আর আমার স্ত্রী। অনেক ভাবনাচিন্তা করে দু'জনে ভেসে পড়েছিলুম সংসারের পথে। ভাঙা হাল, ফুটো নৌকো। সঙ্কল্প একটাই, সৎপথে থাকব, কষ্ট করব, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসে যাব, অটুট একটা বন্ধুত্ব তৈরি করব পৃথিবী সেই অংশে বাস করব, যেখানে ফুল আছে, সবুজ গাছ আছে নীল আকাশ আছে, শ্রম আছে, বিশ্রাম আছে, অফুরন্ত হাসি আছে গল্প আছে, গান আছে। জীবনের পালকির, একই উচ্চতার, একই সামর্থ্যে দুই বেহারা।

বিষয়ী কুচুটে মানুষেরা বলেছিল, রোমান্টিক ফুল, কবিতার মতো দুর্বোধ্য। অর্থাভাব খুব শক্ত পাথর। মাথা ঠুকলে দাম্পত্য বন্ধন ফেটে যাবে। প্রেম উবে যাবে। শুনিনি সে কথা। সঙ্গিনী বলেছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করে দেখ না। অবিশ্বাসীর জগৎ এতটুকু, বিশ্বাসীর জগত এত বড়। শীতকালে স্বার্থপরের মতো টানাটানি না করলে একই চাদরের তলায় দুজনে শোয়া যায়।

সেই ভাবেই শুরু হল সংসার। চারপাশে অনেক বড়লোক। অনেক ভোগ, অনেক দুর্ভোগ। তাদের লাইফ স্টাইলের দিকে তাকিয়ে কখনো

উত্তেজিত হইনি। তুমি ঘোড়ায় চাপছ চাপো, আমার গাধাই ভাল। জগতের বড় অংশটাই আমার দিকে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল :

'এরা [দরিদ্ররা] সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আর আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কর্মকালে সিংহবিক্রম !...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।' 'এই নতুন ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে ; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে ; বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

রাতে আমরা জোরে জোরে স্বামীজির রচনাবলী পড়তুম। কোথাও কোনো অপ্রয়োজনীয় আসবাব নেই। গুচ্ছের জামাকাপড় নেই। যা আছে সবই হিসেবের মধ্যে। চিৎ হয়ে শোয়া মাত্রই জানলার আকাশ এক ঝাঁক তারার পাখি নিয়ে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ত। ভূমিতে আমার ভূমি না থাকলেও আকাশটা ছিল আমার। আকাশের জমিদার। সেখানে প্রাসাদ তৈরির জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি কালো টাকার প্রয়োজন হয় না।

তোশকটার অবস্থা ছিল রিট্রেড করা পুরনো টায়ারের মতো। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত পিঠের নিচে পড়ে আছে বিছানা নয়, ছোটনাগপুরের পাহাড়ি অঞ্চলের একটি খণ্ড। সুখ-দুঃখের সমস্ত কথার মধ্যে এই কথাটা অবশ্যই থাকত, 'নাঃ, আর চলে না, সামনের শীতে তোশক একটা করতে হবে। আর এই পুঁটলির মতো বালিশগুলোকে বাতিল করতে হবে।'

পরক্ষণেই অন্য আলোচনায় তোশক আর বালিশের সুখচিন্তা ভেসে যেত। যে কাজ করে ঠিকে বউটি, তার স্বামীর প্যারালিসিস। একশোটা টাকা চেয়েছে। ঠোঙা তৈরি করে সংসার চালায় পদ্মা, যে স্কুলের বই কিনতে পারছে না। মধ্য রাতের সেই অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঘর ভরে গেল। ছানি কাটিয়েছে চশমা নিতে পারছে না। মেয়ের বিয়ে, সব হয়েছে আংটিটা বাকি। গলায় একটা মাত্র সরু সোনার চেন ছিল। বাঁধা পড়ে আছে ছাড়াতে পারছে না। বৃদ্ধ মাস্টারমশাই দাঁত বাঁধাতে পারছেন

না। সার সার প্রায়রিটি। তোশক এসবের কাছে সামান্য। শেষে সিদ্ধান্ত হল, নিদ্রার চেয়ে সুখশয্যা আর কিছু নেই।

এক ধনী আত্মীয় ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে নিজে কোথায় আছেন জানার জন্যে আমাদের দারিদ্র্যে বেড়াতে আসতেন। লম্বা লোক যেমন নিচু হয়ে ছোট দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে কেউ থাকলে সাবধান করে, মাথা নিচু, মাথা নিচু, কপাল ঠুকে যাবে। তিনি এসে আমাদের জন্যে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়তেন—তোমাদের ডায়েটে একেবারেই প্রোটিন নেই, লো প্রেসারে সব যে শুয়ে পড়বে!

আমাদের লো প্রেসারের চিন্তায় তিনি হাইপ্রেসারে অকালে চলে গেলেন। তাঁর বিলিতি গাড়ির চালে এখন লাউ ফলে।

দেখতে দেখতে আমাদের সন্তান এল। পুত্র। ব্যাটা রামছাগল। আর তিনটে বাড়ি এগিয়ে গেলেই এক বড়লোককে পেয়ে যেত। সরষের তেলের বদলে অলিভ অয়েল মাখত। মেঝেতে পড়ে থাকতে হত না, দোলনায় শুয়ে দেয়লা করত। সেরা ইস্কুলে পড়ে শের-এ-হিন্দ হত। অসুখ করলেই চাইল্ড স্পেস্যালিস্ট।

সকলের নানা উপদেশ, রোজগার বাড়াও! ছেলেটাকে নিজের মতো করে ফেলো না। নামী দামী স্কুলে লাইন লাগাও। পাড়ার স্কুলে হবে না। আমরা দুজনে শুনতুম। উপদেশের এক্সপ্রেস বেরিয়ে যাওয়ার পর, ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে বসে মূর্খ, অদৃষ্টবাদীর মতো বলাবলি করতুম, যার যা হওয়ার তাই হবে। বাইরেটা নয়, ভেতরটা দেখো, সংস্কার, প্রবণতা, মেধা।

দোতলার পশ্চিমের জানলায় একখণ্ড আকাশ আটকে থাকে। আশ্বিনের কাঁচা রোদের প্লাবনে পশ্চিমের নীল অতি স্নিগ্ধ। বড়লোকের বাগানের সার সার উদ্ধত বটলপাম নতুন পাতার সোনালি ধ্বজা তুলেছে। টিকোমা গৌরীচৌরার গাছে হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে। ফুলগুলোকে আমি বলি চোর, রোদ চুরি করেছে। সেই খণ্ড আকাশের পটে এক ঝাঁক সাদা পায়রা মত্ত আনন্দে পাকের পর পাক মারে। জীবনদেবতাকে করুণ মুখে বলি, অর্থ যে আমার হবে না, আমি যে এই চিরকুট আকাশে ছবিটিরই জন্যে বারে বারে দরিদ্রের ঘরে আসতে চাই। ওই উত্তরপশ্চিম দিয়েই যে আমার মা আসেন আগমনীর শঙ্খধ্বনিতে।

অনেক কষ্টে পয়সা জমিয়ে সেবার পুজোর আগে জীবনসঙ্গিনীর জন্যে নিজের পছন্দমতো একটা দামী শাড়ি কিনেছিলুম। ফুটপাতে

দাঁড়িয়ে মনে মনে খুব সাজিয়েছিলুম। এলিজাবেথ টেলার-এর কাছ থেকে হীরে ধার করেছিলুম। ইংল্যান্ডের রানীর মাথা থেকে মুকুট খুলে এনেছিলুম।

সেই আশ্চর্য উপহার পেয়ে, শাড়িটা বুকের কাছে তুলে ধরে লাজুক লাজুক মুখে বলেছিল, বহুদিন এইরকম একটা শাড়ির খুব শখ ছিল। যেদিন সকলের, তোমার পিসতুতো বোনদেরও এইরকম দিতে পারব সেই দিন পরে বেরোবো।

পরা হয়নি। সাধারণ শাড়ি পরে লাল পাড়ের আগুন রাঙা গৌরব নিয়ে সে চলে গেছে। আশ্বিনের রোদে সেটিকে মেলি বছরে একবার—স্মৃতির শিউলি ঝরে ঝরে পড়ে ॥

শুভানুধ্যায়ী

কতরকমের মানুষই না আছেন। যতমত ততপথের মতো, যত মানুষ তত রকম। রকম রকম। তা তো হবেই। কত রকমের সবজি, ফুল, ফল, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ কেন রকমরকম হবে না।

এক ধরনের মানুষ আছেন অভিভাবক টাইপ।

বাজার করে ফিরছি, পথে দেখা, 'এই যে আছ কেমন ? একটু যেন রোগা হয়েছ ?'

—আজ্ঞে, তা বয়েস হয়েছে, তা ছাড়া কত রকমের টেনসান ?

—না, না, ও ব্যাখ্যা শুনব না। জীবন মানেই টেনসান। টেনসান কার নেই, একমাত্র পাগল ছাড়া। এই যে কথা বলছি, আর ওই যে লরিটা আসছে, ব্রেক ফেল করে, কি টাইরড কেটে ঘাড়ে উঠে পড়তে পারে। কী মনে কর, তোমার ওই ব্যাগের একটা হাতল ছিঁড়ে সব বাজার রাস্তায় পড়ে যেতে পারে। ছাতের আলসে থেকে একটা থান ইট আমাদের মাথায় পড়তে পারে। নিদেন একটা কাক আমার এই গেরুয়া পাঞ্জাবিটা নষ্ট করে দিতে পারে। তুমি বাড়ি ফিরে দেখতে পার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে গেছে। ওই যে কুকুরটা শুয়ে আছে, গাড়ির চাকা থেকে একটা ইট ঠিকরে এসে লাগতে পারে, কুকুরটা ঘ্যাঁক করে আমাদের পায়ে কামড়াতে পারে। ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে, খাতা দেখার কারসাজিতে ফেল করতে পারে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে। স্ত্রীর ক্যানসার হতে পারে। তোমার নাতনি বারান্দায় ঝুঁকে রাস্তা দেখছে, ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ে যেতে পারে। ওষুধের শিশির সিল খুলতে গিয়ে আঙুলে টিনের খোঁচা লেগে তোমার টেটেনাস হতে পারে। পৃথিবীটা কী সহজ জায়গা ভাই ! টেনসান নয়, তোমার সুগার হয়েছে। এখন হল কত ? সে যাই হোক থার্টি ক্রস করেছে। অ্যায়, দিস ইজ দি রাইট এজ ফর সুগার। আজই।

—আজ্ঞে, আজই মানে ?

—মানে আজই ব্লাড টেস্ট করাবে ফর সুগার। কয়টায় খাওয়া হবে ?

—তা ধরুন একটায়।

—ধরাধরি নয়, একটার সময় খাবেই খাবে। আমি উদয়কে পাঠিয়ে দেবো ঠিক তিনটের সময়, ব্লাড নিয়ে যাবে। মোস্ট রিলায়েবল ল্যাবরেটারি। এসব আবোল তাবোল জায়গা থেকে কখনো করাবে না। আমার একবার কী হয়েছিল জানো, রিপোর্ট এল, লেখা রয়েছে প্রেগন্যান্ট ! একমাত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব ছাড়া কোনো পুরুষ প্রেগন্যান্ট হয়নি। কী ব্যাপার ! উই আর সরি স্যার। প্রীতি বোস নামে দুটো স্যাম্পল ছিল, আমি ছেলে সে মেয়ে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। রিপোর্ট দেখে প্রথমে আমার বউয়ের খুব আনন্দ হয়েছিল। পৌরাণিক যুগ ফিরে এল। কাগজে তোমার নাম বেরোবে। সবাই দেখতে আসবে। একশো টাকা টিকিট। দুটো শো দোবো, ম্যাটিনি আর ইভনিং। গিনেসবুকে নাম বেরোবে। আমরা অ্যামেরিকা যাব। দেখেছ ! তুমি যাকে ভুঁড়ি বলতে, সেটা ভুঁড়ি নয়। তাই বলি, মদ খাও না, ভুঁড়ি এল কোত্থেকে। এইবার বুঝবে, মা হওয়া কী মুখের কথা ; কিন্তু সমস্যা একটাই, ছেলেই হোক মেয়েই হোক, সে তোমাকে বাবা বলবে, না মা বলবে।'

—কত দিন আগের ঘটনা ?

—সে আমার মধ্য যৌবনের ঘটনা। সে ল্যাবরেটারি পটল তুলেছে।

—মাইকেল জ্যাকসানের নাম শুনেছেন ?

—মুম্বাইতে যে নেচে গেল ?

—বলুন তো ছেলে না মেয়ে !

—না, ওসব খবর আমি রাখি না। আমি এখন তোমাকে নিয়ে চিন্তিত। লাস্ট মানথে তোমাকে যা দেখেছি, আজ তুমি তার হাফ। কেন ? উই মাস্ট ইনভেস্টিগেট। যদি সুগার হয়েই থাকে। আহা থাকে কেন ধরো হয়েইছে। হয়েছে, হয়েছে। সো হোয়াট। আমার কাছে জামকাঠের জামবাটি আছে, তোমাকে লোন দেবো। রাতভর জল রেখে, সকালে খালি পেটে চোঁ চোঁ করে মেরে দেবে। শোনো, শোনো, এ হল ম্যানেজমেন্ট সায়েনসের যুগ। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতোই সুগার ম্যানেজমেন্ট। ব্যাপারটা কন্ট্রোল রাখতে হবে। থেকে থেকে ব্লাডটেস্ট আর স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল ওভার খাওয়া। স্বামীজি কী বলে গেছেন ?

—বলে গেছেন, যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী

বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশু মতো থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।

—যাঃ, কোথা থেকে কোথায় গেলে, ওই একটাই বুঝি মনে আছে। হচ্ছে কথা ডায়াবিটিসের। স্বামীজি পরিস্কার বলছেন, ময়রার দোকান যমের বাড়ি। তোমাদের ফ্যামিলিতে বেশ্যাগমনের মতো ময়রাগমনের ব্যাড হ্যাবিট আমি লক্ষ্য করেছি। তোমার দাদু পান্তুয়া খেয়ে খেয়ে উদুরিতে মারা গেলেন। তোমার বাবা গেলেন ক্ষীরমোহনে, তুমি যাবে কমলাভোগে। আমি প্রায়ই দেখি, তুমি মধুর দোকানের দরজার আড়ালে ঘোমটাটানা কুলবধূর মতো গপাগপ কমলাভোগ সাঁটাচ্ছ। তোমাদের ফ্যামিলিতে লুচি, আলুভাজার ভয়ানক উৎপাত। খাস্তাকচুরির নামে তোমাদের বোম্বাই নাচ শুরু হয়। কাপুরুষদের কথা ত অনেক শুনলে, মহাপুরুষদের কথায় কান দিয়ে দেখ না। স্বামীজি কি বলছেন!

—জ্যাঠামশাই একটু তাড়া ছিল আজ।

—সেই কেস, দাদা পাইলে আয়, মাস্টারশালা অঙ্ক শেখাচ্ছে। করো ত সরকারি চাকরি! বারোটায় হাজিরা, সারাদিন, হয় ক্রিকেট, না হয় ফুটবলের আলোচনা, আর না হয় নরসিংহ, আই টি সি ক্ল্যাসিক! কাজের কথাটা শুনে যাও। দাঁত ছিরকুটে পড়লে কে দেখবে তোমাকে! স্বামীজি বলছেন, 'খিদে পেলেও কচুরি, জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও,—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে।'

—তা হলে আসি।

—না, এখনও হয়নি। একটা প্রসঙ্গ ধরলে, সেটাকে শেষ না করে ছাড়া উচিত নয়। এইজন্যেই একালের বাঙালির কিছু হল না। যা হয়ে গেছে সব সেকালে, আমাদের কালে। ঈশ্বরচন্দ্র ধরলেন, বিধবা বিবাহ, দিয়ে তবে ছাড়লেন। রবীন্দ্রনাথ ধরলেন কবিতা। শেষের কবিতা লিখে কলম বিসর্জন। মাইকেল বললেন, বাঙলা শিখবো, মেঘনাদবধ লিখেই ছাড়লেন, কত উদাহরণ তোমাকে দেবো। সাধারণ একটা ব্যাপারে দেখ—বিয়ে। আমাদের কালে গাঁটছড়া বাঁধলুম। একজন আর একজনকে ধরলুম। যতদিন না মরছে ততদিন ধরেই রইল। সে যেমনই হোক। তোমাদের কালে ধরছ ছাড়ছ। মহীতোষের মেয়ের তিরিশ বছরে দুটো বিয়ে হয়ে গেল।

—জ্যাঠামশাই ! আমার তো সুগার এখনো হয়নি !

—তোমার চেহারা, চুল, চোখ বলছে হয়েছে। কতটা হয়েছে, সেটা জানা যাবে কাল ! এখন কথা হল, সেটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে। এ সম্পর্কে স্বামীজি কী বলছেন :

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু-চার জনের মাথা ঘামিয়ে বাকি সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল ? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। পায়ের মাংস লোহার মতো শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বসো না। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে একশো ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা।

এই হল কতা ! সুগার যখন হয়েছে, হতে দাও। সুগারেরও যম আছে। যমের যমকে এক কথায় কী বলে !

—আজ্ঞে ! জানা নেই।

—জামাই। সুগারের যম হণ্টন। রোজ হেঁটে অফিস যাবে হেঁটে বাড়ি ফিরবে। বিরাট ব্যাগে এত কী বাজার ?

—বেশিটাই আলু। একেবারে পাঁচ কেজি ফেলে দি হেঁসেলে। কিছু না হোক, ডাল, ভাত আলুভাজা।

—একে আলু, তায় ভাজা, একা রামে রক্ষা নাই, দোসর লক্ষ্মণ। এই আলুখেকো বাঙালির সুগার ফ্যাকট্রি হবে না ত কী স্টিলফ্যাকট্রি হবে। যাও আলু ফেরত দিয়ে পেঁপে, কাঁচকলা কিনে আন। •

ডগ স্টাইল

কোনো একটা সময়ে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে হয়, কী করলে বাপু এতকাল, অতঃপর কী করবে! যখন ছাত্র, তখন জীবনের একটা মানে, একটা উদ্দেশ্য বোঝা যায়। লেখাপড়া করতে হবে। পরীক্ষায় উত্তম নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। রেজাল্ট ভাল করতে পারলে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা। লাগদাঁই চাকরি হিপোপটেমাসের মতো হাঁ করে থাকে, গপাক করে গিলে নেবে। ঠুনকো অহঙ্কারের পুলটিশ মেরে দেবে। আমি বিগবস। সাধারণের থেকে আলাদা। ঝোলে ঝালে অম্বলে ভুঁড়িতে গর্দানে স্বতন্ত্র এক জীব। লোকে সমীহ করলে আনন্দ পাই। পাঁচজনের সঙ্গে না মেশাটাই আমার আভিজাত্য। আমি টং-এ ঝুলে আছি। ঝুলেই থাকব।

পাশ্চাত্য ধারার জীবন। স্রেফ নিজেকে নিয়ে বাঁচা। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে, যাও পাখি উড়ে যাও, নিজের দানা খুঁটে খাও। বাবাও নেই, মাও নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও অবশ্য এমন কথাই একদিন মাস্টার মশাইকে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই উপদেশ চাইছেন, 'আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।'

মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন, 'আজ্ঞা পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন ?'

ঠাকুরের উত্তর, 'তাদের খাওয়াপরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর এদের ভার লবার দরকার নাই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে!'

ঠাকুর এটি বলেছিলেন এই কারণে, যে মানুষ ভোগ থেকে ত্যাগের পথে গিয়ে অবশেষে জীবনের সারাৎসার খুঁজে পাবে। অভিমন্যু হয়ে ভ্যা ভ্যা করে মরবে না। ব্যূহ ভেদ করার কৌশলটি জেনে সংসার করবে. যথাসময়ে কেটে পড়বে। মৃত্যুর অনেক আগেই সংসারে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। দুধ শুকনো গরুর মতো। চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা ইত্যাদি কারণে সরাসরি ছেলেরা বলতে পারে না, ফাদার এইবার পটল তোলো

ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে ছবি করে ঝুলিয়ে দি।

থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেই বোঝা যাবে, লায়েক ছেলের সংসারে পেনসানভোগী হয়ে কত্তাত্তি করার কোনো মানে হয় না। যারা এক সময় তেল দিত, তাদের তেল মেরে বিশেষ সুবিধে হয় না। ছেলে প্রেম করে বিয়ে করবে। ছেলের মা আরো পলিটিসিয়ান। কত্তাকে বলবেন, দক্ষিণের ঘরটা ওদেরই ছেড়ে দাও। ফ্রেশ এয়ারে রিফ্রেশড হতে হতে সংসার করুক, আমরা বরং উত্তরেই যাই। ওই দিকেই তো যমের দুয়ার। পুত্রবধূ যদি চাকুরে হয় তাহলে তো হয়েই গেল। তিনি সেবা করবেন কী, তাঁরই সেবা করতে হবে। তিনি কেবল উঃ আঃ করবেন। সকালে অফিসের তাড়া, রাতে ফেটিগ আর মাথাধরা। ঘর থেকে অফিস, অফিস থেকে ঘর। মাঝে মধ্যে মুড ভাল থাকলে শ্বশুর-শাশুড়ীর এলাকায় বেড়াতে আসবেন কিছুক্ষণের জন্য। একজনের ক্রনিক ব্রংকাইটিশ, আর একজনের আরথারাইটিশ। ইনি কাশছেন, উনি কোঁত পাড়ছেন। কাঁহাতক পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, আর জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি...বলে ভক্তি করা যায়। বরং অদৃশ্য ভগবানকে করা যায়, কারণ নারায়ণ কাশেন না, মা লক্ষ্মীর বাত হয় না, মাঝরাতে বেপট সময়ে মহাদেবের হার্ট অ্যাটাক হয় না। তাঁরা অতিশয় সুভদ্র। মাকড়শা নাচছে, আরশোলা খোঁচা মারছে, ইঁদুর সন্দেশ কুরে খাচ্ছে, টিকটিকি মাথার ওপর গোলা বর্ষণ করছে, তাঁরা নির্বিকার। অনেক সংসারে পুত্র আর পুত্রবধূ নিজেদের ঘরে তালা ঝুলিয়ে অফিসে যান। একটি মটোরবাইক। শামু উঠে পড়ল, শ্যামলী পেছনে ঝুলে পড়ল। গড়গড়িয়ে অফিস। তালা মারার কারণ! কিছু কিছু জিনিস যেন সরে যাচ্ছে। আবার সরে না গেলেও অনুসন্ধানের প্রমাণ রয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটির চিহ্ন। এমন কাজ কে করতে পারে! কাজের লোক! না, তার এত সাহস হবে না! তা হলে! বুঝিয়া লহ।

এরপরে আছে ভ্রমণ। লম্বা ছুটি নিয়ে, হয় কেরালা, না হয় মানালি। অনেককেই বলতে শুনি, ডাক্তার বললে, কোনো ভয় নেই। রিজার্ভেসান যখন হয়ে গেছে বেরিয়ে পড়ুন। আমি টেনে রাখছি, ফিরে এলে, রেস্ট নেওয়ার পর ছেড়ে দেবো। বিশ্বাস করেই কাল হল। এসে দেখছি পাউডার হয়ে গেছে। শেষ অ্যাডভাইসটা শোনা হল না।

ছল ছল আঁখি, বাবা আমাকে কী ভালই বাসত। ডার্বি জুতোর মতো। পালিশ মেরে চকচকে। কেউ ধরাধরা গলায়, মায়ের মতো মা চলে গেল। নাড়ুটি ঠোঁটের কাছে ধরে খা বাবা, খা বাবা। ক্যা অ্যামন করবে! ওয়াইফ!

ওয়াইফ কাঁদতে গিয়ে ঢেঁকির মতো লাফিয়ে উঠবে—অকৃতজ্ঞ, বেইমান। যখন ডেঙ্গু হয়েছিল সারা রাত জেগে কে কোমরে লাথি মেরেছিল ! তোমার গব্বধারিনী মা। আমেন ! আমেন !

খ্যাড়খ্যাড়ে, ঠোঁটকাটা প্রতিবেশী বৃদ্ধা বলছেন, ও বাছা। যৌবন যে কর্পূর ক্রমশই উবে গিয়ে পড়ে থাকবে দুটি মরিচ। আর ওই যেটিকে মানুষ করছ, ময়রার দোকানের মালিকের মতো ছানা-ছানা চোহারা, উটি হল, এই স্লাই ফক্স মেট এ হেন। তোমরা তিরিশে ফস্কে ফক্স হয়েছ, ও ষোলোর আগেই ফক্‌সে যাবে। এক সাইডে বুমকি, আর এক সাইডে ঝুমকি। ওয়েস্টার্ন স্টাইল।

দুঃখ করে লাভ নেই। মানুষ থেকে মানুষটাকে বের করে দেওয়ার শিক্ষায় মানুষের এই অবস্থাই হবে। তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে দু'হাজার নশো নিরানব্বই কোটি এই কায়দাতেই বড় হয়, বুড়ো হয়, মরে যায়। বিদেশের অবস্থা অতি শোচনীয়। বিয়ে উঠে গেছে, ব্যবসা কী দোকান উঠে যাওয়ার মতো। এখন শুরু হয়েছে, 'লিভ টুগেদার'। থাকাথাকি, ভাল না লাগলে ছাড়াছাড়ি। বংশধরদের কথা কে ভাববে ! সরকার ! পয়সা আছে, শয়ে শয়ে 'হোমস' তৈরি হবে। সেখানে মানুষ হবে মানুষের অপ্রেমের বাচ্চা। এর নাম 'ডগস্টাইল'। ডলার, পাউন্ডের অভাব নেই। সি বিচে শুয়ে পড় সানট্যান লোশান মেখে। চোখে বহুমূল্য সানগ্লাস। চুমুকে চুমুকে সরাব। কেন্টাকি চিকেনে কামড়। সার্ফিং, গ্লাইডিং। এই ছুটিতে মায়ামি, ত ওই ছুটিতে আকাপুলকো। ঝকঝকে গাড়ি, বাগান ঘেরা বাড়ি, পকেট ভর্তি ডলার, সঙ্গে রিক্তবসনা নর্মসহচরী। জীবনের জগয়ান গাই। কোন জীবনের ? ভোগী স্বার্থপরের জীবনে। নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত আনন্দ উপভোগের ফসল শিশুরা আনন্দনিকেতনে সমাজসেবীদের হেফাজতে পরিবর্ধিত। তারা শয়নের আগে স্নেহহীন শীতলশয্যায় হাঁটু মুড়ে, জোড় হাতে, প্রথামত প্রার্থনা করবে,

Angel of God, my guardian dear,
To Whom his love commits me here,
Ever this day be at my side
To light and guard
To rule and guide.

ওদের পয়সা আছে, অরগ্যানাইজেসান আছে। আমাদের কী আছে ! ফুটপাত আছে, ঝুপড়ি আছে, সমাজবিরোধী আছে, দাদারা আছে, চায়ের দোকান, পাইস হোটেল, গ্যারেজ, অথবা ট্রাকের খালাসি হওয়া আছে।

আবার চাইল্ড লেবারের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাপ্টারের সেমিনারে গরম গরম পেপার পড়া আছে।

ও দেশের এক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক ব্যক্তি তাঁর জীবনকথায় লিখছেন :

আমার পিতার তিন সন্তানের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। বিবাহিত জীবনের চারবছরের মধ্যে তাঁর তিনটি সন্তান হয়েছিল। আমার বয়েস যখন মাত্র দুই তখন আমার বাবা মাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে চিনি না, জানিও না। আমার এই বাবা ছিলেন, অলস, কর্মবিমুখ, মদ্যপ। আমার মাকে নির্যাতন করতেন। দু-একবার জেলও খেটেছেন। আমার মা একটি লজেন্স আর চকলেটের দোকানে ক্যান্ডি গার্ল হিসেবে চাকরি করে সপ্তাহে সতের ডলার পেতেন। অতি সামান্য এই উপার্জনে সংসার চালানো দুঃসাধ্যই ছিল। পুরো টাকাটাই চলে যেত পথখরচে আর আমাদের জন্যে যিনি বেবিসিটার ছিলেন তাঁর মাইনেতে।

অবশেষে আমাকে পাঠানো হল এক 'ফস্টার হোমে'। আমার সেই পলাতক পিতার প্রতি এক ভয়ঙ্কর আক্রোশে আমি বড় হতে লাগলুম। আমার মাকে আমাদের তিন ভাইকে যে এত কষ্ট দিতে পারে, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন শয়তানকে আমি দেখে নোবো। সেই পলাতককে আমি খুঁজে বের করবই। প্রশ্ন করব, আর ইউ এ ম্যান অর এ বিস্ট!

তিরিশ বছর ধরে চলল এই অনুসন্ধান। অবশেষে জানা গেল, দশবছর আগেই তিনি মারা গেছেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর নিঃসঙ্গ হয়ে যে শহরে ছিলেন, সম্ভাব্য সেই শহরের নামও মিলল। ভদ্রলোক ছুটলেন সেই দূর শহরে। তিনি জানতে চান ঘৃণিত সেই পিতার অবসান কাহিনী। কোথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। প্রথমেই ভাড়া নিলেন একটি গাড়ি। একেবারে মোড়ক খোলা একটি গাড়ি। তিনিই প্রথম আরোহী। সিটে বসে সিট বেল্ট খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় গেল! ভাবছেন গাড়িটা পাল্টাতে হবে হয়ত। অবশেষে পলিথিনে মোড়া ব্র্যান্ড নিউ সিট বেল্ট বেরলো আসনেরই তলা থেকে। মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে পড়ল অবাক করা একটি কার্ড। লেখা রয়েছে, ক্যান্ডল লাইট ইন। যাবতীয় পথ নির্দেশ। ছোট্ট একটি ম্যাপ। কার্ডটা পকেটে রাখলেন। গেলেন পেট্রল স্টেশানে। ট্যাঙ্ক ভরতে ভরতে প্রশ্ন করলেন, এখানে গ্রেভইয়ার্ডটা কোথায়! মালিক বললেন, একটা তো নয়, আছে তিনটি সমাধিস্থান। ডাইরেক্টারি থেকে তিনটিরই নম্বর পাওয়া গেল। প্রথমটি এনগেজড, দ্বিতীয়টি নো রিপ্লাই, তৃতীয়টিতে সাড়া পাওয়া

গেল। ভদ্রমহিলা সব শুনে বললেন, দাঁড়ান রেকর্ড দেখি। দশ মিনিট অতিবাহিত। যখন ভাবছেন, ছেড়ে দেবো, তখনই কণ্ঠস্বর—হ্যাঁ, আপনার পিতা এখানে আছেন।

—আমি একবার যেতে পারি আজই ?

—অবশ্যই পারেন, ডিরেকসানটা বলে দি, কবরটা 'ক্যান্ডল লাইট ইন' এর ঠিক পেছনেই। ভদ্রলোক অবাক ! সিটবেল্ট থেকে এই সরাইখানার কার্ডই তো বেরিয়েছে। এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে।

দু বছরের পরিত্যক্ত বালক আজ তিরিশ বছরের সফল কৃতী যুবক। প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে অখ্যাত পিতার অবহেলিত সমাধির সামনে। আঠাশ বছরের জমাট ক্রোধ—কেন তুমি এমন করলে, আমি যে তোমাকে মারতে চেয়েছিলুম। অন্ধকার আকাশ, নির্জন নিস্তব্ধ সমাধি। ক্রোধী সন্তান সরবে কথা বলছে, প্রায় চিৎকার কিরে। কবরের কাছ থেকে চাইছে জবাবদিহি। ঘণ্টা অতিবাহিত। হঠাৎ মনে হল তাঁর, আকাশই পিতা। তিনি বলতে চাইছেন পুত্র ! তুমি বুঝলে না, হাত ধরে আমিই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, একটি কথা বলার জন্যে—রাগ নয়, আমাকে করুণা করো, আধুনিক জীবনের অপরাধে মৃত্যুর দণ্ডপ্রাপ্ত আমি এক অসহায় অপরাধী। ফুরোবার আগেই ফুরিয়ে গেছি।

অন্ধকারে ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে সন্তান—ক্রোধ রূপান্তরিত অনুকম্পায় ভালোবাসায়। কাঁদছে সে—বলছে সে—I send you love...I send you love...Honestly I send you love.

ঘুঘু চরাবে

কিছু মানুষ আছেন দেখা হলেই এমন সব কথা বলবেন, ভয়ে রাতের ঘুম চলে যাবে। এঁরা বোধহয় পূর্বজন্মে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন।

একটা শ্যাম্পু কিনছি, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রশ্ন করছেন,

—মাসে কটা লাগে ?

—কোনো মাসে দুটো, কোনো মাসে আড়াইটে।

—এক একটার দাম কত ?

—ব্র্যান্ডের ওপর নির্ভর করে।

—অ্যাভারেজ করো।

—ধরুন চল্লিশ।

—তার মানে, মাসে একশো টাকা। সাবান লাগে কটা ?

—ছটা তো লাগেই।

—কত দাম ?

—ওই একশো ট্যাকশো হবে।

—হিসেবের খাতা আছে ? রোজকার খরচের হিসেব টু দি পাই লেখ ?

—আজ্ঞে না।

—মাইনে কত পাও ? বিশ, পঁচিশ হাজার !

—পাগল হয়েছেন।

—অর্থাৎ সজ্ঞানে, সশরীরে, সুস্থ চিত্তে, সপরিবারে ভরাডুবির দিকে চলিয়াছ। মাসে পাঁচ থেকে ছশো টাকার কসমেটিকস ! তোমার স্ত্রীর চুল আধুনিক বব ছাঁট, না সেকেলে লম্বা ?

—সেকেলে লম্বা।

—হয়ে গেল। এক এক চোটে এক ফাইল। সর্বাঙ্গে সাবান মাখো ?

—অবশ্যই।

—রোজ ?

—অবশ্যই।

—হয়ে গেল। ঘুঘু চরল বলে। সঞ্চয় টঞ্চয় হচ্ছে ?

—আজ্ঞে না।

—যে ভাবে খুশি খুশি মুখে বলছ, যেন মহাবীরত্ব। সংসারী মানুষ উইদাউট অ্যানি সঞ্চয় ! তেলের হিসেব নেই গাড়ি চালাচ্ছে ?

—আর কত ভাবব বলতে পারেন, যা হয় হবে !

—কেউ দেখবে না ছোকরা, যখন দাঁত ছিরকুটে পড়বে কেউ পাশে এসে দাঁড়াবে না. যে দাঁড়াবে, সে হল তোমার সেভিংস। টারগেট মিনিমাম চার লাখ।

—চার লাখ মানে ?

—আগে বলত লাখোপতি। লাখ এখন নস্যি। ব্যবসাদার, কালোয়ারদের ছেলেরা এখন রোজ সন্ধেবেলা ট্যাঁকে লাখ নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের বারে গড়াগড়ি দিতে যায়, তাদের বাবাদের খামারে, মাচায়, বাথরুমের কমোডে কোটি কোটি ভাগা দিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা থাকে। কে এক সদাশিব কোটি টাকা নদীর ধারে বসে পুড়িয়েছে। কোথায় আছ তুমি ! বাজে খরচ বন্ধ করো। চুল নিয়ে চুলোচুলির কী আছে ?

তো কী ধারণা, ফুরফুরে চুল বিশ্বসুন্দরী তোমাকে জাপটে ধরবে ! শোনো, টেকোর যদি টাকা থাকে তাহলে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি জ্যাকলিন কেনেডিও ছুটে আসবে। কেনেডি মারা যাওয়ার পর কী হল ! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জ্যাকি দিদিমণি ঝুলে পড়লেন বুড়ো, জরদ্গব টেকো ওনাসিসের গলায়। লোকটা ডলার দিয়ে তৈরি। যেখানে হাত দেবে ডলার। ভায়া ! ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। Lord Byron কী বলেছিলেন জান ?

—আমি Byron সেভাবে পড়িনি।

—তা কেন পড়বে। তোমরা পড়বে ট্র্যাশ ম্যাগাজিন আর ছ্যাঁচড়া খবরের কাগজ। বায়রন ডনজুয়ানে ছোট্ট একটা লাইন লিখেছিলেন—Ready money is Aladdin's lamp.

—কিন্তু আমি যে বাইবেলে পড়েছি—The love of money is the root of allevil.

—ছোকরা পাকামো কোরো না, আমার বয়েস তোমার ডবল। তোমাকে লাভ করতে বলিনি একটু মিতব্যয়ী হতে বলছি। সমারসেট মমের নাম শুনেছ ?

—এটা শুনেছি।

—আমার চোদ্দপুরুষে ভাগ্য। কী বই পড়েছে ?.

—মুন অ্যান্ড দি সিক্স পেন্‌স, অফ হিউম্যান বন্ডেজ।

—বন্ডেজের সেই লাইনকটা মনে পড়ে। Money is like a sixth sense without which you cannot make a complete use of the other five.

—তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলছেন ?

—চুলে কাপড়কাচা সাবান বোলাও, তারপর এক ফোঁটা সরষের তেল।

—মেয়েরা শুনবে না।

—তাদের বোলো, ঘোড়াকে শ্যাম্পু মাখালে সুস্মিতা সেন হয় না। পেটে প্রোটিন, ভিটামিন ঢোকাতে হয়। হজম করার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়। সর্ব অঙ্গে রোজ সাবানের কী প্রয়োজন ! হাতে আর পায়ে মেখে ছেড়ে দাও। শুনে রাখ ওয়াটার ইজ দি বেস্ট কসমেটিক। এতে তোমার বছরে হাজার চারেক টাকা সেভিংস হবে। দশবছরে চল্লিশ। এইবার একটা মানিপ্ল্যানে ঢুকিয়ে দাও। আরো ঢোকাও, আরো ঢোকাও, জীবনের শেষকালে সুদের টাকায় বসে বসে ল্যাজ নাড়। আর কী কী অপচয় আছে ?

—বই কিনি, মাসে পাঁচশো, সাতশো।

—সর্বনাশ ! ঘোড়া রোগ। কে পড়বে ?

—আমি পড়ব।

—কখন পড়বে ?

—রিটায়ার করার পর।

—ছাগল আর কাকে বলে ! সবই তো পেপার ব্যাক !

—তা তো বটেই, হার্ডকভার কেনার পয়সা কোথায় !

—পাঁচ বছর পরে সব বই ছাতু হয়ে যাবে। জ্ঞানের ছাতু, ছোলার ছাতু হলে কথা ছিল না। এখনই চশমা, যখন রিটায়ার করবে তখন সেমিব্লাইন্ড। তুমি কী অক্ষয় যৌবন নিয়ে এসেছ ভাবো ! এর চেয়ে রোজ দুটাকা দিয়ে একটা করে থান ইট কেনো। দশবছর পরে কাজে লাগবে। ছেলের বিয়ে দেবে, তখন একটা ঘরের প্রয়োজন হবে। বই কিনছেন, বই ! তোমার বউ কি চোখে ফেট্টি বেঁধে আছে ! দেখতে পাচ্ছে না, রেস খেলে ভবিষ্যৎ শেষ করছে !

—রেস তো খেলি না !

—আরে বইয়ের নেশা আর রেসের নেশা দুটোই এক ! টাকার নেশা ধরাও। খুব তো বই কেনো, ডিকেন্সের কপারফিল্ড পড়েছ ?

—অবশ্যই।

—তাহলে মনে করতে পারছ না কেন ? মেমারি নেই। খাবারে প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব। ডিকেনস লিখছেন, Annual income twenty pounds. annual expenditure nineteen nineteen and six, result hapiness. Anual income twenty pounds. annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery.

আয়টি বুঝে নিয়ে ব্যয়। টপকেছ কী মরেছ! ত্রৈলোক্যবাবুর নাম শুনেছ ?

—হাস্যরসিক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়! ডমরুচরিত।

—রাইট। সেখানে একটি কথা আছে—বড়লোক হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় খরচ না করা।

—কৃপণ হতে বলছেন ?

—আজ্ঞে না! টাকার মর্ম বুঝতে বলছি। Benjamin Franklin-এর একটি উপদেশ শুনে রাখ—If you would know the value of money, go and borrow some.

—আপনার কিন্তু খুব লেখাপড়া, তার মানে আমার মতো বই কেনেন।

—পাগল হয়েছে! একটা পয়সা বাজে খরচ হলে আমি তিনদিন প্রায়শ্চিত্ত করি। আমি তোমাদের মতো ছাগল ধরে খাই। তোমরা কিনবে আমরা পড়ব। বোকায় কেনে বই বুদ্ধিমানে পড়ে। দোকানদার আমার বন্ধু। শেষে বিরক্ত হয়ে বলছে, 'নিবি না তুলে রাখব।'

—অবশ্যই নেবো, না নিয়ে বাড়ি ঢুকলে রক্ষে থাকবে, আজ সব বিয়ের নেমুন্তন্য আছে! খাতায় লিখে রাখ।

এই ভয়ধরান ভদ্রলোক নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন, 'তুমি কি খাতায় নাও ?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কারুর বাবার ক্ষমতা নেই তোমাকে বাঁচায়। পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম। উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ মানেটা শুনে রাখ, সাপকে দুধ খাওয়ালে তাদের বিষই বাড়ে, সেইরকম মূর্খদের উপদেশ দিলে তাদের রাগ বাড়ে। রেগে যায়। যত ভালভাবেই উপদেশ দাও, কিস্যু হয় না। সব বৃথা। করিষ্যামি করিষ্যামি করিষ্যামীতি চিন্তয়া। মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি বিস্মৃতম্॥ মহাসুখ, মহাসুখ, মহাসুখে বাঁচব। ওরে ব্যাটা ওরে ব্যাটা গেলি ভুলে একদিন যে মরব॥

চলে গেলেন। বন্ধু বললে, জ্ঞানদা! তখন হেসেছিলুম। গভীর রাতে

চিন্তা এল। সাপের মত কুণ্ডলী খুলছে। বেপরোয়া বাঁচা। চলছে, তবে কতদিন চলবে ! ভিত নেই, বাড়ি দুলছে। বাঁচা আছে ভাবনা নেই। চলা আছে লক্ষ্য নেই। যতদূর যাওয়া যায়, তারপর বসে পড়া। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, পরিকল্পনা নেই। একটু একটু করে আত্মহত্যা। জীবনের নাট বল্টু, প্যাকিং ম্যাকিং সব খুলে গেছে।

বিশাল জ্যামে যাত্রী ঠাসা বাস আটকে গেছে। ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন মায়েরা। বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি তাঁদের মুখ। সব মুখই মৃত। এতটুকু আলো নেই। কোথা থেকে কোথায় চলেছেন ! সমাধানহীন সমস্যা। যৌবন না পেরোতেই বার্ধক্য ! চিন্তার এদিক ওদিক নেই—শুধুই দুশ্চিন্তা। রাত আসে, দিন আসে ভাগ্য ফেরে না। সৎ উপোস করে অসৎ খেয়ে মরে। সম্পূর্ণ অভিভাবকশূন্য বিশাল একটা দেশ। মুম্বাই সুন্দরী পূজার উদ্বোধন করেন, পাঁচিল চাপা পড়ে মারা যায় বালিকা। জ্ঞানী, বিজ্ঞ, সবজান্তা মধ্যবিত্তের ঘরে টিভির কাচে অষ্টপ্রহর নেচে যায় অবাস্তব এক জগৎ। ভোগ্যপণ্যের অশালীন বিজ্ঞাপন ঘুরে ঘুরে আসে। কাজের মেয়েটি ময়লা জামা পরে হাঁ করে দেখে। হাতে হাজা, গোড়ালি ফাটা, মাথায় উকুন। আর কাজিয়া করে দম্পতি। প্রেমপত্র লেখে বেকার ছেলে। বহুকালের বন্ধ কারখানার চিমনি শুয়ে পড়েছে। অন্ধকার কন্দরে ডনেদের ঠেক।

জয়স্তে কলিরাজায় ধর্ম নাশায় নৃপবর।
যুবতি কুমতি সর্বে কিম্বাহ্লাদ মতঃপর ॥

রকম রকম কতরকম

কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের সব ব্যাপারেই খুব কৌতূহল। কে কী করছে! কে কেমন আছে! কার কী হয়ে গেল! হিউম্যান রাডার। স্যাটেলাইটও বলা চলে।

—এই যে, কোথায় গিয়েছিলে! অনেকদিন দেখিনি যে! এখানেই ছিলে?

—হ্যাঁ, কোথায় আর যাব!

—কেন? তুমি তো বছরে একবার বেড়াতে যাও, এবার যাওনি?

—ভাবছি, যাব, তবে ট্রেনের ভাড়া যা বেড়েছে!

—তাতে তোমার কী! শুনলুম প্রোমোশান হয়েছে।

—প্রোমোশান হয়েছে, মাইনে বাড়েনি।

—সে আবার কী! ডাব হয়েছে জল হয়নি! এরকম হয় না কী!

—খুব হয়। চাকরির শেষের দিকের প্রোমোশানে তাই হয়।

—থাক, বগলে ওটা কী?

—টেপ রেকর্ডার।

—নতুন কিনলে বুঝি?

—না না, সারাতে দিয়েছিলুম।

—বিলিতি?

—খাঁটি দিশি।

—কত দিয়ে কিনেছিলে?

—সাতশো।

—এখন কত দাম হবে?

—তেরো শো।

—কী হয়েছিল?

—জ্বর।

—টেপরেকর্ডারের জ্বর!

—অ। আমি ভাবলুম আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন। এটার টেপ হেডটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

—তোমার যে পাইলস বেড়েছিল সে খবর আমি রাখি। এখন ভাল আছ তাও জানি।

—কী করে জানলেন ?

—আমার সোর্স আছে। আচ্ছা, ওই মহিলাটি কে ?

—কোন মহিলা ?

—দিন পনের আগে যার সঙ্গে সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে হাসতে হাসতে যাচ্ছিলে।

—অ, ও তো আমার প্রেমিকা।

—অ্যাঁঃ, তোমার স্ত্রী জানে ?

—কেন জানবে না, ওর সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হয়েছে।

—তোমার বউ ? তোমার কটা বউ ?

—আদি, অকৃত্রিম একটাই বউ।

—তোমার বউয়ের ত বড় বড় চুল ছিল !

—যখন ছিল তখন বিউটি পারলার ছিল না।

—কি জানি, কার বউকে নিজের বউ বলে চালাচ্ছ !

—নিজের বউকেই নিজের বউ বলেই চালাচ্ছি, ছাড়াছাড়ি ত হয়নি।

—শুনেছ বোধহয়, হেমা ডিভোর্স পেয়ে গেছে !

—সে কী, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেল !

—আরে ধুর, সে তো মালিনী, আমি বলছি শুভ্রাংশুর বউ-এর কথা ! এক পাঞ্জাবিকে বিয়ে করলে।

—কে শুভ্রাংশু !

—তোমার মতো অ্যান্টি সোস্যাল আর দুটো নেই। পাড়ায় থাক, পাড়ার খবর রাখ না। চন্দ্রবাবুকে চিনতে ? যার দুটো বিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে হল শুভ্রাংশু, যে স্কুল ফাইনালে টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, তারপর অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক। হেমা তো হোটেলে নাচত ! সেইখানেই আলাপ, সেইখান থেকেই বিয়ে। বনের পাখি কি আর খাঁচায় থাকে ? যাক, তোমার শালীর কী অবস্থা !

—সেইরকমই আছে। স্লিম অ্যান্ড বিউটিফুল।

—আরে না রে বাবা, ছেলেটা ন্যাজে খেলাচ্ছিল, রাজি হয়েছে ?

—ছেলেটা খেলছিল শালী খেলাচ্ছিল। সামনের মাসে দুজনেই আমেরিকা যাচ্ছে।

—অ্যাঁ, আমেরিকা! যেখানে ঘরে ঘরে মটোরগাড়ি, দেয়ালের মতো টিভি স্ক্রিন!

—লাখ লাখ টাকা মাইনে।

—হলে কী হবে, সুখ নেই। শাস্ত্রে আছে, অপ্রবাসী, অঋণী হয়ে মরবে। যাক, যার যেমন বরাত! তোমার মেয়ের দাঁত সেট হয়েছে!

—দাঁত?

—হ্যাঁ গো, সামনের দুটো দাঁত উঁচু ছিল, মেটাল ক্লিপ লাগান হয়েছিল!

—আপনি জানেন?

—জানব না! আমি কি তোমার মতো অ্যান্টি সোস্যাল!

—কী ভাবে এতসব জানতে পারেন?

—ওই যে বলেছে, নো দাই সেলফ। তোমাকে জান। সেইটাকে বহুবচন করে নিয়েছি, তোমাদের জান।

—ও, এই মানে বুঝি? তা পদ্ধতিটা কী?

—তোমার পদ্ধতি কী হবে জানি না, আমার পদ্ধতি হল, রোজ সকালে একটা হাফ বয়েল আর এক কাপ লাল চা খেয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীতলার দালানে বসি, সামনেই রাস্তা, দোকান বাজার, গোটা পাড়ার মলাট খোলা, মানুষের অক্ষরে লেখা জীবন উপন্যাস। পড়তে জানা চাই, পড়ার ইচ্ছে থাকা চাই।

—এখনো হাফবয়েল চালাচ্ছেন?

—এই তো কয়েক মাস আগে পর্যন্ত জোড়া হাফবয়েল মেরে দিতুম। দুটো ডিম, হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। মেল ফিমেল। রিটায়ার করার পর ঝপ্ করে ইনকাম ড্রপ করে গেল, তখন আর জোড়া নয়, সিঙ্গল।

—ডিমের আবার মেল ফিমেল আছে না কী!

—কী জান তোমার! না থাকলে, মোরগ আর মুরগি হয় কী করে! মোরগের ডিম থেকে মোরগ, মুরগির ডিম থেকে মুরগি! যাক্, শুনেছ বোধহয়, ভবতারণের ফ্যামিলি ভেঙে গেল।

—কে ভবতারণ?

—অবাক করলে হে তুমি, পেছনের বাড়ির খবর রাখ না! ভবতারণ! পোস্টমাস্টার ছিল। গত বছর বউ মারা গেল। এক ছেলে! দেখেশুনেই

বিয়ে দিয়েছিল। হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল।

—দেখলেন বুঝি হাঁড়ি কিনতে!

—আরে না, পরপর তিনদিন লক্ষ করলুম। ওই যে সামনে নদের কলা, মুলো, আনাজপাতির দোকান। ভবতারণের ছেলে প্রথমে বাজার করে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই এল ভবতারণ। ছোট্ট একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে, একটা কাঁচকলা, ছোট্ট একটা পেঁপে, গোটা দুই আলু কিনে নিয়ে গেল। মুদিখানা থেকে একশো গ্রাম ডাল। ডালের খবরটা আমি বীরুকে জিজ্ঞেস করে জানলুম। এরপর আমি আর একটু গভীরে গেলুম। ওদের বাড়ি যে মেয়েটা কাজ করে, সে আমার কাছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিতে আসে। সব খবর বস্তাফুটো মটরের মতো বেরিয়ে পড়ল। ভবতারণ স্বপাকে একবেলা খায়। ভায়া! সংসার বড় সাংঘাতিক জায়গা!

—আপনি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন?

—করব না! ওতে একপুরুষ কেন, তিনপুরুষ জানা যায়। পিতৃকুল, মাতৃকুল। এই যে তুমি সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার যে পাইলস আছে, একথা কেউ জানবে? আমি জানি। কেন জানি তোমার ওয়াইফ একবার আমার কাছে ওষুধ নিয়েছিলেন। তখন জেনেছিলুম, তোমার এটা তিনপুরুষের উত্তরাধিকার। তুমি ডানপাশ ফিরে শুতে ভালবাস, চিৎ হলে নাক ডাকে। তুমি মিষ্টি ভালবাস না, ঝাল পছন্দ কর। তোমার পিঠ ঘামে। তোমার চুলে খুস্কি হয়। আচ্ছা যাও। মুক্তি মিলেছে। সবেগে প্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত। হঠাৎ শেষ প্রশ্ন—

—শোনো, কথাটা কি সত্যি! তোমার সঙ্গে তোমার বউয়ের তিনমাস বাক্যালাপ নেই!

—এইখানে একটা ইনফরমেসান গ্যাপ থেকে গেছে। আমি কথা বলি, সে বলে না। এইটা আমাদের অলটারনেট। পালা পড়ে। নীরব, সরব, সরব, নীরব। বলাবলি হলেই, লোকে বলাবলি করবে।

অনুসন্ধান

এই ভাদ্র মাস এলেই আজও আকাশে বাতাসে খুঁজতে থাকি, শরৎ তুমি কোথায় ! আকাশ ধুয়ে গাঢ় নীল কি বের করেছ। ভাসিয়েছ কি সাদা মেঘের ভেলা। ছেলেবেলাটা ফিরে আসে। আমাদের সময় মানুষের একটা নিষ্পাপ ছেলেবেলা ছিল। একালে সেটা নেই। সকাল থেকে সন্ধে—কেরিয়ার বানাও ভাই, ক্যারিয়ার বানাও। সব মানুষ হঠাৎ এমন বিষয়ী হয়ে গেল কেন ? কোথায় গেল বাঙালির মন।

ঘাসে ঢাকা সবুজ মাঠে পা রাখার আনন্দ। অন্তরালে রয়েছে ধরা বিদায়ী বর্ষার জল। সে যেন আধেক ঘুমে নয়ন চুমে। তলা থেকে উঠছে। ঈষৎ উষ্ণ, শীতল অদ্ভুত এক অনুভূতি। আকাশ নেমে এসেছে কিনারায় কিনারায়। হাতির মতো মাথা তুলছে ফাঁপা, সাদা, মেঘ। পরীক্ষা, পড়া, প্রতিযোগিতা ও যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতে খেতে পাবো কি না দেখা যাবে। গুরুজনদের তিরস্কার কাগজের গুলি। আই পি এস, আই এ এস হলে কি হয় ! শরতের মেঘের মতো এমন নির্ভার শৈশব পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া যায়,

আজ ধানের ক্ষেত্রে রৌদ্রচ্ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—

নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘে ভেলা রে ভাই—লুকোচুরি খেলা ॥

অক্ষরের জগতের বাইরে কি অসাধারণ এক নিরক্ষর জগত ছড়িয়ে রয়েছে।

ইট বের করা পাঁচিল। জায়গায় জায়গায় খাবলা। লাল সুরকি ঝরে আছে। ঝুলে আছে মাধবীলতা। ঝুমকো ঝুমকো সরল পাপড়ির থোকা থোকা ফুল। হলুদ গোঁফ লাগান নিরেট ভ্রমরের মধু আহরণের উন্মত্ততা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে বালক। কালো এক টুকরো পাথর ছোট্ট দুটো ডানার জোরে কি চঞ্চল ! এ কে ! কোথায় থাকে ! কার সৃষ্টি ! বালকের প্রশ্ন। উত্তর সে চায় না। প্রশ্নের বিস্ময়টাই থাক। সমাধানে ঘোর কেটে যায়।

পাঁচিলের অন্তরালে, খাড়া খাড়া দেবদারু, ঢ্যাঙা মাথা ভারি বটল পাম। নতুন পাতার সোনালি পতাকা। বাতাসে দুলছে। একটি বাড়ি। একদা খুব সম্পন্ন ছিল, সে হয়ত ওই শতাব্দীতে। বালকের সে ইতিহাসে প্রয়োজন নেই। ইতিহাস বড় বিষয়ী। ছিল অথচ নেই এই মন কেমন করা ভাবটা ইতিহাসের চেয়েও দামি।

বিশাল লোহার গেট। একটা পাটি ভেঙে, হেলে আছে, ধরাশায়ী হয়নি। লাল সুরকির পথ। দু'ধারের কেয়ারি নেই। নানা আগাছা। নানা রঙের মিচকে প্রজাপতি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পুরিয়ার মতো উড়ছে। ডানপাশে পড়ে আছে ঘোড়ার গাড়ির একটা ভাঙা খাঁচা। আস্তাবলে ডাঁই হয়ে আছে ঘোড়ার বদলে গুচ্ছের ভাঙাচোরা জিনিস। ঘোড়ার সাজটা একপাশে। ছাতা ধরে গেছে। সামনে বর্ষা সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। ঘন নীল আকাশ। ঝকঝকে রোদ। তারই একটা আভা কৌতূহলী বালকের মতো আস্তাবলের ভেতর উঁকি মারার চেষ্টা করছে। একটা ইজেল, গোটা কতক বিধ্বস্ত ক্যানভাস। এক সময় এই বাগান বাড়িতে বড় এক শিল্পী বাস করতেন। শৈশবে আমরা তাঁকে দেখেছি। বড় বড় চুল। টানা টানা চোখ, সবু সবু আঙুল। লম্বা লম্বা তুলি দিয়ে দিয়ে তেলরঙে ছবি আঁকতেন। কাটা ঘুড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে কখনো এই বাগানে ঢুকে পড়লে থমকে যেতে হত। কাটা ঘুড়ির কথা স্মরণে থাকত না। গাছের তলায় নীল ছায়ায় ঘাসের ওপর সাদা তোয়ালে। তার ওপর নানা ম্যাপের তুলি, রঙের টিউব, প্যালেট। ইজেলে ক্যানভাস। ছবি ফুটছে। তিনি আমাদের চকলেট দিতেন। বলতেন আর্টিস্ট হবি!

এইকাল সেইকালের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। বাস্তবের পাথর ছুঁড়ে কল্পনার কাচের ঘর চুরমার করে দিয়েছে! এখন, একটি জরাজীর্ণ ইমারত। চাবি বন্ধ ঘরের পর ঘর। টানা লম্বা বারান্দায় বেতের চেয়ার সোফার কঙ্কাল। পুরু ধুলো,ঝরা পাতা। এক জোড়া ছেঁড়া পাদুকা। একজন বিরাট খাঁচার বৃদ্ধ শেষ বাসিন্দা। যেন রাজা ক্যানিউট। গলায় তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা। পুড়ে যাওয়া ফর্সা রঙ। সময়ের শেষ প্রহরী।

শরৎকে খুঁজতে এই দীপ্রভাদ্রে অতীতের আকর্ষণে এখানে আসি। অতীতে সেই প্রেমিকা যে, 'চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা/ সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁধা/' তবু আমি, 'ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই/ আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই/'

খুঁজতে গিয়ে দেখি সব হারিয়ে গেছে। বাল্যের সঙ্গীরা নেই কেউ। নেই সেই কলরোল। শ্যাওলা ধরা কিছু প্রাচীন গাছ। গুঁড়িতে বেড় দিয়ে উঠেছে মানিপ্ল্যান্ট। বিশাল বিশাল পাতা। সপসপে জমি। ঝরাপাতার পচা স্তূপ। শামুকের দঙ্গল। অসুস্থ জবা আর কাঞ্চন। আকন্দ, ধুতরো। পেছনের জীর্ণ মন্দিরে দেবতা নেই। বেদিটা আছে। চূড়ার ধ্বজা ভেঙে পড়ে আছে। এই বাড়ি থেকে এক সময় রথ বেরতো। চাকা দুটো পড়ে আছে একপাশে।

নির্জন বিষণ্ণ ছায়ায় বসে স্কুল শিক্ষকের মতো রোল কল করি—আশুতোষ সাহা! উত্তর আসে মহাকালের ক্লাস রুম থেকে, চির অনুপস্থিত স্যার। প্রবাল বসু, চির অনুপস্থিত স্যার। কুঞ্জ, বিধান, নগেন, শৈবাল, সুরেন! কেউ আসেনি স্যার! আসবেও না কোনোদিন। সবাই গেছে চলে, একটি মাধবী শুধু...।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়! কৈশোর থেকে যৌবনে পা রাখার সেই রোমান্টিক বয়সে তিনি ছিলেন আমাদের গানের রাজা। শরতের দ্বিপ্রহরে·প্রাণ যখন অকারণে আনচান, বান্ধবী একজন, একটি গোলাপ, হৃদয়ের হৃদয় উপহার, মিলন ছাড়াই বিরহের উত্তাপ ছিল না কেউ, তবু মনে হওয়া, ছিল কিন্তু নেই, তখন সেই ভরাট আর দরাজ গলার ভাদ্রের নীল, ভাদ্রের রোদ, ভাদ্রের আর্দ্রতা মাখা গান, কতদিন পরে এলে একটু বোসো।

গানের রাজা নেই। কণ্ঠ ধরা আছে যন্ত্রে। যেই বাজে ফিরে যাই যৌবনে। গিয়ে দেখি, ভাবনা সব পড়ে আছে। কল্পনার মৃত স্তূপ, আয়ুর ঝরাপাতা, স্বপ্নের ছাই, প্রিয়জনের নির্বাপিত চিতা! ছোট্ট ফোকর দিয়ে অনুসন্ধানী সরীসৃপের মতো ফেলে আসা অন্তরালের সেই অঙ্গনে বসে শুনি, আর এক রাজা রবীন্দ্রনাথ গাইছেন,

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে। বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

দেবব্রত গাইছেন, আকাশ ভরা সূর্য তারা। ময়দানের সবুজ ঘাসে আমাদের দল। কলেজের ছাত্র তখন। পৃথিবীটাকে উল্টো চাকায় ঘুরিয়ে দিতে পারি এমন আত্মবিশ্বাস। শীত শীত সন্ধ্যা। আমাদের সম্রাট মঞ্চে। দরাজ, দৃপ্ত গলায়, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমাদের পুলকিত অবস্থান। বাস্তবের পাথরে হোঁচট খেয়ে স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। বন্ধুর মতে মানুষ, প্রেমিকার মতো নারী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পথ প্রদর্শক। কেন ল্যাং মারবে, কেন টেনে ধরবে, কেন প্রবঞ্চনা করবে, কেন বাড়া ভাতে ছাই দেবে! গৃহে পাতা আছে শয্যা। আছে স্নেহের সরোবর। কোথাও কোনো আলিন্দে আছে

আমারই ধ্যানে মগ্ন প্রেমিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরোলেই চাকরি। তারপরে মালা, সানাই। তারপর, 'উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে/দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে/রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব/চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব/পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি!'

সব শেষ হয়ে যাবার পর, দিনের শেষে বোঝা গেছে, রবীন্দ্রনাথের এই তুমি কোনো মনুয নয়। এই তুমি হলেন তিনি। তিনি আছেন। আছেন কোথায়! আমার আমিতে। তুমি আছ আমি আছি নয়, আমি আছি আমি আছি। আর কেউ নেই।

মা যেমন বলতেন, কোথায় গেলি ? আমি বলি, কোথায় গেলি খোকা! আয়! ভাদ্র এসেছে। ভরা নদী মেঘের পাল তুলে ভেসে চলেছে। কাশের চামর উড়িয়ে। আয়! বিশ্বকর্মা! ঘুড়ি গুঁড়ো কাচ, লাগা মাঞ্জা। লাটাইটা বের কর খুঁজে।

রান্নাঘরের ফোকরে থাকত লাটাই। খাটের তলায় ঘুড়ি থাক থাক। গুঁড়ি মেরে খোঁজার চেষ্টা করতে গিয়ে হাসি, পাগল! আকাশ আছে, বাতাস আছে, ঘুড়ি আছে, নেই সেই বালক! সেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে যুবক। পাকতে পাকতে প্রৌঢ়।

কোঁই হ্যায়।

কেউ নেই। ভিড় আছে, চিৎকার আছে, কথা আছে, অভিনয় আছে, ধাপ্পা আছে, বুজরুকি আছে। একটি মানুষের একটি ছায়া নেই। ভিড় থেকে আলাদা, যে এসে পাশে বসবে, বলবে, জগতের জন্যে নয় তোমাব জন্যে আমি। সেই আপনজন।

এই আপনজনের 'মিথ'টা কোনোদিন ভাঙতে নেই। এইটাই কবিতা, এইটাই রূপকথা। শিশুর কাছে সবাই আপন, তাই তার জগৎ সুন্দর।

প্রৌঢ়ের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে সবাই পর, তাই তার জগত বিষণ্ণ। শিশু তাই শতদল, প্রৌঢ় একটি শুকনো ফুল। বৃদ্ধা নাট্যাচার্য শিশিরবাবুকে বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ! তিনি বসেছিলেন, ঊরুতে হাতের তাল দিয়ে বললেন, 'এখন শুধু ঝরতে বাকি, মরতে বাকি।'

শিশুটিকে সাবধানে লালন করো। ধন, জন, অর্থ নয়, কর্কশ পৃথিবীর সমস্ত ঘর্ষণ থেকে তাকে রক্ষা করো। বেঁচে থাকার বিস্ময়টা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে। আকাশ ভরা সূর্যতারার বিস্ময়! বিশ্বভরা প্রাণের বিস্ময়! 'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,/ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন

মেতে,/ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,/বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

'কি খুঁজছ ! তুমি ?' সামনের রকে দীর্ঘদেহী রাজা ক্যানিউট, 'কি খুঁজছ গাঁদালপাতা !'

'আজ্ঞে না, একটা শিউলি গাছ ছিল।

সাতচল্লিশ সালে আমরা ভোরবেলা ফুল কুড়োতে আসতুম।'

'পঞ্চাশ বছর আগে ! আছে। গাছটা আছে এখনো। পেছন দিকে চলে যাও।'

গাছ এখন প্রায় বৃক্ষ। গুঁড়ি আর কাণ্ডে সময় ও ঋতুর ক্ষতচিহ্ন। ক্ষুদ্র প্রাণীদের অফুরন্ত অনাচারের সহনশীলতা। গাছ কাঁদে না, ছুটে পালায় না। সহ্য করে। সহ্যই ফুল হয়, ফোটার আনন্দই সুবাসে ছড়ায়, সাধনার বিভূতিই রেণু, পরাগ। গায়ে হাত রেখে মৃদু গলায় বললুম, 'কি গো দিদি !' গাছ বললে, 'আর সব কোথায় ! সেই যে তারা !'

'সন্ধান নেই ! ঝরে গেছে নয় তো হারিয়ে গেছে বিষয়ে। ফুল যে দেখি ফুটিয়েছ। বিছিয়েছ ?'

'ফোটাবো না ! শরতের কথা ফেলি কেমন করে। সে যে একা আসে না, মাকে নিয়ে আসে !'

রানাঘাটের পান্তুয়া নয় মশা

দশ বারো কাঠা জমির ওপর একটা দেখার মতো বাড়ি গড়িয়ে দিয়েছে আমার ভায়রা ভাই। জায়গাটার নাম রাণাঘাট। পাশ দিয়ে বহে চলেছে চূর্ণী নদী। সেখানে নাকি অঢেল জায়গা। প্রাচীন আর নবীন গাছেদের জটলা। নীল আকাশের কোল ছুঁয়ে সবুজের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মানুষ কী গুলতানি করবে। সারাদিন শুধু পাখিদের খ্যাচামেচি। সেখানে কেউ টিভি দেখে না। প্রকৃতির নানা রূপ দেখতে দেখতেই দিন পাশফিরে রাতে চলে যায়।

এই সব শুনতে, শুনতে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে বাক্যলাপ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। ছোট বোনের এত সব করে ফেললে, আর তুমি সারা জীবন পড়ে রইলে কিনু গয়লার গলিতে। কপচে গেলে ।কেনার মধ্যে কিনলে গুচ্ছের বই। ভাল বই কিনলেও বোঝ যেত, সব আবোলতাবোল জঞ্জাল, কোয়ান্টাম, জিনস, রিলেটিভিটি, কেঅস। দুপাতা পড়তে না পড়তেই তোমার সাকের সানাই বেজে গেল। শেম শেম। এরচেয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অনেক ভাল, তাঁরা তবু পাঁচ সাত যা হয় কিছু করে। পিচ ভাল থাকলে, বোলার কাঁচা হলে, আম্পায়ার উদার হলে সেঞ্চুরির কাছাকাছিও যেতে পারে। তোমার বরাতে প্রতি ইনিংসেই একটি হাঁস। তোমার সঙ্গে অপদার্থকেই পরমহংস বলা উচিত। তোমার ওই ডাবের মতো মুখ, তালের আঁটির মতো চুল, ওর বেলের মতো চোখ দেখলে হাড় পিত্তি জ্বালা করে।

বউদের এই এক প্রবলেম। কারো কিছু হলেই এমন আচরণ করবে, যেন সৎমায়ের মতো সৎ বউ। এত তাড়াতাড়ি পর হয়ে যায় কেন! বউ যেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই ছাড়ছে, এই ধরছে। সামান্য ব্যাপার, প্রতিবেশীর বউ আটা, ময়দা রাখার জন্যে স্টেনলেস স্টিলের বিশাল এক কৌটো কিনল। কিনেছিস বেশ করেছিস, তা আমার বউকে দেখাবার কী দরকার ছিল! বুক সেল্‌ফের সামনে দাঁড়িয়ে এক একটা

বই বের করে আর জিজ্ঞেস করে। এটার কত দাম ? 'আড়াই শো !' 'এটার ?' 'সাড়ে তিনশ।' 'কালই তুমি আমাকে তিনটে বড় বড় স্টেনলেস স্টিলের কৌটো কিনে দেবে। একটা আটার, একটা ময়দার, একটা চিনির। যদি না দাও, এইসব বই আমি বেচে দিয়ে আমার মনের মতো জিনিস কিনে আনব। সংসারের প্রয়োজন লাগে এমন জিনিস।'

ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'ঈশ্বর ! বউরা কেন এমন হয়।'

ঈশ্বর বললেন, 'কেমন হলে ভাল হত ! যে সব জিনিস তরকারির স্বাদ বাড়ায়, যেমন ধরো লঙ্কা, সরষে, মরিচ, গরম মশলা, সে সব যদি অন্যরকম হত স্বাদ পেতে ?"

অবশ্যই, অবশ্যই। কথা আর বাড়াইনি। 'তা চলো একবার সুশান্তর বাগান বাড়িটা দেখে আসি।'

'আমার যাওয়ার মুখ নেই।'

'কেন ? তোমার অমন সুন্দর মুখ !'

'ওটা বাইরের মুখ, ভেতরের মুখটা অন্যরকম।'

শুনেছি মেয়েদের দুরকম মুখ হয়। এক ধরনের আছে বাইরে মুখ আর এক ধরনের ভেতরে মুখ। দুটোই যন্ত্রণাদায়ক। লক্ষ্মীর ভাঁড় টাকা জমিয়ে, কি পুরনো কাগজ বিক্রি করে বাড়ি হব না। বাগান বাড়ি করতে হলে জীবনের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে দোকানদার, ব্যবসাদার, দালাল এই সব হতে হয়। কে বোঝাবে সহধর্মিনীকে ! নামেই সহধর্মী। আসলে বিধর্মী।

হঠাৎ একটা আহ্বান এল। বিশাল এক সেমিনার হবে রানাঘাট কোর্ট প্রাঙ্গণে। বিষয় ভয়ঙ্কর উদ্বেগজনক এক ব্যাপার। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে অচিরেই এই তৃতীয় বিশ্ব মুড়ির টিনে পরিণত হবে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি মানুষ। পঙ্গপালের মতো মাঠ মাঠ ধান সাবাড়। চতুর্দিকে হাজার হাজার, কোটি কোটি মুখ আর তার সঙ্গে পাইপ লাইন দিয়ে যুক্ত একটা করে পেটের থলি। কোথায় বাসস্থান, কোথায় প্রতিষ্ঠান, কোথায় সংস্থান। এই সেমিনার কিছু বলতে হবে।

ভালই হল, সুশান্তর বাগান ঘেরা বাহারি বাড়ির বাহারটাও দেখে আসা যাবে। 'তুমি যাবে।' যাবে না। জলস্পর্শ করব না আর চিতোর রাণার পণ। সুশান্তর কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ। সকালে দশটা সাড়ে দশটার সময় তার সেই সুরম্য সুন্দর উদ্যান পরিশোভিত

উপবনে উপস্থিত উইদাউট এলি নেটিস। কী শোভা, কী বাহার। শীতের মধুর সকাল। বোগেন ভ্যালিয়ার আড়ম্বর। গাঁদাদের নির্লজ্জ হলুদ বেলেল্লাপনা। তার ওপর ঢলে ঢলে পড়া গোলাপের সাজাহানি প্রেম নিবেদন। অসভ্য! সুশান্তটা অতিশয় বদ। এই ভাবে সমৃদ্ধির প্রদর্শনী! কোনো ভদ্রলোকের করা উচিত! টাকা হয়েছে লুকিয়ে রাখ, চেপে রাখ। এরপর নির্ঘাত হাজতে যাবে। আমার শালি এসে বোনের কাছে নাকে কাঁদবে। বোনের এমনি বোন দরদ উতলে উঠবে, তখন এই মিঞাকেই বেলের ব্যবস্থা করতে হবে। এ তো আর গাছের বেল, চার্চের বেল, কি গরুর গলার বেল, নয় যে পেড়ে আনব, কি বাজিয়ে দোব, কি খুলে আনব!

যাই হোক হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে মানুষ-মশালের মতো ভেতরে প্রবেশ। ভেতরটা ইতরের মতো আরো সমৃদ্ধ। কোথায় গেল সব। দেখি সুশান্ত একটা নীল মশারির মধ্যে বসে আছে।

'কী ভায়া, এখনো শয্যাত্যাগ করোনি। দয়া করে ভূমিষ্ঠ হও। মেহনতি জনতার যে ছাতুর লাঞ্চ খাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

'আপনি সাধারণত কটায় ওঠেন রঞ্জিতদা?'

'ছটা থেকে সাড়ে ছটা।'

'আমি কটায় উঠি জানেন, সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা।'

'কই আজ তো তা দেখছি না।'

'আমি তো উঠেই আছি। গাছে জল দেওয়া, বাজার দোকান সারা, তিনটে ঘর মোছা, সব হয়ে গেছে। এখন এই কাগজের হেডলাইন দেখছি, চা খাবো এক কাপ, তারপর এই দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে বসেছি, দাড়ি কামিয়েই দে ছুট।'

'বিছানায় বসে দাড়ি!'

আমার শালি হন্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করল, 'হ্যাঁ গা, তোমার বেডপ্যান কী দোবো?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'বেড প্যান? তুমি কি অসুস্থ? প্যারলিসিস?'

দাদা! আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকবেন না। ভেতরে আসুন। সেকালে রানাঘাটের পান্তুয়া বিখ্যাত ছিল। একালে রানারাটের মশা। মশারির বাইরে ঘণ্টাখানেক থাকা মানেই অ্যানিমিয়া। ভাগ্য ভাল হলেও ম্যালিগন্যান্ট মেলেরিয়া।'

ঘরে ঘরে বড় মশারি। বিরাট মশারির ভেতরে বসে কুটনো কোটা, বাটনা বাটা। বাথরুমে তো আরো ভয়াবহ অবস্থা। কনস্টিপেসান থাকলে তো কথাই নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হয়। এ মশার জাতই আলাদা। আঁকড়ে ধরে থাকে। জাপটে জাপটে ধরে। শহরের অধিকাংশ মানুষই পথে। হয় ছুটছেন, না হয় নাচছেন। বসার কী দাঁড়াবার উপায় নেই। স্কুলে মাস্টার মশাইরা নিজেদের গালে চড় মারছেন। হাই তোলার উপায় নেই।

মশারির ভেতর বসে দুপুরের খাওয়া হল। পরিবেশনের উপায় নেই। সব আগে থেকেই সাজান। চাটনি হয় না, কারণ মশা সেঁটে যায়। নলেন গুড় খেতে হলে মশারির মধ্যে বসে, নাগড়িটাকে তাকিয়ার মতো কোলে বসাতে হবে।

যাই হোক, সেমিনার শুরু হল। অভিজ্ঞ অধ্যাপক ভূমিকা করছেন, যে হারে আমরা বাড়ছি তাতে ... প্রচণ্ড কাশি। বিকেলে মশারা ঝাঁক বাঁধে। একটা নয় গোটা একটু গ্রুপ ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রিলে রেসের মতো আর একজন ধরে নিলেন, তাতে আমাদের আর আ মানে হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে মশককুলের প্রবেশ, কাশি কাশির দমকে দ্বিতীয় বক্তাও আউট। শেষে মাথাওয়ালারা বললেন, নেচে নেচে সেমিনার হোক। বক্তারা আর শ্রোতারা সবাই নাচবেন। র‍্যাপ, র‍্যাপ, র‍্যাপ।

দু'হাতে চড় চাপড় তো আগেই।

একজন ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এত মশা কেন ?'

'কেন হবে না! লোক বাড়লেই মশা বাড়বে। একজন মানুষের পেছনে মিনিমাম দশটা মশা। তাহলে হাজার মানুষের জন্যে দশ হাজার। এই শহরের লোকসংখ্যা আশি হাজার, তাহলে আশি ইনটু দশহাজার। একস্ট্রা আরো কিছু ধরে নিন।'

চেয়ার পার্সন হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন! 'কী হল মশাই, কী হল ?'

'আমার হাঁটুতে বাত, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। আপনারা সবাই নাচবেন, আর আমাকে ?'

'একেই লো প্রেসার, সব রক্ত শুষে নিলে ভাই। লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে। পুপুলেসান কন্ট্রোল চালায় থাক, আগে মসকুইটো কন্ট্রোল।'

মঞ্চে একজন মাত্র স্থির নির্বিকার। 'আপনাকে কামড়াচ্ছে না ?'

হোম বললেন, 'না, আমাকে কোনো দিনও কামড়াবে না!'

'কেন ?'

'কৃতজ্ঞতা মশাই, কৃতজ্ঞতা ! আমি মশামারার সরকারি দায়িত্বে আছি। এক পিচকিরি তেলও আমি ছিটোই না। মানুষের কন্ট্রোল মশাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ভাগাভাগি করে খেয়ে যা। মহামারী না হলে মানুষের বাড় ঠেকাবার ক্ষমতা কারো নেই। সেমিনার করে কী হবে !'

ছিদ্রান্বেষী

'এই তো, শরীর ঠিক আছে ?'

'খারাপ হওয়ার তো কোনো কারণ নেই।'

'সে কী, কাল রাতে ওই অখাদ্য খাওয়ার পর তুমি সুস্থ আছ ? ওটা ফিশ রোল, না ডেডবডি রোল, স্যালাডের বদলে এক চিমটে ব্লিচিং পাউডার দিলেই হল। যাক কেম্পনের ছেলের বিয়েতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। রতনের পুত্রবধূটিকে কেমন দেখলে ?'

'এক নজরে যা দেখলুম, বেশ সুন্দরী। এপাড়ায় ওরকম সুন্দরী বোধ হয় নেই।'

'সুন্দরী বলতে তুমি কী বোঝো !'

'চোখা নাক টানা টানা চোখ, চাঁদের মতো মুখ, ছিপছিপে গড়ন, বেঁটেও নয় লম্বাও নয় দুধে আলতা রঙ।'

'এই দেখলে ? পায়ের দিকে তাকিয়েছিলে ?'

'পায়ের দিকে তাকাতে যাব কোন দুঃখে, আমার কি জুতোর ব্যবসা !'

'মেয়েদের সৌন্দর্যের এইটটি পার্সেন্ট পায়ে।পা বলে দেবে লক্ষ্মী হবে না অলক্ষ্মী। পা দিয়েই বিচার হবে বিধবা হবে, না সধবা থাকবে। দজ্জাল হবে,না বাধ্য হবে।'

'আমি মশাই মুখটা সামনে ছিল, সেইটাই দেখেছি, পায়ে পড়িনি, মানে পা পড়িনি। আপনি কী ভাবে দেখলেন ?'

'আমি পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে উঠলুম।'

'কী পেলেন ?'

'ভবিষ্যৎ পেয়ে গেলুম। বাইশ শো বাইশ খড়ম পা। ছ্যাতরান বুড়ো আঙুল।'

'কী হবে।'

'সংসার জ্বালিয়ে দেবে, বিধবা হবে, কুলটাও হয়ে যেতে পারে।'

'যদি চব্বিশ ঘণ্টা মোজা পরিয়ে রাখে।'

'তাতে কী হবে, তাতে কী হবে ! মোজার ভেতর পাটা ত রয়েই গেল।'

'যদি অ্যামপুট করিয়ে দেয়।'

'তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না। দেখলে না, রতনের ছেলেটা এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কী রকম ভেড়া হয়ে গেছে। আরে নেমন্তন্ন করেছিস, ঘরের বাইরে আয়, তা না খামের গায়ে ডাকটিকিটের মতো সেঁটেই রইল। আজকালকার ছেলেগুলো সব ভেড়ুয়া, নিন্ কম্ পুপ্। কণ্ঠস্বর শুনলে ?'

'না। আমি শাড়িটা ধরালুম, সোজা ছাতে। ঝপাঝপ খেয়ে বাড়ি বিছানা। হ্যাঁ ডবল্ অ্যান্টিসিড।

'আহা কী গলা, যেন কচি কাক।'

'সিন সিনে, প্যানপ্যানে গলার চেয়ে ওইরকম একটু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গলা অনেক ভাল। ইলা অরুণের গান শোনেননি ?'

'আমি ভাই আখতারী বাঈয়ের ভক্ত, কোয়েলিয়া বলে যেখানে হাঁক মেরেছেন, মনে হচ্ছে সব কোকিল সাইলেন্ট। সে সব গলার আলাদা দাপট, আলাদা জোয়াড়। আর একটু বড় হয়ে মাস তিনেক পরে এ যখন রতনকে বাবা বলে ডাকবে, মনে হবে তারে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। আরে ছ্যাঃ, কোথা থেকে পয়সা খরচ করে একটা মেয়ে হাবিলদার ধরে নিয়ে এল। এ পাড়ায় আর একটি অমন আছে।'

'কে ?'

'আমাদের শোভনের বউ। সেদিন দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় দাঁড়ান শোভনকে বলছে, আয় শুনছ ধনেপাতা আনতে ভুলো না। আমার হাত থেকে দুধের ক্যান পড়ে গেল। তিনি আবার সব সময় ম্যাক্সি পরে থাকেবন। এয়ারি, দেখলে মনে হবে বাতাস লাগা পালের মাথায় একটা মুণ্ডু গজিয়েছেন।'

'এঁরা যদি গজল, কি দাদারা, কি কাওয়ালির ধরনে সুরে কথা বলেন, তাহলে তো এই জায়গাটা মশাই বেনারসের ডাল কা মাণ্ডি হয়ে যাবে।'

'তোমার যেমন কথা, দাঁড়কাক গলা সাধলে কোকিল হবে ! এই যে বিমলের মেয়ে রোজ সকালে গলা সেধে আমাদের পাড়া ছাড়া করার দাখিল, ওটা কি গলা ! ও গলায় গান হবে ! পাঁঠা কাটা গলা। সারা সকাল ব্যাব্যা করছে, বললে ভৈরবী সাধছি। রসুলানবাঈয়ের ঘরানা। ভাবছি, একদিন গিয়ে কাঁঠাল পাতা উপহার দিয়ে আসব, খেয়ে কিছুক্ষণ শান্ত থাকার চেষ্টা করো।'

'এ পাড়ার সুপ্রিয় যাই বলুন বেশ গাইছে. ওই একটা ছেলে উঠবে।'

'কোন আক্কেলে বললে ?'

'ভরাটগলা, জমাট সুর, তেমনি সুন্দর চেহারা।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বললে, ভরাট গলা। ভরাট নয় শ্লেষ্মা জড়ান। ক্রনিক ব্রংকাইটিসে তোমার গলাও ওই রকম হবে। আর সুর! উটি হাঁপানির টান। গলার কোনো রেঞ্জ আছে। সাট্ সা। তারপরে যেন চড়াই পথে ঠেলা ঠেলছে, আউর খোড়া হেঁইও, বয়লাট ফাটে হেঁইও। চড়ার রে, মনে হচ্ছে বাবারে, সুরের রে নয়। চড়ার মা যেন মৃত্যু যন্ত্রণা, আয় মা সবিন সমরে! আরে রূপ! যেন হোয়াইটওয়াশ করা কংস!'

'ওর গান আমার খুব ভাল লাগে। আমার রেকর্ড কোম্পানি থাকলে ক্যাসেট বের করতুম।'

'কোম্পানির তো দরকার নেই, বিশ হাজার টাকা আর ওকে নিয়ে সাউন্ড স্টুডিওতে চলে যাও। আজকাল সবাই যেমন করছে। ওই তো মঞ্জুলার ক্যাসেট বেরিয়েছে, মর্ডান সং। মনে হচ্ছে ভূতে গান গাইছে।'

'ও ছাড়ুন। সুপ্রিয়র ওই কম্পোজিসানটা শুনলে আসনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন :

গোলাপ যদি চাও / এই নাও
কাঁটা যদি চাও / এই নাও
গোলাপ আর কাঁটা পাশাপাশি
সাজাও, সাজাও / দুজনে বেশ আছি ॥

একটু রাগ, একটু অনুরাগ, একটু র‍্যাপ, মিলেমিশে ফ্যান্টাসটিক।'

'একেবারে পিভপাস। ওই তোমার বাণী! যে কোনো কথাই টেনে টেনে বললে যদি গান হয় তাহলে, আমিও থ্রি ইন ওয়ান, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী,

চুল যদি থাকে এই নাও তবে চিরুনি,
টাক যদি থাকে এই নাও তবে ব্রাশ,
দুটোই রেখেছি আমার দোকানে,
না, না, ফিরে যেয়ো না শূন্য হাতে।

কটা চাই তোমার এইরকম গান। আর সুর! মুখে মুখে। আর তালে! আগাপাশতলা দাদরা। তাল কাটার ভয় নেই। আগে তাল, পরে তাল। যেন তাল গাছ!'

'আচ্ছা, এপাড়ায় নিখুঁত কেউ আছে!'

'ছিল, তবে এখন একটু বাঁক নিয়েছে।'

'কার কথা বলছেন ?'

'আমাদের রঞ্জন।'

'বেঁকেছে মানে ?'

'ওই যে নটেতে ধরেছে।'

'নটে আবার কে ?'

'আমাদের নয়নতারা। ওর নাচ আমি ফাংসানে দেখেছি আহা ! যেন, আমার কথাটি ফুরলো নটে গাছটি মুড়লো। আরে বাবা, নাচের জন্যে একটা ফিগার দরকার হয়। চোখ বড় বড় করে কাটি কাটি হাত, পা এদিক ওদিক নাড়ালেই নাচ হল !'

'আমার কিন্তু মনে হয়, বেশ শার্প চেহারা, শরীরে বেশ একটা ছন্দ আছে।'

'তোমার মাথা আছে। ব্লেডও তো শার্প। রোজ সকালেই তো গালে চালাও, আজকাল আবার জোড়া ঠোঁট ব্লেড হয়েছে।মনে করো, চকাম চকাম চুমু খাচ্ছে শার্প সুন্দরী। দুনিয়াটা পাগলে ছেয়ে গেল। গলা নেই গাইয়ে, ফিগার নেই নাচিয়ে। ভক্তি নেই কালীবাড়িতে গিয়ে পাঁঠার মতো ম্যা ম্যা করছে। শ্রদ্ধা নেই শাস্ত্র পড়ছে। সংস্কৃত জানে না, মাইক লাগিয়ে ধ্যাড়ধ্যাড় করে স্তোত্র পাঠ করছে, মাথা নেই, আই এ এস হওয়ার জন্যে বারবেল ভাঁজছে, বুক নেই টিশার্ট পরে ঘুরছে, চোখ নেই কাজল টানছে, ম্যাডাগাসকর ব্যাপার !'

'আচ্ছা আমাকে আপনার কী মনে হয় ! কত নম্বর দেবেন ?'

'গোল্লা, এ বিগ জিরো। তোমাকে আমি মানুষই ভাবি না।'

'কেন,হাত, পা সবই তো মানুষের মতো !'

'আরে বাবা, মানুষ তো বাইরে থাকে না, ভেতরে থাকে। এক দোষে তোমার সবগুণ গেঁজে গেছে, সেটা হল, তুমি পরচর্চা শুনতে ভালবাস, দ্যাটস ভেরি ভেরি ব্যাড। পর ছিদ্রান্বেষণ ! কেন, আর কিছু করার নেই ! আমি বাইবেলের একটি কথা মেনে চলছি সারা জীবন,

Answer a fool according to his folly'

প্রবেশ, অবস্থান, প্রস্থান

ঢুকে যখন পড়েছি নাটক শেষে না হওয়া পর্যন্ত যে ভাবেই হক বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের কারাগারে অসহায় বন্দী। এরই মধ্যে কেউ 'এ' ক্লাস প্রিজনার কেউ অর্ডিনারি। বন্দীর ছেলে বন্দী। মুক্ত কে! যে এখনও জন্মায়নি। লাইফ ইজ এ কেজ। কেউ সোনার খাঁচায় ডিম পাড়ে, কেউ লোহার খাঁচায়। সে সোনাই হক, আর লোহাই হক—খাঁচা ইজ খাঁচা।

ঢুকেছ কী মরেছ। কিছুকালের বোঝা যাবে না, তখন আমাদের পৌগণ্ড অবস্থা। জ্ঞানগম্মি হয়নি। কোথায় এসেছি, কার কাছে এসেছি, ইমারতে আটচালায়, না ফুটপাতে তাও জানি না। চুক চুক করে দুধ খাই, ঘুমোই কাঁদি, শুয়ে শুয়েই বড় হই। হাত, পা মোটা মোটা হয় অবশ্য যদি খেতে পাই। তা না হলে কাঠি কাঠি। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ অবশ্য গায়ে গতরে তেমন বাড়ে না। কারণ প্রোটিনের অভাব। মাথাটাই বড় হয়, কাজ বাড়ে না। আইনস্টাইন, রাসেল, ফেনখান, হকিং, টাইসন, হোলিফিল্ড, সব প্রথম বিশ্বের। ওদিকে সব ছফুটের এপাশে, ওপাশে, আমাদের বিশ্বে সব পাঁচের পর যত সারই পাক আর বড় জোর ইঞ্চি চারেক। ইওরোপের প্রমাণ মাপের মানুষের পাশে আমরা বামন।

একটাই সান্ত্বনা, বড় লঙ্কার ঝাল কম, ধানি লঙ্কার ঝাল বেশি। আমাদের ঝালের ঠেলায় প্রতিবেশীরা অস্থির। আমাদের রাগের ঠেলায় পরিবার ফেটে যায়, বন্ধুরা ছিটকে পালায়, সংসার ভেঙে যায়। ঈর্ষায়ফস ফস করে মাথার চুল উঠে যায়। অবশেষে চিতল মাছের পেটের মতো নির্বান্ধব একটি টাক। আবার কৌশলের শেষ নেই। কায়দা করে পেছনের চুল টেনে এনে টাক ঢাকার কসরৎও যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। মজা এই, গোঁফ আর দাড়ি পড়তে জানে না। বিশ্ব জোড়া টাক, এদিকে বাদুড়ঝোলা গোঁফ। ঠোঁটের দোতলা থেকে একতলার ওপর ঝাড়ু বোলায়। পাকা চুলে কলপ মেরে পঞ্চাশের পরেও প্রেমিকা খুঁজি।

সমস্ত সর্বনাশের মূলে এই প্রেম। প্রেমই শিকল পরায়, সংসারে

ঢোকায়। মেয়েদের সর্বনাশা মুখ, অতল চোখের আহ্বান, কপালের টিপ, সরুসরু আঙুল, ঘাড়ের পরে আলগা খোঁপা,সুরে ভরা গলা, এমন এক ফাঁদ, যৌবনের চৌকাঠ থেকে পা বাড়ালেই অনিবার্য পতন, হাবুডুবু। ভাল সাঁতারু না হলে ঢোঁক ঢোঁক জল গিলে জীবন সরোবরের তীরে চিৎপাত।

প্রেম এক জিনিস,সংসার আর এক জিনিস। প্রেম হল স্বপ্ন, সংসার হল দুঃস্বপ্ন। দুই হবে তিন, তিন হবে চার। তখন টাকা টাকা। তখন প্রেমিকার অন্য রূপ, সপ্তমে ঝঙ্কার—মুরোদ যদি না-ই ছিল মরদ তা হলে কেন করেছিলে সংসার। পৃথিবীতে এমন কোনো প্রেমিকা সেই যে দরিদ্র স্বামীকে বলবে, ব্যাগ ফাঁকা ত কী হয়েছে ডারলিং, মন তো ফাঁকা হয়ে যায়নি। এসো না চাঁদের আলোয় দুজনে হাতে হাত রেখে লায়লা-মজনু, হির-রানঝার কথা বলি, পৃথিবীতে একমাত্র জিনিস যা ফ্রি পাওয়া যায় তাই ঢুকঢুক খাই অর্থাৎ পানি। পানির চেয়ে উত্তম পানীয় আর কী আছে প্রিয়তম। পিঠ আর পেট পিচবোট হয়ে যাক। আমরা হাসতে হাসতে প্রেমের জয়গান গাইতে গাইতে মরে যাই। আহা মরে যাই! এটা কী তোমার মামার বাড়ি!

প্রথমে ছিল চুনকাম করা দেয়াল। যেই দুটো পয়সা হল চড়িয়ে দিলে ইমালসান পেন্ট। আরো হল। পাখার পক্ষে সাতন করে দেয়াল কেটে বসিয়ে দিলে ঠাণ্ডা বাক্স। বুকে বাসা বাঁধল শ্লেষ্মা, কণ্ঠস্বর ভারি হল। গাঁটে গাঁটে অবস্থান ধর্মঘটীদের মতো বসে পড়ল বাত। মুখেও বাত, গাঁটেও বাত। ছিল সাইকেল হল মটোর সাইকেল। বর্ষার রাস্তায় একদিন কুমড়োর মতো মড়াক। তিন মাস ট্রাকসান। নিজেকে আরো একটু খেলিয়ে মটোর গাড়ি। হুস করে বেরিয়ে যায়। বাবু পেছনের আসনে গম্ভীর মুখ ' মটোর মুখও বলা চলে। পরিচিত জনেরা হেসে কথা বলতে গিয়ে বাবুর রং দেখে চুপ মেরে যায়। আত্মীয়-স্বজন ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েও হয় না। গাড়ির বন্ধু পা গাড়ি হতে পারে না। বাবু চা ছেড়ে বোতল খান, গাড়ি খায় পেটরোল। বাবুর মধ্যপ্রদেশ ফুলতে থকে। কোমরবন্ধনীর ফুটো কমতে থাকে। চোখ দুটো ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হতে থাকে, মৃত কাতলার মতো। বাবু আর আগের মতো হাসে না। ফিক করে। বাবুর বিচরণক্ষেত্র আলাদা হয়ে যায়। বাবুর দুচোখের তলায় দুটো পুঁটলি। বাবুর রক্তে চিনি দেখা যায়। বাবুর হৃদয় থেকে থেকে হাঁসফাঁস করে। হৃদয়মাপা যন্ত্রে ঢেউ খেলান লাইন। ডাক্তার বলবেন, 'কত্ত, ভোগের দুর্ভোগ বাড়িয়ে বসছে। ওজন বেড়ে গেছে। তুমি আর মানুষ নেই। ভারবাহী পশু হয়ে গেছ। নিজের দেহভার বইতে গিয়ে নিজের হৃদয়টিকে তার ক্ষমতার বেশি খাটিয়ে

ফেলেছে ! রক্তে চর্বি ঢুকয়ে বসে আছ। ঘনত্ব বেড়ে গেছে। নিজেকে এইবার একটু খাটাও। হাঁটাচলা করো। বড়লোক হলেও প্রাণের দায়ে নিজেকে গরিব ভাব। গরিবের খাদ্য খাও।

তিন কদম হাঁটতে গলদঘর্ম হলেও হাঁট।

একদিন দেখা গেল, বাবু গাড়ি ঠেলছেন। জনে প্রশ্ন, 'কী হল সায়েব।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে জবাব দিলেন, 'একে বলে, সেল্‌ফকে হেল্প করা, সেলফ্ হেল্প। গাড়ির সেল্‌ফ ফেঁসে গেছে, এখন ওনার ঘামের সঙ্গে মেদ ঝরছে। তিরিশ কেজি ওজন না কমালে বিপদ আছে।' স্বামীকে বললেন, 'ঠ্যালো ঠ্যালো ফূর্তিতে ঠ্যালো। গাড়ি এখন আর সপওয়ারে চলবে না, ম্যানপাওয়ারে চলবে।'

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে বাবু তখন জেগে বসে থাকেন। দেখেন নিশ্চিন্ত মানুষ কেমন অকাতরে ঘুমোয়। তাঁর কেন ঘুম আসে না। ধাপে ধাপে অনেকটা উঠে পড়েছেন। জীবনযাত্রার মানের মই। এ ওঠা বড় মজার। শেষে কোনো ছাত নেই। ধাপে ধাপে শুধুই ওঠা। ঝুলে থাকা। মুঠো আলগা হলেই খসে পড়া। এ এমন এক খেলা, সাফল্যে হাততালি নেই, পতনেই হাততালি।

'কী গো, এখনো ঘুমোও নি, আমার তোফা এক রাউন্ড হয়ে গেল। তোমার কিসের এত দুশ্চিন্তা !'

'তুমি আর বুঝবে কী ! তোমরা তো আরোহী। ঠেলছি আমি। গাড়ির ব্যাটরি পাল্টান যায়। মানুষের ব্যারি ভোলটেজ মেরে একবারই ছাড়া হয় ওয়ার্কশপ থেকে। তারপর ডাউন, ডাউন, ডাউন, নিল ডাউন, ডাউন টু আর্থ। ধুলোর শরীর ধুলাতেই মিশায়। ঘুম কেন আসে না। মুঠো আলগা হয়ে আসছে। ভয় ! ভীষণ আতঙ্ক, মরার আগেই যদি মই থেকে পড়ে যাই ! ধরিত্রী ছাড়া কে আর কোল দেবে ! মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, বলেছিলেন সঞ্জীব চন্দ্র। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারি। একেবারে সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি সত্য। প্রথমে চমকে উঠি কে রে এটা ! ঝুলঝাড়ুর ক্ষুদ্র সংস্করণ না কী। বেঁটে খাটো। চুলের কী অবস্থা। কোলে করে সিলিং-এর দিকে ঠেলে তুলে দিলেই হয়। এক লট ঝুল নিয়ে নেমে আসবে। কোথায় গেল আমার সেই চাঁচর চিকুর। ঘাড়ের কাছে সেতারির বাবরি। ওই যে দেয়ালে কেতরে আছে যৌবনের ছবি। বুকের কাছে লেপটে আছে যুবতী স্ত্রী। কপালে এতখানি একটা টিপ সাঁটা। টলটাল মুখ। দু চোখে টইটম্বুর প্রেম। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই স্টুডিওয় গিয়ে পোজ মেরে তোলা। নেই।

যৌবন লিক করে বেরিয়ে গেছে। সংসারের থার্ড ডিগ্রিতে গাল ভেঙে গেছে। গলাটা লোহার গিলের মতো। চাষের ক্ষেতে পাঞ্জাবি পরে দু'হাত তুলে দাঁড়ালে মনে হবে কাকতাড়ুয়া। যৌবনের গান ছিল, তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভার তুলব। বৃদ্ধের গান আমার আসা ভবে আসা আসা মাত্র হল সার। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, কৈ রে তুই ! গনগনে অহঙ্কার ! আহত, ভীত পশুর চোখ। আয়নার মানুষটাকে মনে হয়, দীন, হীন, এক ভিখিরি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কৃপাপ্রার্থীর মতো। মনে হয় আমার পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। বলতে ইচ্ছে করে, কী হয়েছে তোমার, কেউ মেরেছে বকেছে এসো, তোমাকে ভাল করে তেল মাখিয়ে চান করাই। খুব করুণা হয়। মনে হয়, আমার যা আছে সব দান করে দি ওই লোকটাকে। কত দিন ধরে কত দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। কত অপমান সহ্য করেছে, ধূর্ত লোক ঠকিয়েছে, বন্ধুরা বঞ্চনা করেছে, আত্মীয় স্বজন শত্রুতা করেছে, ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। হেরে যাওয়া একটা খেলা। 'কী করলে কী সারা জীবন !' ধমক লাগাই। আয়নার লোকটা কথা বলে না। ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে ওঠে। মুখটা করুণ হয় আরো। লেখাপড়াটা আরো ভাল করে করলে না কেন ? তোমাকে কে বলেছিল, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে মাততে ! কে বলেছিল, ল্যাং ল্যাং করে প্রেম করতে। জানতে না, বিয়ে করলে সংসার হয়, সংসার হলে টাকা রোজগার করতে হয়। দাসত্ব করতে হয়। ঝ্যাঁটা, জুতো, লাথি খেতে হয়। তিলে তিলে মরতে থাকে প্রেমিক দুমড়ে যেতে থাকে আপর্শবাদী জীবনের সরলতা ক্রমশ জট পাকাতে পাকাতে হয়ে যায় শয়তানি, দ্বিপদ মানুষ সামনে ঝুঁকতে ঝুঁকতে ক্রমশ হয়ে যায় মুতষ্পদ উল্লুক ! জান না তুমি, মানুষের শেষটা কত ভয়ঙ্কর !'

জ্যান্ত ঝুলঝাড়ুটা ইডিয়েটের মতো তাকিয়ে থাকে। ষাটটা বছরের সমস্ত ঐশ্বর্য কোথায় ঘুমিয়ে এসে অপরাধী বালকের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বলি, 'গাধা ! বলতে পারছিস না, Who breathers must suffer and who thinks must mourn/ And he alone is blessed. Who never was born/

বৈদ্য রোগী সংবাদ

'ডাক্তারবাবু কী আছেন ?'

সামনেই বসে আছি, বলুন কী হয়েছে ?

আমি বলব কী ! বলবেন তো আপনি। হাজার সাতেক গলিয়ে দিয়েছেন। কেমন দেখছেন আমাকে ! মানে আউটওয়ার্ড লুক।

ভালই তো দেখছি। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল। অসুস্থ বলে ত মনেই হচ্ছেনা।

হৃষ্টপুষ্ট দেখছেন তাই না। তাহলে শুনুন, কী কী পরে আছি। প্রথম লেয়ার ত চামড়া ভগবানের দেওয়া। মানুষ সঙ্গে করেই আনে এই হোল্ড অল। ভেতরে আপনাদের ক্যাপিট্যাল।

তার মানে ! আমাদের ক্যাপিট্যাল !

বুঝলেন না। সবই তো আপনাদের নেড়ে চেড়ে খাওয়ার জিনিস ! খাদ্য আর খাদক।

সে আবার কী। হোয়াট ডু ইউ মিন ! আমরা খাদক ?

আহা ! আপনারা কি আর বাঘের মতো হালুম হুলুম করে খাবেন ? আপনাদের একটা প্রোফেস্যানাল এথিকস আছে। বড় প্লেট, ছোট প্লেট, কাঁটা চামচে, ছুরি, ন্যাপকিন, স্যালাড, একটু একটু করে, গল্প করতে করতে ফিনিশ। হাড় কখানা পড়ে রইল। বিল, বিল। বিল দেবে পরিবার পরিজন। আপরেশানের সময় ডাক্তারবাবুরা কেন সন্ত্রাসবাদীদের মতো মুখোশ পরে থাকেন ? জানেন ?

না। আপনার ব্যাখ্যাটা শুনি।

রোগী টেঁসে গেলে যাতে চিনতে না পারা যায়। তাই ওই মাস্ক। যে কথা বলছিলুম—হৃষ্টপুষ্ট। ভগবানদত্ত চামড়ার জ্যাকেটের তলায় যা আছে সব আপনাদের,লিভার, পীলে, গলব্লাডার, হার্ট, কিডনি, লাংস, বেকার অ্যাপেনডিকস, ল্যারিংস, ফ্যারিংস, স্টম্যাক, কোলন, সেমিকোলন, এমন কী ফুলস্টপ। সব আপনাদের সম্পত্তি। যেটায় হাত দেবেন ঝনঝন টাকা।

আমাদের কাজ হল দেহের ব্যাগে বয়ে বেড়ান। শুনুন শীতকালে আমি একটু হৃষ্টপুষ্ট হই। প্রথমে একটা গেঞ্জি, তার ওপর একটা উলিকট, তার ওপর একটা হাতকাটা সোয়টার তার ওপর একটা জামা তার ওপর একটা ফুল স্লিভ। একে কী বলে জানেন ?

না।

একে বলে পেঁয়াজ। আমি নীচে থেকে ওপরে উঠেছি। আপনি এইবার ওপর থেকে নীচে নামুন। পেঁয়াজের খোসার মতো ছাড়াতে থাকুন। ফুল স্লিভ খুলে নিন, জামা ছাড়িয়ে দিন। একে একে এগিয়ে যান। আমি, অকৃত্রিম একটি কঙ্কাল। পাঞ্জাবি কঙ্কাল হলে হাড় হত মোটা মোটা। এ চা-চানাচুর খাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালি কঙ্কাল। প্যাঁকাটির খাঁচা। সেই খাঁচায় বসে আছে শুকপাখি, সারাজীবন কপচে গেলুম। আচ্ছা বলতে পারেন, আমি এত কথা বলি কেন ? যখন কেউ নেই, তখন নিজের সঙ্গেই বকবক করি।

ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। অনেকেরই ওই অভ্যাস থাকে। নিজের সঙ্গে কথা বলে।

সে যে বলে বলুক। আমার প্রবলেম অন্য।

এর মধ্যেও প্রবলেম।

আজ্ঞে হ্যাঁ প্রবলেম। আমি এল আই সি-র এজেন্ট ছিলুম। পলিসি আমি করব না। সারাদিন কেবল বলে যাচ্ছি, একটা পলিসি খোলো না, একটা পলিসি। সারা দিন এই ঝুলোঝুলি সহ্য করা যায়। মেরে তাড়াব, কী কেটে পড়ব। সে উপায়ও নেই। যে বলছে সে আমি। যে শুনছে সেও আমি।

ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলুম, খাচ্ছেন না ?

ভয়ে খাচ্ছি না।

কিসের ভয় ! হালকা ওষুধ। হ্যাংওভার হবে না। মরে যাওয়ারও ভয় নেই।

তা হলে শুনুন। প্রথম প্রথম বেশ কাজ হয়েছিল। সারা রাত স্বপ্ন দেখতুম, চলে গেছি তাহিতি দ্বীপে। সুন্দর একদল মেয়ে ওদের পোশাকে। আমি তাড়া করছি, আর ওরা ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। কোথা দিয়ে যে রাতটা কেটে যেত !

তবে। কেমন ওষুধ দিয়েছি বলুন। এই বয়েসে কী আনন্দ।

দাঁড়ান এখনো আমি শেষ করিনি। এইবার আপনি কৃপা করে কিছু ফ্রি স্যামপল দিলেন।

কৃপা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। সেবাই ধর্ম। আজ আরো কিছু দোবো।

নাঃ, নাঃ একেবারেই না। ওই ফ্রি স্যামপলে আমার স্বপ্ন উলটে গেছে।

গণেশ উল্টে যায় শুনেছি, স্বপ্ন কী করে ওল্টায় ?

শুনুন তা হলে, ফ্রি স্যামপলে যে স্বপ্ন এল, দেখি, আমাকে তাড়া করেছে।

করতেই পারে, এক রাতে আপনি সুন্দরীদের তাড়া করবেন, আর একরাতে তারা আপনাকে তাড়া করবে।

ধুর মশাই, সে হলে তো মামলা মিটেই যেত, তাড়া করে মানুষখেকো ক্যানিবলে। রংমাখা, বিকট চেহারা, উলঙ্গ, ঢাক ঢোল বাজিয়ে ছুরি কাটারি নিয়ে তেড়ে আসছে—এবার ব্যাটা তোকে খাব। ডাক্তার ফ্রি স্যামপলে আর প্রয়োজন নেই। এই বয়সে সারা রাত আর জঙ্গলে জঙ্গলে ছুটতে পারব না।

আপনি ফলটল একটু বেশি করে খান তো, বেশ ভাল করে ধুয়ে একেবারে খোসাসুদ্ধ। এই বয়সে মিনারেলস, ভিটামনিস খুব দরকার। আপনার যে ফল প্রিয় সেই ফলই খান। ভাল করে ধুয়ে কচ কচ করে খোমাটোসা সমেত। খোসাটাই ত সব। কোন ফল আপনার প্রিয় ?

নারকোল।

নারকোল ?

ইয়েস, নারকোল, কোকোনাট। আচ্ছা, আমার ডানপায়ে ভীষণ ব্যথা। শুলে আরো বেড়ে যায়। সকালে বিছানা থেকে নেমে বহুক্ষণ কসরত করতে হয়। কী করা যায় ?

কিস্যু করার নেই। এ হল বার্ধক্য, ওল্ড এজ।

আপনার ভুল হচ্ছে ডাক্তার, ডাগনিসিস ঠিক হল না।

কেন ? কী ভুল হল, আপনার বয়েস হয়নি ?

অবশ্যই হয়েছে। তবে ডানপাটার যে বয়েস, বাঁটারও সেই বয়েস। দুটোকে নিয়েই আমি জন্মেছি। তাহলে বাঁ পায়ে কোনো ব্যথা নেই কেন ? টোট্যালি ফিট।

অতএব আপনি যা বললেন তা যথার্থ নয়। কেন এসেছি জানেন— নতুন তিনটি উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

বলে ফেলুন।

গত তিন দিন হল মাথাটা ভার হয়ে গেছে, সাইনাস Blocked আর আমার Water-works কাজ করছে না। Choked.

তিনটেই আমার হাতের বাইরে। সোজা চলে যান কোনো Plumber এর কাছে।

কিন্তু আপনাকে যে একবার উঠতে হবে। একবার যেতে হবে আমাদের বাড়িতে।

কেন ?

লকারের তালাটা খুলতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার যথাসর্বস্ব। চেকবই টেকবই সব।

তা আমি কী করব। তালা সারাইঅলাকে ডাকুন।

আজ্ঞে না, এটা আপনার কেস। চাবিটা আমার নাতি গিলে ফেলেছে। মনে হচ্ছে গলার কাছে আটকে আছে।

সে কী। চলুন দেখি। আচ্ছা চেকের কথায় মনে পড়ে গেল। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে তবু বলি, একটা চেক দিয়েছিলেন, মনে আছে !

খুব আছে।

আজ্ঞে, সেটা Bounce করেছে।

তা হলে বলি ডাক্তার, যে সব রোগের চিকিৎসার জন্যে ওই চেক, সেই রোগগুলোও সব Bounce করেছে।

বৈদ্যনাথ নমস্তভ্যং নাশিতাশেষমানব।
ত্বয়ি বিন্যস্ত ভারোয়ং সুষুপ্তঃ স্বয়মন্তকঃ ॥

হে বৈদ্যনাথ, চিকিৎসক সম্রাট, হে অগণিত মানুষের প্রাণ সংহারকর্তা আপনাকে প্রণাম, কারণ আপনার ওপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে স্বয়ং যমরাজ এখন সুখ নিদ্রায় মগ্ন।

'Doctor, doctor !! I feel I am a goat
How long have a you been like this ?
Since I wase a kid.
Doctor. doctor! I am at death's door!
Dotn worry - I will pull you through.

অভিমান

অভিমান খুব সাংঘাতিক জিনিস। অন্য কোনো ভাষায় এর যথোচিত প্রতিশব্দ নেই। সেন্টিমেন্ট, সেন্টিমেন্টাল অন্য ব্যাপার। বেগুনি, ফুলুরির মতো এটি সম্পূর্ণ বঙ্গজ। রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে। ঝড়ের মতো এল, সব লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল। আবার রোদ উঠল, নীল আকশ বেরলো, পাখি ডাকল। অভিমান কিন্তু তা নয়। মেঘলা আকাশ, মেটে মেটে রোদ, না-ঝড়, না-বৃষ্টি। মনের ভেতরে কী একটা হতে থাকে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি। ঢেঁকুর আটকে গেলে যেমন হয়। ফ্ল্যাগ হাফ মাস্ট হয়ে যাওয়ার মতো। রাগের কনস্টিপেসানকে অভিমান বলা যাবে কী! না মনে হয়। চাপা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ভিন্নতর।

উদাহরণ, খেতে বসেছি। ভাত বেশি হয়েছে। পাতে পড়ে থাকাটা ঠিক নয়। মোলায়েম করেই বললুম, 'দুটি তুলে নেবে গা!' এক মুঠো তুলে নিয়ে গেল। যেতে না যেতেই, আবার অনুরোধ, 'ডাল একটু কমিয়ে দেবে।' বাটি চলে গেল, ফিরে এল হাফ হয়ে। হঠাৎ মনে হল, পালং শাক এতটা খাওয়া ঠিক হবে না। অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস। এইবার বললুম, 'শাকটা তুলে নিয়ে যাও। শাক না খাওয়াই ভাল।'

রান্নাঘরে তখনো মাছের কেরামতি শেষ হয়নি। ওটা আমারই পাতে আসবে। ইতিমধ্যে বার তিনেক আসা যাওয়া হয়েছে। সেই চাপা ক্রোধের প্রকাশ হল এই ভাবে, ঝাঁ করে এসে সাঁ করে থালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল। পড়ে থাকলুম আমি আর জলের গেলাস।

এর নাম ক্রোধ। এই যে এক কাজ করতে করতে, বারে বারে আসা, হুকুমের পর হুকুম। বাক্যে কিছু প্রকাশ পেল না, প্রকাশিত হলে কাজে। থালাটাই চলে গেল। পাকা সংসারী হলে, সে কি করত, যা পরিবেশিত হয়েছে, সুবোধ বালকের মতো সবটাই খেয়ে উঠে যেত। অসুস্থ হলে ডাক্তারবাবু মেরামত করে দিতেন।

গ্রীষ্মকালে বারে বারে জল চাওয়ার এই পরিণতি হয়েছিল, গোটা

জলের কুঁজোটাই টেবিলে চলে এল, কত খাবে খাও। স্বামী না হয়ে সন্তান হলে এই কথাটাই শুনতে হত, নাও, গিলে মরো। একবার জামা চেয়ে কী বিপদ। প্রথমে এল সরষে ফুল রঙের একটা জামা।

—এটা কেন দিলে। একে কালো, এটা পরলে আরো কালো দেখাবে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশি নীল রঙের একটা জামা এল।

—এটা দিলে কেন ? আর কিছু নেই ! এটা পরলে বড় রোগা-রোগা দেখায়।

সঙ্গে সঙ্গে এল একটা সাদা জামা।

—সাদা ! মরেছে, এ ত পরতে না পরতেই কালো হয়ে যাবে।

এইবার যা হল কহতব্য নয়। যত জামা ছিল সব এসে গেল। স্টিলের আলমারির পাল্লা ধড়াস করে বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধের শব্দই বুঝিয়ে দিলে, স্ত্রী রাগিয়া গিয়াছেন।

একদিন চায়ে চুমুক মেরে বললুম, 'চিনি নেই না কী।'

—কেন কী হয়েছে !

—একেবারে মিষ্টি হয়নি।

—তাহলে তলায় বসে আছে। গুলিয়ে নাও।

ডটপেনের উলটো দিক দিয়ে গুলিয়ে, চুমুক দিলুম।

—কোথায় চিনি ! দিতেই ভুলে গেছ।

এইবার পায়ের শব্দ। দুম দুম। এক হাতা চিনি থপাস করে চায়ে। টি স্পুন, টেবল স্পুন, ডেসার্ট স্পুন শুনেছি, হাতা যদি চামচে হয় তাহলে কী ইংরিজি হবে—ল্যাডল স্পুন ! কথা কাটাকাটি করে স্ত্রীকে ক্ষিপ্ত করে কোনো মানুষ সুখী হতে পারে না। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। এই জ্ঞান যার নেই তার সংসার করা উচিত নয়।

শৈশবের কথা মনে পড়ছে। রবিবার, রবিবার দুপুরে আহারাদির পর বাবা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলতেন, কোমরে দাঁড়া। সায়েটিকা ছিল তাঁর। বেশ করে মাড়িয়ে দিলে আরাম পেতেন। তিনি আরাম পেতেন ঠিকই। পুত্র হিসেবে পিতার সেবা অবশ্যই করা উচিত ; কিন্তু আমার ভয়ঙ্কর রাগ হত। ছুটির দুপুরে একটি শিশুর কত আকর্ষণ কত দিকে ! গল্পের বই, ঘুড়ি, লাট্টু, গাছতলায় ছড়ান ফলসা, কচি আম। পুকুরের পাড় দিয়ে, পোড়ো ভিটের পাঁচিল টপকে, শিবমন্দিরের ঘাটে গিয়ে, সঙ্গী-সাথীদের খুঁজে বের করে, দুপুরটাকে পড়ন্ত বিকেলের কোলে তুলে দেওয়ার যে কী আনন্দ, সে শিশুই জানে।

যন্ত্রণাকাতর বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন, ডান দিক, বাঁ দিক, ওপরে, আর একটু ওপরে। জোরে আর একটু জোরে। আস্তে আস্তে লাফা। এক রোববার রেগে গিয়ে অ্যায়সা লাফালুম, স্লিপ ডিস্ক। এরপর আর কখনো বলেননি। এখন, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায়, ছায়ায় বসে ভাবি, আর তো সেবা করার সুযোগ পাব না। এখন প্রণাম করার মতো কেউ আর জীবিত নেই।

ক্রোধের মতো কুৎসিত জিনিস আর কিছু নেই। তবু আমরা রেগে যাই। রাগের কারণে সব যখন কেঁচে যেতে থাকে, বন্ধু শত্রু হয়, পরিবার-পরিজন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, তখন আমরা একটা ছুতো খাড়া করি, সেটা হল হাই ব্লাড প্রেসার। কী করব ভাই, আমার যে হাই প্রেসার। কখন যে কী বলে ফেলি। রাগটাকে প্রেসার বলে চালাতে পারলে সাতখুন মাপ। অফিসে বড়কর্তা যা খুশি তাই বলেন। দুর্মুখ। ইউনিয়নকে বলে, ধরে পিটিয়ে দিলেই লেঠা চুকে যায়। কিন্তু, এ মুখ সে মুখ নয়। এ হল প্রেসারের মুখ। মেপে দেখা হয়নি, তবে রটনা সেই রকমই। তিনি প্রেসার কুকার। মাঝে মাঝেই স্টিম ছাড়বেন। মাসের শেষে টাকাটি বুঝে নেবার জন্যে দিনের পর দিন সহ্য করতেই হবে।

গৃহে কর্তার হাই প্রেসার। সবাই তটস্থ। এই বুঝি সেরিব্রাল হয়ে যায়। শুধু রোজগার বন্ধ নয়, বিছানায় পড়ে থেকে বাম্বু। না যায় ফেলা, না করা যায় সেবা। ছেলে, মেয়েরা উড়ে বেড়াবে। কোণের ঘরে কর্তা কুপোকাত। মা ! তুমি ম্যাও সামলাও। তোমারই তো স্বামী ! অনেকটা এইরকম, তোমার পাঁঠা তুমি বোঝো। টেঁসে গেলে আমরা বল হরি করার জন্য সাইডলাইনে আছি। ঝপাঝপ সেরে দেবো। খাট, ফুল, ধূপ, চারটে কাঁধ, দেড় কেজি ছাই, ভুল মন্ত্রোচ্চারণে পিণ্ডোৎসর্গ, গঙ্গা লেখা কার্ড, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ, মুণ্ডিত মস্তকে একমাসেই চুল গজিয়ে যাবে। পিতা ছিলেন, পিতা জড়বৎ ছিলেন, পিতা নেই। পিতাদের এই রকমই পরিণতি। জাতির পিতা, পরিবারের পিতা, সব পিতারই এক হাল। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে, অর্থাৎ মৃত্যু ঘুমিয়ে আছে। তুমি পিতা হবে, তুমি স্বর্গে যাবে। তোমারও আনন্দ, আমাদেরও আনন্দ। পিতা মানেই গণ্ডার। মোটা, পুরু, ঘাতসহ, অনুভূতিহীন চামড়াটি তৈরি করে দেবেন পিতার স্ত্রী অর্থাৎ মাতা। সন্তান প্রতিপালনের সৎ দায়িত্বে তৈরি হবে একটি নাসিকা খড়গ। অতঃপর শুধু গুঁতিয়ে যাও। গুঁতোগুঁতির নামই সংসার।

গীতায় ভগবান বলছেন ·

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
এটিকে বাস্তবানুগ করতে এই রকম হবে :
ক্রোধাদ্ভবতি হাই প্রেসারঃ প্রেসারাৎ
সেরিব্র্যালঃ।
সেরিব্র্যালাৎ প্যারালিসিসঃ চিতায়াং চড়িতং জড়দগবঃ ॥

অভিমান কিন্তু ক্রোধগণ্ডার নয়। কবিতার মতো সুষম বিচরণ। সেতারের ভাষায় মীড়ের কাজ। ছেলেকে বলেছিলেন, পিতার হোটেলে খাচ্ছ দাচ্ছ এইবার একটু রোজগারের চেষ্টা দেখ। মাসখানেক পরে জানা গেল, ছেলে মোড়ের দোকানে বসে পাঁউরুটি আলুর দম খায়। বলেছে, মিত্তির মশাইয়ের অন্ন স্পর্শ করবে না। ছেলের দিকে গর্ভধারিণী। তিনিও একমাস চা আর লেড়ো বিস্কুটের ওপর আছেন।

কবে কখন রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলে ফেলেছিলুম, কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে! যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙছ দাঁতের গোড়া।

মাসখানেক পরে কাজের মহিলার কাছ থেকে জানা গেল তারই ভাষাতে, 'বেধবা হবার ইচ্ছে হয়েছে দাদাবাবু।'

'কেন রে, আমি বেধবা হতে যাব কোন দুঃখে।'

'দিদিমণি ত টালার ট্যাঙ্কি হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'একমাস ত জলের ওপরেই আছে।'

'সে কী রে,আর কিছু খাচ্ছে না!'

'সেই যে বলেছিলেন, কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে! কে কাকে খাওয়ায় দাদাবাবু, সবাই নিজের ভাগ্যে খায়। খাওয়ার খোঁটা কক্ষুণো দিবেন না। আমি আমার কত্তাকে সব বলি ; কিন্তু খাওয়ার খোঁটা দি না। যা শিক্ষে হয়েছিল!'

'কী শিক্ষে!'

'একবার রাগের মাথায় বলেছিলুম, তা ভাতের বদলি এক বোতল অ্যাসিড খেয়ে বসে রইল। ভাগ্যে আমার বেধবা হওয়া নেই, তাই আজও টেনে যাচ্ছি সাত বাড়ি কাজ করে। সবাই ভাগ্যে খায় দাদাবাবু। আপনার ভাগ্য ভাল বৌদিমণি শুধু জলই খাচ্ছেন, অ্যাসিড খেলে কী হত! কোমরে দড়ি। তার আগে কেলাবের ছেলেরা পিটিয়ে পাট করে দিত। জানেন

না, স্বামীকে হত্যা অতটা দোষের নয়, বধূ হত্যা মহাপাপ।'

অফিস থেকে ফেরা মাত্রই এক কাপ চা আসে, সঙ্গে কাপের ব্যাকগ্রাউন্ডে স্ত্রীর হাসিমুখ। দাম্পত্য জীবনের ফার্স্ট, সেকেন্ড এমন কী থার্ড ইয়ার পর্যন্ত এমনই চলে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের পর এসব আর থাকে না। ছাত্র জীবন শেষ। তখন ইঞ্জিনিয়ার। সংসার যন্ত্রের তেল কালি মাখা মেকানিক।

সেদিন চা এল না। স্ত্রীর বান্ধবীরা এসেছে। হ্যা হ্যা হা হা। রাগ নয় অভিমান। জামা জুতো পরে বেরোচ্ছে। স্ত্রী একবার ক্যাজুয়ালি প্রশ্ন করলে, 'এসেই আবার চললে কোথায়! দেরি কোরো না কিন্তু!' চায়ের কথা হল না।

অভিমান পাকল আরো। পাড়ার দোকানে মোটা গেলাসে চা সেবন হল। দোকানদার প্রশ্ন করলে,

'ধনাদা গ্যাস ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ ভাই, গ্যাস ফুস্।'

এইবার কোথায় যাওয়া যায়। সিদ্ধেশ্বরী কালীতলার চাতালে।

'মা, তুমি ছাড়া কেউ নেই গো মা!'

'বাবা! এইটি তো তোমার মনে থাকবে না বাছা। এ তো তোমার চায়ের বৈরাগ্য।

চার চুমুকেই শেষ। সোহাগে মৃণালভূজে যখন বাঁধবে, মা তখন পাথর। তবে বলি শোনো, অভিমান পাকা হলে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন হয়। রামপ্রসাদের হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের হয়েছিল।'

হঠাৎ শোনা গেল, 'এই তো! বউদি দাদা এইখানে।'

পরের দৃশ্য, অভিমানীর বুকে অভিমানিনীর মাথা।

মা হাসছেন, বৎস! এরে কয় প্রেম। বটপাতার আঠা।

কি কল বানাইসে ভগবান

সর্দি বসে গেলে ব্রংকাইটিস,রাগ বসে গেলে অভিমান।

ব্রংকাইটিসের ওযুধ অ্যান্টিবায়টিক, অভিমানের ওযুধ সোহাগ। মান আর অভিমান এই নিয়েই রাধাকৃষ্ণের যতক লীলা। মুশকিল মানভঞ্জন পালা। 'এই নাও গুঞ্জাহার কুঞ্জে তো যাব না আর।' অভিমানাকে কাজে লাগাতে পারলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, যেমন নদীর প্রবাহকে বাঁধতে পারলে, জল বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, সেচের কাজে লাগিয়ে তিন বার ফসল তোলা যায়। তবে সেই অভিমান আনতে হবে নিজের ওপর। আমি অপদার্থ, গবেট, হতচ্ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া। ক্রমে ক্রমে অহংকারের বোঁটাটি শুকিয়ে আসবে। একসময় খসে পড়ব। পড়ব কোথায়! বিষয়ে নয় অবিষয়ে।

শ্রীরামপ্রসাদ যেমন নিজের ওপর অভিমানে বলেছিলেন,

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার ক'রে রেখ পদানত ॥

প্রসাদ বসে বসে ভাবছেন, গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে। পঞ্চাশের পর আমরা শতকরা নব্বইজন এই কথাই ভাবব। জীবনে এমন কিছু করব না, যে স্ট্যাচু হয়ে পার্কে গিয়ে বেদির ওপর বসব। এমন কিছু করব না যে বই হয়ে মলাটের ছবি হব। পাঁজিতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা থাকবে, আবির্ভাব তিরোধান। শীতকালে ফুলকপি খাব, খেয়ে বলব ঢেঁকুর মারছে। প্রতিজ্ঞা করব খাব না, আবার খাব। পালমশাক খেয়ে বলব, সে টেস্ট নেই। মাছের ঝাল খেতে খেতে বলব, সরষের মতো অপকারী জিনিস আর কিছু নেই। এই সরষে আর সরষের তেলেই বাঙালি মরবে। বাসে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব টানা ঝগড়া করব। বসা মাত্রই ঢুল। ঢুলে ঢুলে সহযাত্রীর কাঁধে পড়ব। মাসের প্রথমে উদোম খরচা করব। মাসের শেষে প্রতিজ্ঞা করব, সামনের মাস থেকে টেনে চলব, ইকনমি, ইকনমি। পেছন ফিরে তাকালে দেখব। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আহার, আড্ডা,

নিদ্রা। চিরনিদ্রা। স্ত্রীর কথায় উঠি বসি। হেঁকে বলি, পুরুষ সিংহ। আসলে কিন্তু পুরুষ কেঁচো।

রামপ্রসাদ এই অভিমানকে কাজে লাগালেন আত্মজ্ঞান উন্মোচনে, স্বরূপ দর্শনে, 'গেল দিন রঙ্গরসে/ আমি কাজ হারালাম কালের বশে/ ' দেশ-বিদেশে যখন ধন উপার্জন করেছিলুম, তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আপনা বশে।' সেই উপার্জনের ক্ষমতা চাল গেল, সংসারের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল, সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে।' এইবার রামপ্রসাদের সত্য দর্শন,

যমদূত এসে শিয়রেতে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদের অনুরাগী। তিনি বলেছেন, যাত্রাতে দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে। সংসার করবে। অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে। আমি চানকে পল্টনের সিপাইদিগকে বলেছিলাম, তোমরা সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকি হাতে পড়বে। এটি হুঁশ রেখো।' উদাহরণ দিচ্ছেন, ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আর একজন নেড়েচেড়ে দেয়। সে হুঁশ রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের ওপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর-এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে, তোমার কাছে এত বাকি পাওনা আছে দিয়ে যেও।'

এই মুষল হল সংসার। হেসে হেসে পাশে বসে পকেটটি মেরে সরে পড়বে। আগে বোঝা যাবে না। Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards. প্রেম নেই, খালি স্বার্থ, তবু মনে হবে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চি। জন অসবোর্ন জবরদস্ত বলেছেন :

For heaven be thanked
We live in such an age
When no man dies for love
Except upon the stage.

পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য এ কথা। সভ্যতা হল ক্যামোফ্লেজড বর্বরতা। যে কোনো মুহূর্তে ছোবল মারবে। জেনে শুনে

বিষ পান। জীবনটাই এই রকম। কেন জন্মাই ? প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। বলতে পারতেন আমাদের গ্রেট গ্রেট তস্য গ্রেট, গ্রেট টু দিপাওয়ার ইনফিনিটি গ্র্যান্ডফাদার আদম সাহেব। কেন ঈশ্বর আমাদের সেই ঠাকুর্দাটিকে ঠাকুমাসহ স্বর্গ থেকে মর্তে ফেলে দিলেন আমরা জানি। সেই প্রিমিটিভ সিন। আপেল খেয়ো না। খেলেই তোমার কাম আসবে। নারীপুরষ ভেদজ্ঞান আসবে। সংসার করতে ইচ্ছে করবে। পিল পিল করে বাড়বে আদমের বাচ্চারা। কোনো উপায় নেই। যে কেলেঙ্কারিটা একবার হয়ে গেছে তাকে আর থামাবে কে ? চলতেই থাকবে। এক জোড়া তিনি করেছিলেন, বাকি সব জোড়ায় জোড়ায় আসবেই আসবে, বাড়বেই বাড়বে। মানুষকে স্বর্গছাড়া করে ঈশ্বর প্রাণে বেঁচেছেন, তা না হলে তাঁকেই স্বর্গ ছাড়তে হত। মাটির, পাথরের, ধাতুর মূর্তি হয়ে মন্দিরে মন্দিরে বসে আছেন। কোথাও খাচ্ছেন বাতাসা, কোথাও ছাগল। ফুল, বেলপাতা, জল, কাদা, কাঁসর ঘন্টা, ম্যা ম্যা চিৎকার, বাবা, বাবা আর্তনাদ। হাজার হাজার মানুষের হাজার চাহিদা। কেউ বলছে, মা কনস্টিপেসান ভাল করে দাও, কেউ বলছে তোমার কৃপাতরঙ্গ লেসার বিম হয়ে পেটে ঢুকে গল ব্লাডারের সব স্টোন কড়মড় করে দিক। কেউ বলছে, মা গো স্ত্রী মেজাজটা ঘৃতকুমারী করে দাও। শরীর, অর্থ, বিত্ত, এর বাইরে কিছু নেই। বিবেক বৈরাগ্য দাও মা, বিবেকই নেই তো বৈরাগ্য ! মানুষ তাহলে কী,

Limited in his nature, infinite in his desires, man is a fallen god who remembers the heavens.

মানুষকে নিয়ে মানুষও বিব্রত। একা ত কেউ নেই, অজস্র মানুষের মধ্যেই বসবাস। এক একটি এক এক রকম। বাপ চাইছে, ছেলে কথা শুনুক। ছেলে চাইছে বাপ মরুক। স্ত্রী চাইছে স্বামী বনমানুষ থেকে মানুষ হোক, স্বামী চাইছে স্ত্রীটি একটি সুন্দরী রোবট হোক। বলা মাত্রই হাসি মুখে যাবতীয় হুকুম তামিল। কোনো প্রতিবাদ, বাদ, বিবাদ, অভিযোগ, সমালোচনা থাকবে না। সদাই যো হুকুম খোদাবন্দ।' জীবনের মর্ম না বোঝাটাই মর্মান্তিক।

মানুষই মানুষের সমালোচক। ঈশ্বর তো নির্বাক ! মানুষের মধ্যে দিয়ে তাঁর কথা ভেসে আসে। মেয়েদের কপালের ছোট্ট টিপের মতো মানুষের অন্তরে বিবেকের একটা ছোট্ট টিপ সাঁটা আছে। মানুষ কেন মানহুঁস হতে পারে না, এই অভিমান সর্বস্তরে সর্বজীবে চারিয়ে গেছে। পশুর বিবেক নেই মানুষের আছে, এইটাই ভগবানের রসিকতা। সেই কারণেই এই আক্ষেপ,

What is man, when you come to think upon him, but a minutely set, ingenious machine for turning, with infinite artfulness, the red wine of shiraj into urine.

কী কল করেছ ভগবান,অ্যায়সা যন্তর, কী তার ক্ষমতা, শিরাজের সর্বোত্তম লাল মদ যন্তরে ঢোকাও কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে মূত্র হয়ে।

হাজলিটের চমৎকার আক্ষেপ,

Man is the only animal that laughs and weeps; for he is the only animal that is struck with the difference between what things are and what they ought to be.

হতে না পারার অভিমানই মানুষ। তার থেকে ক্রোধ, হতাশা, অবসাদ।

মনুষ্য হও

সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, 'মনুষ্য হও।'

পিতাকে প্রণাম করি, তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হস্তের একটি মুদ্রা করিয়া অমিতাভ বুদ্ধের ছন্দে বলিতেন, 'মানুষ হও।' শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম করিতাম, তিনি বলিতেন, 'মানুষ হও।' বিদ্যালয়ে বেধড়ক পিটাইবার কালে আমার জাতি আবিস্কার করিয়া, আমার বদলে তিনিই আর্তনাদ করিতেন,' ওরে বাঁদর, তোকে মানুষ করতে গিয়ে হাতে কালসিটে পড়ে গেল।'

একদা পরম প্রহৃত হইবার পর সাশ্রু নয়নে বলিয়াছিলাম, মানুষের বাচ্চা ত মানুষই হইবে, বস্তুত হইয়াই আছে, দুইটি পা, দুইটি হাত, দুইটি চক্ষু। গোলাকার মস্তক। বড় বড় কৃষ্ণকেশর চুল ছিল, আপনার আকর্ষণ হইতে বাঁচিবার জন্য কদমছাঁট করিয়াছি। মানবে বানর দর্শন আপনারই দৃষ্টি বিভ্রম। স্বামীজি বলিয়াছেন, আমি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।

এতটা গুছাইয়া বলিতে না পারিলেও, নিজের শ্রেণী অনুযায়ী অকুতোভয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ফল হইল উলটা। বেত্র আস্ফালন সহ নৃত্য করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এই বিচ্চুটা শুধু বাঁদর নয় পাকা বাঁদর। সাধে রামায়ণে বাঁদরও দেবতা। তোর বহুরূপের নিকুচি করেছে।' তুলো ধোনা হয়ে তিন দিন তোশকের মতো তক্তাপোশে পড়ে রইলুম। পিতা অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ হয়েচে, অল্প বয়সে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। লেজটা পেছনে কয়েল করা আছে। ছুরি দিয়ে একটু ওপন করে দিলেই বেরিয়ে আসবে। ওর ডজন ডজন কলা খাওয়া দেখেই বুঝেছিলুম, 'এই মহামানব নর নয় নরপশু।'

বিবাহের পর আমার স্ত্রী আমাকে অন্যভাবে আবিস্কার করলেন, আমি একটি ঢেঁড়স। সারাটা জীবন ঢেঁড়সের প্রাপ্য সম্মানও পেলুম না।

পাপোশ হয়ে পড়ে রইলুম সংসারের চৌকাঠে। চিৎকার, চেঁচামেচি করেও কোনো লাভ হল না। জ্যেতিষী বললেন, 'রবি ডাউন, মঙ্গল উইক, বৃহস্পতি বেখাপ্পা, একটা গ্রহও ঘাটে নেই। এবারটা গোলেতালে কাটিয়ে দিন। আসছে বার বাবাকে বলবেন, হাতে পাঁজি, ঠোঁটে বাঁশি নিয়ে বসে থাকতে। যেই দেখবেন গ্রহরা বেশ চড়ে আছে, অমনি বাঁশিতে ফুঁ, সার্জেন সঙ্গে সঙ্গে ফরসেপ দিয়ে মারবে টান। যখন তখন জন্মালে হয়!'

যুগ ইতিমধ্যে পালটে গেল। এগলো না পেছলো বোঝা মুশকিল। ছেলেকে বললুম, 'মানুষ হও।'

সঙ্গে সঙ্গে পালটা প্রশ্ন, 'মানুষ হওয়া কাকে বলে? তোমার মতো মানুষ হতে চাই না। দাঁত বের করে হাস। আর ঘাড় কাত করে থাক। জ্ঞান হওয়াতক শুনে আসছি Plain living and high thingking. প্লেন লিভিং মানে জান, যারা এয়ারো প্লেনে বাস করে। আজ লন্ডন কাল নিউইয়র্ক। আর হাই থিঙ্কিং হল, বোতল খানেক স্কচ মেরে হাই হয়ে চিন্তা কর। কার টুপি কাকে পরাবে। তোমরা ওই বুনো রামনাথের তেঁতুল পাতার ঝোল খাওয়ার গল্পটা ব্যাক ডেটেড। এ হল ঠেলাঠেলির যুগ। Push or Perish. তোমার প্রাগৈতিহাসিক শিক্ষা কাজে লাগাতে গিয়ে পদেপদে হোঁচট। বিনীত হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলুম। তিনি বললেন, আদিখ্যেতা। সাহায্যের হাত বাড়াতে গেলুম, বললে, নিজের চরকায় তেল দাও। বিনয়ী হতে গেলুম, বললে, মেয়েছেলে। সম্মান দেখাতে গেলুম, বললে, ন্যাকামো।'

ভেবে দেখলুম, কথাটা অতিশয় ঠিক। গলবস্ত্র, গদগদ ভাব, যেন মাতার কী পিতার শ্রাদ্ধ, যেন উমেদার কী সাহায্য প্রার্থী। এই কায়দায় চলতে গেলে উপেক্ষা ছাড়া কপালে ভিন্ন কিছু আর জুটবে না। একালের ভিখিরিদেরও কী দাপট! এক মিনিট দাঁড়াবার সময় নেই। একগালে সাবান, আর এক হাতে বুরুশ, 'একটু দাঁড়াও না ভাই, দেখছ ত সবে ধরেছি!'

'আপনার দাড়ি কামান দেখতে আসি নি। এই নিয়ে তিনবার আমার মা মারা গেল। এত শ্রাদ্ধ কে করবে! পঁচিশ, পঞ্চাশ যা পারেন ছেড়ে দিন।'

'তোমার এত মা এল কোথা থেকে, ছেলে ত দেখছি একটা!'

'আমার বাবা যে কুলীন ছিলেন! আমি যে ভাগের ছেলে।'

'এই তিন মায়েতেই মা শেষ!'

'কে বলেছে! আবার সামনের মাসে একটা মরবে, লাইন দিয়ে আছে। অত কোশ্চেনের কী আছে দেবেন ত কটা টাকা। দাড়ি কামাতে কামাতে দেওয়া যায় না! আমাদের সময়ের দাম আছে।'

হঠাৎ অস্কার ওয়াইল্ডের একটি লেখায় চোখে পড়ল, 'Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess.' মিউ মিউয়ের যুগ শেষ। বাড়াবাড়ির যুগ চলেছে। পরস্পর পরস্পরকে লাথি মারার যুগ। বিনয় অহংকারেরই আর এক রূপ। লোকটি বড় বিনয়ী, অর্থাৎ লোকটি অতিশয় অহঙ্কারী। আগুন অথবা বরফ দুটোই দহন করে। ধরা যায় না ছেঁকা লাগে।

বৃদ্ধ মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি আমাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সংজ্ঞাটা বলেননি।'

বীতশ্রদ্ধ শিক্ষকমশাই বললেন, 'এ বাঁদর ইজ বেটার দ্যান এ ছাগল। ছাগল বলি হয়ে যায়, বাঁদর বলি হয় না। আমি এক ছাগল, সারা জীবন বাঁদরদের ছাগল করতে চেয়েছি। এখন শেষ জীবনে নিজে একটা রামছাগল হয়ে বসে আছি। শোনো বাবা, দার্শনিক সোরেন কির্কেগার কী বলছেন, বড় সুন্দর কথা— Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. জীবন বুঝতে হলে ফেলে আসা পথে হাঁটতে হবে, সে ত সম্ভব নয়, পথ যে সামনে। এ এমন এক গাড়ি যার ব্যাক গিয়ার নেই। এইবার এস এডনা সেন্ট ভিনসেন্টের কথা, It's not ture that life is one damn thing after another - it's one damn thing over and over. দেহ খাঁচায় ঢোকাটাই One damn thing. তবু মানুষ আসবে। তুমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলে? আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলুম?'

—না স্যার! হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম এসে গেছি। মাঠে ছুটছি, স্কুলের বেনচে বসে আছি। কেউ কান ধরে টানছে, কেউ ডাস্টার দিয়ে পেটাচ্ছে। একজনকে মা বলছি, একজনকে বাবা। শাসক পিতা, স্নেহময়ী মাতা। যেই জ্বর হল, বাবা বললেন, কোঁ কোঁ করতে দাও। যেমন কর্ম তেমন ফল, অত্যাচারের একটা সীমা আছে। মা জলপটি লাগাচ্ছেন, ঠাকুরের কাছে মানত করছেন। জ্বর আমরা নয়, জ্বর যেন তাঁর। তিনিই সর্বাধিক অপরাধী!

—সুতরাং!

—আজ্ঞে সুতরাং।

—না হে ত এর তলায় একটি বফলা ফিট কর সুত্বরাং। ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নাও, গ্যারেজ করে দাও।

জর্জ সান্টিয়ানা কী বলছেন শুনবে, There is no cure for birth and death save to enjoy the interval. এই মাঝখানটায় একটু ঘাসটাস খাওয়া। ব্যাব্যা, ম্যাম্যা করা।

—তা হলে সারা জীবন কী বলতে চেয়েছিলেন?

—তখন বলতে চেয়েছিলুম, সোনার হরিণের পেছনে ছোট। হানুষ হওয়া মানে রোজগার করা, অর্থ, বিত্ত, যশ, খ্যাতি। তখন বুঝিনি, সোনার হরিণ মানে সীতাহরণ পালা। নিজের কোমল অর্ধাঙ্গ কেটে না ফেললে সোনার হরিণ ধরা যায় না। জীবনের শেষ চ্যাপ্টারে এসে তোমাকে দুটি কথা বলছি, একটি বলে গেছেন, নিৎসে :

success has always been the worst of liars.

দ্বিতীয়টি বলেছেন বিখ্যাত হার্বাট ব্যায়ার্ড :

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure-which is :

Try to please everybody.

আমরা সেকালে এই শেষেরটাই শেখাতে গিয়ে, তোমাদের সর্বনাশ করেছি।

—এখন তাহলে শেষ কথাটা কী! দু'জনেই তো ভাঁটায় ভাসছি।

—শেষ হল, কার্ল জুঙ্গ-এর কথা!

As far as we candicern, the sole purpose of

human existence is to kindle a light in the darkness of mere being.

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের কথা, তোমাদের চৈতন্য হোক। চৌকিদারের হাতে আলো, তার মুখ দেখা যায় না, যদি না সে ঘুরিয়ে আলোটা নিজের মুখে ফেলে। নিজের আলো নিজের মুখে ফেলে নিজের মুখ দেখ চৈতন্যের দর্পণে। কী দেখবে!

—জানি না। আপনি দেখেছেন?

—নাঃ। তবে মনে ঈশ্বরকেই দেখব। We are all serving a life-sentence in the dungeon of self. কৃষ্ণ বসে আছেন কংসের কারাগারে। জীবনের কুরুক্ষেত্রে বীরের সারথি হবেন। মরবেন অজ্ঞানীর ক্ষুদ্র মুষলে।

—ছেলেকে তাহলে কী হতে বলব, মানুষ?

—না। মানুষের কোনো সংজ্ঞা নেই। বরং তাকে বোলো :

Everybody has his own theater, in which his
manager, actor, promter, playwright,
sceneshifter, boxkeeper, doorkeeper, all in one,
and audience into the bargain.

কেমন লাগছে

'কেমন লাগছে তোমার, বন্ধু অবিনাশ ?'

'তোমার কেমন লাগছে দোস্ত অক্ষয়কুমার ?'

দুই বৃদ্ধ বসে আছেন রকে। বিকেল বেলা। সূর্য ঢুকে গেছে বামে। আকাশ লাল। অন্ধকার ঘনাচ্ছে। একটা অতি ব্যস্ত তারা ছিটকে এসেছে ঝুলি থেকে। ঘষা রুপোর থালার মতো চাঁদ পুব আকাশে। একটু হিম হিম ভাব। শীত বিদায় নিচ্ছে। বৃদ্ধদের একটু সাবধানী হতে হয়। যন্ত্রপাতি পুরনো হচ্ছে। বৃদ্ধ বয়েসের খেলা শুরু হয় বুকে, চোখে, গুহ্যদেশে। বুক জায়গাটা সুবিধের নয়। ফুসফুসে ঠাণ্ডা ধরে, হৃদয়ে চর্বি ঢোকে।

বৃদ্ধরা সেই কারণে শীতের পোশাক ছাড়েননি। বেশ চাপাচুপি দিয়ে বসেছেন দু'জনে। আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। জীবনের কথা, বেঁচে থাকার কথা।

অক্ষয় : তোফা ভাই ! দশটা-পাঁচটার ঝামেলা নেই। চোখে কম দেখি, পড়াশোনার বালাই ঘুচেছে। কানেও কম শুনছি। বাবা বললেও যা, শালা বললেও তাই। ধর্মের ষাঁড়ের মতো গদাইলস্করি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাতে ধরেছে। একতলা দোতলা মহাসমস্যা। দাঁতে ঘুলঘুলি। একবার ভেবেছিলুম ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ফিল করিয়ে আসব। শুনলুম অনেক খরচ। শেষে অদ্ভুত উপায়ে সমস্যার সমাধান।

অবিনাশ : কী উপায় ! আমার দাঁতেও গোটা কতক হয়েছে।

অক্ষয় : একটু অপেক্ষা করো। পটল উঠলেই সমস্যার সমাধান।

অবিনাশ : তুমি ওঠার কথা বলছ, না তোলার কথা ! পটল তুলতে পারলে, একটা কেন সব সমস্যার সমাধান।

অক্ষয় : পঞ্চাশের পর তুলব, তুলব করি, ষাটের কর্মছুটি হয়ে যাওয়ার পর রোজই মনে হয়, আজই তুলি, তুলে ফেলে দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি, এই তো খোল, স্টিলের লকার তো নয়, তাহলে বেরোতে পারছি না কেন ? কিছু কিছু চিঠি আসে দেখবে, খামের

আঠার সঙ্গে সেঁটে থাকে। টানাটানি। শেষে ফ্যাস। খামটাম ছিঁড়ে ছাতরা ছেতরি। এও তাই। টানলে বেরোয় না। জীবনের আঠা শুকোবে, রস মরবে, তারপর খুস্, ফুস্। আমি বলছি কী, বেশ একটা মাঝপাকা পটল যেই খাবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, সব কটা গর্তে একটা করে বিচি সেট করে গেছে। একে বলে অটো-বায়ো-ফিলিং। এখন তো হার্বালের যুগ। হার্বাল সোপ, শ্যামপু, অয়েল, ফেসপ্যাক, মেডিসিন। ছাতে ফুলগাছের টবে দুব্বো, থানকুনির চাষ। সকালে উঠে হোল ফ্যামিলি ছাতে, একবার ঘাস, একবার থানকুনি চিবোচ্ছে। মিক্সিতে একদিন জবাফুল, একদিন তুলীপাতা পেস্ট হচ্ছে। থেবড়ে থেবড়ে মাথায় পুলটিস। জবায় চুল গজাচ্ছে, তুলসীতে খুসকি মরছে। গাঁট গাঁট কাঁচা হলুদ নুন দিয়ে সাবাড় করছে। তারপরে চায়ের আর টেস্ট পাচ্ছে না। চা অবশ্য আজাকল চটি জুতো থেকে তৈরি হয়।

অবিনাশ : সে আবার কী।

অক্ষয় : আজ্ঞে হ্যাঁ। চায়ের জন্যে আর আসাম, দার্জিলিঙ-এর ওপর নির্ভর করতে হয় না। দেখনি পাড়ায়, পাড়ায় হেঁকে যায় ফেরিঅলা, পুরনো চামড়ার জুতো আছে। ওই জুতো শ্রেডিং মেশিনে ফেলে, একটু টি ফ্লেভার দিয়ে বেশ করে লাগদাই প্যাকিং। পুরনো চামড়ার জুতোর খুব লিকার। জুতো মানেই জীবন। বন্ধুর পথে কত কী মাড়িয়ে হাঁটা, কত কী দলিত করা। কত জুতো খাওয়া, কত জুতো মারা! তাই চা হল, জীবনের নির্যাস। দেখনি, সকালে উঠে চায়ের জন্যে মনটা কী রকম ছোঁক ছোঁক করে। গাছে গাছে কাকের কা কা। খাটে খাটে বাবুদের চা, চা। লিকুইড জুতো না খেলে কেউ এনার্জি পায় না।

অবিনাশ :কিন্তু ভাই চায়ের দাম কেন দিনের দিন বেড়েই চলেছে!

অক্ষয় : জুতোর দোকানে গেলেই জানতে পারবে। সাড়ে চারশো, পাঁচশো, হাজার, চামড়ার জুতোর দাম। চায়ের দাম বাড়বে না!

অবিনাশ : তুমি খেয়াল করেছ, মেয়েরা তেমন চা চা করে না! কেন বলো ত!

অক্ষয় : সারা জীবনে এটুকু বুঝলে না, ওরা মারে আমরা মার খাই।

অবিনাশ : কী মারে!

অক্ষয় : সব রকমে মারে। প্রথমে ধরে এরপরে জড়ায় তারপর ঘটি ধোলাই।

অবিনাশ : একটু ব্যাখ্যা।

অক্ষয় : পুলিশের লাইনে এসো। কম্বল ধোলাইয়ের কথা শুনেছ!

অবিনাশ : শুনেছি।

অক্ষয় : থার্ড ডিগ্রিতে পড়ে। কম্বল ভিজিয়ে চোরব্যাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ায়, তারপর মোটা মতো গোটা কতক হাবিলদার এসে বড় বড় পেতলের ঘটি দিয়ে আচ্ছাসে পেটায়। তুমি যতই বাবা রে, মা রে বলে চেল্লাও কেউ শুনতে পাবে না। শরীরে কোনো দাগও পড়বে না। কেবল হাড়ের খিল খুলে যাবে। প্রেমের ভিজে কম্বলে জড়িয়ে সোহাগের মুগুর দিয়ে পেটাবে। একেবারে গোলাম যত দিন না বনছ। গেট আপ—উঠে দাঁড়াও, এই নাও চা, বাজারের ব্যাগ। কুইক মার্চ। এখন কাগজ নয়। সোজা বাজারে। মূলো এনো না, জালি হয়ে গেছে। ফুলকপি নয় বাঁধা কপি। বিট নয় গাজর। পেঁয়াজকলি টাচ করবে না। কাঁচালঙ্কা একটু খেয়ে দেখে নেবে। ঢলঢলে ধনেপাতা অবশ্যই। চুনোমাছের পাড়া মাড়াবে না। মাগুর হলে মেরে আনবে। কাটা পোনা হলে আঁশ ছাড়িয়ে পিস পিস করে আনবে। আর আমার জন্যে দুটো কৎবেল। দুপুরবেলা তোমরা যখন অফিসে গম ভাতবে, আমি বসে বসে শালপাতায় মুড়ে...। কথা শেষ হল না, সড়াত করে মুখের একটা আওয়াজ। একেই বলে ফাঁদ, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। কত দোয়েল, শালিক, টিয়া চন্দনা, এই জালে পড়ে ঝটাপটি। সেই গল্পটা জান ?

অবিনাশ : কোন গল্পটা ?

অক্ষয় : এক জঙ্গলের ধারে এক সন্ন্যাসীর বাস। প্রায়ই দেখেন ব্যাধ আসে, জাল ফেলে। মুক্ত পাখিদের ধরে নিয়ে যায় জালে বেঁধে। সন্ন্যাসীর বড় দুঃখ হল। রোজই এক দৃশ্য। একদিন তিনি সব পাখিদের ডাকলেন, আয় ময়না, আয় টিয়া, বুলবুলি, চন্দনা। তোদের একটা ফাঁদে না পড়ার মন্ত্র শেখাই। ব্যাধ আসবে, দানা, ছড়াবে, জাল ফেলবে, তোরা কাছে যাবি দেখবি কিন্তু দানা ঠেকারাবি না। শুনলি ? নে এবার বল। মুখস্ত কর। ব্যাধ আসবে, দানা ছড়াবে, জাল ফেলবে, ঠোকরাব না। পাখিগুলোকে বেশ সড়গড় করিয়ে ছেড়ে দিলেন। মুক্তির মন্ত্র শিখে গেছে। এর পর আবার জাল। দল বেঁধে নেমেছে পাখির ঝাঁক। দেখছে আর বলছে, ব্যাধ এসেছে, দানা ছড়িয়েছে, জাল ফেলছে, এবার ঠোকরাই। সন্ন্যাসী অবাক হয়ে দেখলেন, দিনের শেষে একজাল পাখি কাঁধে ফেলে ব্যাধ চলেছে সন্ন্যাসীরে কুঠিয়ার পাশ দিয়ে। পাখিগুলো তখনও বলছে, ব্যাধ আসবে, দানা ছড়াবে, জাল ফেলবে, ঠোকরাব না। এইবার আমাদের জীবন ফেলে মেলাও।

অবিনাশ : মন্দ বলোনি। অতীতের দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি, বিয়ে করবি অবিনাশ ? না, বিয়ে মানুষে করে ? বন্ধন। সবাই চুপ। ভেতরে উথালপাতাল। বউ আসবে জীবনে। ফটফটে চাঁদের আলোয় দুজনে পাশাপাশি বসে চানাচুর খাব। দুঃখ সুখের কথা বলব। অর্ধাঙ্গে অর্ধাঙ্গিনী ফিট হয়ে পূর্ণাঙ্গ। হ্যাঁ গো শুনছ ! কী গো কী করছ ! যতই ভাবি, ততই পুলকিত হই। তিন মাস পরে একটি ছবি দেখিয়ে মা বললেন, 'কী মনে হয় ?' লাজুক গলায় বললুম, আমি কী বলব, তোমরা যা বলবে।' আনন্দে আটখানা হয়ে মোড়ের মাথায় বন্ধুদের আড্ডায় চলে গেলুম। উত্তেজনার আধিক্যে পরপর তিন শালপাতা ল্যাম্পো ঘুগনি মেরে দিলুম। ফুচকাটা বাদ গেল একসঙ্গে খাব বলে। পরের দিন চিৎপটাং। বাথরুমেই বসবাস। নুন, চিনির জল খাই, আর ভাবি, সে এসেছে। এসে গেছে। কপালে হাত রেখেছে। লম্বা লম্বা আঙুল। চুড়ির রিনিঠিনি ! আহা, সে কী ঘোর !

অক্ষয় : তারপর ! সেই সকই কাহিনী ! ব্যাধ আসবে, দানা ছড়াবে জাল ফেলবে। বাকিটার সাক্ষী আমি। বরযাত্রী হয়েছিলুম। তুমি বোকার মতো টোপর মাথায় বসে আছ। হুলু হুলু উলু। শোনাচ্ছে, গেল গেল। বউভাতে তোমার সে কী ধমক। শ্বশুরের দেওয়া সিল্কের পাঞ্জাবি, পাথর বসানো সোনার বোতাম, কোঁচানো ধুতি। মাঝে মাঝে বউয়ের পাশে গিয়ে দাঁত বের করে অকারণ হাসি। বলির ছাগলকেও ওই ভাবেই সাজায়। তারপর আড্ডায় তোমার অদর্শন। কমলে কামিনী গপ করে গিলে নিল, যখন উগরে দিল অধ দামড়া একটা বুড়ো। তিন ছেলের বাপ, মাথায় টাক, ধামার মতো পেট। সে হাসি নেই, স্বপ্ন নেই, ঠমক নেই চমক নেই। তা কী বুঝলে বল ? খেলটা কেমন জমল ! প্রেম ট্রেম কেমন হল !

অবিনাশ : বছর না ঘুরতেই প্রেমের গোলাপ শুকিয়ে গেল, রইল কেবল কাঁটা। খালি শুনি, রোজগার বাড়াও। দুধের দাম বাড়ছে। হাতখরচ কমাও। পেট ঠেসে খেয়ে যাও টিফিনটা বাঁচবে। রোজ মাছ খাওয়া কেন, তুমি কী বেড়াল ! কেবল বলে, ইনসিওর কর। লন্ড্রি বন্ধ। রোববার দশটা থেকে বারোটা ধপাস ধপাস কাচা। বললে, শরীর ফিট থাকবে, জামা কাপড়ের জান বাড়বে, সেভিংস হবে।

অক্ষয় : আচ্ছা, গাধাদের পরমায়ু কত বছর হয় ?

অবিনাশ : আমি কোনো গাধাকে কখনো মরতে দেখিনি।

অক্ষয় : কে জানে ? সব গাধাই তো একরকম দেখতে।